

श्रिवित क्लग



কোভিড আচরণবিধি অনুসরণ

করে চলতে মুখ্যমন্ত্রীর আহ্নান

প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউ-এর মতো

কোভিড সংক্রমণ নিয়ে সবার

সচেতনতা ও নির্দিষ্ট আচরণবিধি

অনুসরণ করে চলার আহ্বান

জানিয়ে সকলের সুখ, সমৃদ্ধি ও

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৭ করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

সংকীর্তন ও মহোৎসব পরিদর্শন মঙ্গল কামনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

ডিসেম্বর।। চন্দ্রপুর ব্যবসায়ী

সমিতি ও এলাকাবাসীদের যৌথ

ব্যবস্থাপনায় আয়োজন করা হয়

২৪তম শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর

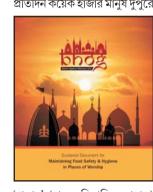
নাম সংকীৰ্তন ও মহোৎসব। আজ

PRATIBADI KALAM ● Daily ● 12th Year, 349 Issue ● 28 December, 2021, Tuesday ● ১২ পৌষ, ১৪২৮, মঙ্গলবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

সাদেলাগবে সিলমোহর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, যান। শুধু তাই নয়, শহরের করা হয়, এই নিয়ে কেন্দ্রীয় আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।।শহরের অধিকাংশ মন্দিরেই বিয়ে, অধিকাংশ মন্দিরেই দুপুর বেলায় প্রসাদ খাওয়ানোর ব্যবস্থা আছে। এযাবৎকাল পর্যন্ত সেই প্রসাদ খাওয়ানোর ব্যবস্থাপনা নিয়ে সরকারি কোনও তদারকি ছিল না। একেকটি মন্দির কর্তৃপক্ষ বছরে কয়েক লক্ষ টাকার ব্যবসা করলেও, জেলা প্রশাসনের কাছে কর জমা নিয়েও সরকার তেমন গা করে না। যদি সব ঠিক থাকে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই শহর তথা রাজ্যের মন্দিরগুলোর 'ভোগ' বা 'প্রসাদ' বিষয়ক পরিবেশনায় নানা রদবদল আসতে চলেছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের তরফে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের একটি নির্দেশিকা জারি হলে, টনক নড়বে বহু মন্দির কর্তৃ পক্ষের। শহরের কয়েক কিলোমিটার জুড়ে প্রায় দু-তিন ডজন মন্দিরেই 'ভোগ' দেওয়া হয়। বিভিন্ন মন্দির থেকে ভক্তরা প্রতিদিন নিজেদের পরিবারের জন্য সেসব ভোগ নিয়ে

অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ, উপনয়ন ইত্যাদি বিভিন্ন উপাচারকে কেন্দ্র করে প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ দুপুরে



'প্রসাদ' (পড়ুন নিরামিষ আহার) গ্রহণ করেন। এবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অধীন ফুড সেফটি এন্ড স্ট্যান্ডার্স অথরিটি অব ইন্ডিয়া তথা ফাসি'র উদ্যোগে শহর জুড়ে শুরু হবে মন্দিরে-মন্দিরে হানাদারির কাজ। মন্দিরের ভোগ বা দুপুরের আহার কতটা স্বাস্থ্য সম্মত এবং কি পদ্ধতিতে সেসব রাগ্না

সরকার'র বিচারে এক নম্বর টিভি (

কেব্ল) চ্যানেল তাদের,

অগ্রপথিক। এখনও মঞ্চের চড়া

আলোর তাপ গা থেকে ঝরে যায়নি,

সাংবাদিকতায় অবদানের জন্য

সম্বর্ধিত হয়েছেন মালিক-

সম্পাদক। তারই সাংবাদিক এক

ডাক্তারের কাছে টাকা চাইছেন এক

লাখ টাকা, খবর না করার জন্য।

ভেঙে বললে ডাক্তারকে

'র্যাকমেল' করেছেন, ঘুস

চেয়েছেন 'খবর' চেপে যাওয়ার

জন্য। ফোনে টাকা চেয়েছেন সদর

উত্তরের এক মহকুমার প্রতিনিধি।

টাকা চেয়েছেন সরাসরিই 'হাউসের'

নামে, এবং সাংবাদিক বলেছেন, "

আমি ফিফটিন পারসেন্ট পাব, বাকী

সবটাই হাউসের কাছে যাবে।"

ফোন কল শেষ হয়েছে, " আমি

সরাসরি পৌঁছে দেব," ডাক্তারের

স্বাস্থ্যমন্ত্রক রাজ্যকে কড়া বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছে। বহু আগেই রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের তরফে শহর এবং অন্যান্য জেলার বেশ কয়েকটি মন্দিরকে কেন্দ্রীয় সরকারের 'ভোগ' প্রকল্পে সংযুক্ত করার কথা ছিল। এখন পর্যন্ত তা করা হয়নি। ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসেই কেন্দ্রীয় পাতার পুস্তিকা প্রকাশ করে প্রতিটি রাজ্যকে পাঠানো হয়েছিল। সেই পুস্তিকা তথা গাইডলাইন রাজ্যেও এসে পৌঁছায়। 'গাইডেন্স ডকুমেন্ট ফর মেনটেইনিং ফুড সেফটি এন্ড হাইজিন ইন প্লেইসেস অব ওয়ারশিপ' শীর্ষক পুস্তিকাটি এখন হয়েছে। ২০১৮ সালে ফাসির তদানিন্তন সিইও পবন আগরওয়াল স্পস্টত বলেছিলেন, মন্দিরে-মন্দিরে যে প্রসাদ ভক্তদের জন্য তৈরি করা হয়, তার গুণগতমান ভালো হতে হবে। রাজ্যে গত বেশ কয়েক মাস ধরেই স্বাস্থ্য দফতর ইত্যাদি

ফাসিব নির্দেশিকাটিকে কার্যকব করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু কোনও এক অজানা কারণে তা কার্যকর হচ্ছে না। সম্প্রতি গোর্খাবস্তিস্থিত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের ডেপুটি ফুড সেফটি কমিশনার ডা. অনুরাধা মজুমদার বিষয়টি নিয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। ইতিমধ্যেই শহরের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফে একটি ৫২ দু'তিনটি মন্দির এবং গোমতী জেলার ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার সমস্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে খবর। এদেশে, বেশ কয়েক বছর আগের একটি পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছিল, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রার্থনা করার জন্য প্রায় ৩০ লক্ষ যদিও নতুনভাবে সংস্কার করা মন্দির, মসজিদ, গির্জা ইত্যাদি রয়েছে। রাজ্যেও এই সংখ্যাটি প্রায় কয়েক হাজার হবে। স্বভাবতই মন্দিরগুলোতে ঠিক কি পদ্ধতিতে খাবার তৈরি হয়, ফুড সেফটি লাইসেন্স আদৌও রয়েছে কি না, বাসি খাবার কি পদ্ধতিতে রাখা হয় এরপর দুইয়ের পাতায়

টিএসআর নিয়োগের তালিকা প্রকাশিত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। আড়াই বছর আগের নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছিল, সেই মোতাবেক দুইটি নতুন টিএসআর (ইন্ডিয়ান রিজার্ভ ব্যাটেলিয়ন) গডার জন্য নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা বেরিয়েছে। মোট ১,৪৪৩ জনকে নির্বাচিত করা হয়েছে, উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়ায় ৪৫ পদ খালি আছে। জেনারেল ডিউটি রাইফেলম্যান পদে রাজ্য থেকে নির্বাচিত হয়েছেন তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি এবং সাধারণ শ্রেণির মিলিয়ে পরুষ ৯১১ জন, এবং মহিলা ১০২ জন। রাজ্যের বাইরে থেকে আছেন, ৩৩২ জন। তাছাড়া পাচক, ধোবি, ক্ষৌরকার, পরিচ্ছন্নতা কর্মী পদে রাজ্য থেকে পুরুষ, মহিলা মিলিয়ে নির্বাচিত হয়েছেন ৭৩ জন।রাজ্যের বাইরে থেকে এইসব পদে নির্বাচিত হয়েছেন ২৫ জন। একশ নম্বরের নির্বাচিতদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছেন রমেশ কুমার সিংহ, তিনি পেয়েছেন ৮৮.৭৫।

চটেছেন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **আগরতলা,২৭ ডিসেম্বর।।** সম্প্রতি ১১৭৮ পঞ্চায়েত এগজিকিউটিভ অফিসার (পিইও) নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এই পদটি নতুন এবং তার বেতন হবে গ্রেড পে ২৮০০ টাকার সমতুল। গ্র্যাজুয়েট হতে হবে এবং বাংলা, ককবরক ইত্যাদি-সহ কম্পিউটারে দক্ষতা থাকতে হবে। পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটির কাজ দক্ষতার সাথে পরিচালনার জন্য এইসব পদ তৈরি করা হয়েছে। পঞ্চায়েতের প্রচুর কাজ এখন ডিজিটাল হয়ে গেছে, তাদের সেসব কাজও করতে হবে। ঠিক এরকমই একটি পদ পঞ্চায়েত দফতরে আছে, এবং তাতে বেশ কয়েকশ মানুষ চাকরি করছেন। ত্রিপুরায় রুরাল প্রোথাম ম্যানেজার(আরপিএম) নামে কর্মচারীরা রাজ্যের পঞ্চায়েত স্তরে কাজ করছেন, তারাও কম্পিউটার প্রশিক্ষিত এবং গ্র্যাজুয়েট। তাদেরও নিয়োগ করা হয়েছিল পঞ্চায়েতের কাজ মস্ণভাবে পরিচালনার জন্যই। তাদের গ্রেড পে ২৬০০ টাকা। আরপিএম পদ আগের সরকারের আমলে তৈরি করা হয়েছিল।

পিইও পদ তৈরি করে তাতে নিয়োগের সিদ্ধান্তে অসম্ভুষ্ট হয়ে ছেন আপাতভাবে প্রায় একই রকম পদ পিইও, অথচ তাদের বেতন হবে বেশি। আরপিএমদের বক্তব্য, এই দুই ধরনের পদ রাখার কোনও দরকার নেই। আরপিএম ছাড়াও রয়েছেন পঞ্চায়েত সচিবরা, আইন অনুযায়ী স্থানীয় সরকার পঞ্চায়েতে তারাই সচিব। আরপিএমদের বক্তব্য, পিইও পদে তাদেরই পদোন্নতি 🏿 এরপর দুইয়ের পাতায়

আরপিএম'রা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। মেঘালয়ে শেষ পর্যন্ত প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা পেলো তৃণমূল কংগ্রেস। ১১ সদস্যক তৃণমূল বিধায়ক দলের নেতা নির্বাচিত হলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মুকুল সাংমা। তবে বিজেপি জোট সরকার মেঘালয়ে তুণমূলকে এভাবে অতি দ্রুত বিরোধী দলের মর্যাদা দিয়ে দেওয়ায় নানা মহলে নানা জল্পনা উঁকি মারতে শুরু করেছে। অনেকেরই বক্তব্য, এর আগে ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট ক্ষমতায় থাকার সময়ে কংগ্রেসের প্রায় সমস্ত বিধায়ক (একজন বাদে) তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। সেই সময়ে তৃণমূলের তরফে বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে চিঠি দিয়ে বিরোধী দলের মর্যাদা চাওয়া হলেও তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার তৃণমূলকে সেই মর্যাদা দিতে রাজি হয়নি। ফলে তৃণমূল সেই সময়ে নামে প্রধান বিরোধী শক্তি থাকলেও কার্যক্ষেত্রে তারা প্রধান বিরোধী দলের কোনও স্বীকৃতি পায়নি। কিন্তু মেঘালয়ে নর্থ-ইস্ট ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্সের সরকার চললেও এবং সেখানে তৃণমূলকে নিয়ে তাদের উদার মনোভাবে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকেই মনে করছেন এটা তৃণমূল-বিজেপির সেটিংয়েরই একটা অংশ। নইলে তৃণমূলকে এত তাড়াতাড়ি বিরোধী দলের মর্যাদা দেওয়ার জন্যে মেঘালয়ের বিজেপি প্রভাবিত সরকারের এত তাড়াহুড়ো লেগেছে কেন? কেন্দ্রীয়ভাবে তৃণমুলের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক দিন দিন যতই খারাপ হচ্ছে, বিজেপির সঙ্গে সখ্যতা নিয়ে ততই জল্পনা বাড়ছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, কেন্দ্রে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন জোট শক্তিকে তৃণমূল কংগ্রেস দুর্বল করার অর্থ বিজেপির হাতকে শক্তিশালী করা। তৃণমূল সরাসরি বিজেপির পক্ষে কথা না বললেও কংগ্রেসের বিপক্ষে কথা বলাও বিজেপিকে সুবিধা করে দেওয়ারই শামিল। ফলে, রাজনৈতিকভাবে তৃণমূলও যে একটা গভীর রাজনৈতিক খেলায় অংশ নেয়নি তা কে বলতে পারে। গত কয়েক মাস যাবতই কংগ্রেসকে ভেঙে চলেছে তৃণমূল। সুস্মিতা দেব হউক কিংবা লুইজিনহো ফেলেইরো অথবা মুকুল সাংমা কোথাও বিজেপির ঘরে আঘাত নেই, সবখানেই ভাঙছে কংগ্রেস। যারা কার্যত জাতীয় ক্ষেত্রে এতদিন তৃণমূলের সঙ্গী ছিল কিন্তু হঠাৎ করেই তৃণমূল নেত্রী কংগ্রেস সম্পর্কে তার অবস্থান বদল ঘটান। দিল্লি গেলেই কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করতে হবে কিনা এ নিয়েও প্রশ্ন তুলে দেন। পাশাপাশি কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন বিভিন্ন বৈঠক সরাসরি এড়াতে শুরু করে তৃণমূল। তা নিয়েও নানা প্রশ্ন উঠে যায়। হঠাৎ করে তৃণমূল কেন কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে বিকল্প জোট গঠনের দিকে হাত বাড়াচ্ছে আরপিএম'রা। তাও প্রশ্নে পড়ে যায়। এর মধ্যেই মেঘালয়ে তৃণমূলকে বিরোধী দলের স্বীকৃতি দেওয়ায় গোটা বিষয়টি অন্য মাত্রা পেয়ে যায়। তৃণমূলের সঙ্গে

রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা অভিমত প্রকাশ

বিজেপির গোপন দোস্তি না থাকলে এটা কোনওভাবেই সম্ভব নয় বলেও

আগর তলা পুর নিগমের কাউন্সিলার সোমা মজুমদার। পুলিশের সাধারণ কর্মীদের ক্ষোভ ফাটার অপেক্ষায়

শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নাম

সংকীর্তন ও মহোৎসব কমিটির

পক্ষে মুখ্যমন্ত্রীকে সংবর্ধনা

জানানো হয়। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর

সাথে উপস্থিত ছিলেন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা,২৭ ডিসেম্বর।। পুলিশের সাধারণ কর্মীদের মধ্যে নানা কারণে সরকারের প্রতি ক্ষোভ, বিরক্তি জমা হয়েছে। সুযোগ পেলেই তা ফেটে বের হতে পারে। রেশনের ভাতা, ট্রাভেলিং অ্যালাউন্স এবং সামগ্রিকভাবে ডিএ না পাওয়ায় এই ক্ষোভ বাড়ছে। সাথে যোগ হয়েছে তাদের খেয়ালখুশি মত ব্যবহার করা নিয়ে বিরক্তি। বদলির জুজু দিয়ে দমিয়ে রাখার চেষ্টা, আবার বদলি নিয়ে নানা খেলা, মেজাজ খিঁচড়ে দিচ্ছে পুলিশের অধিকাংশ সাধারণ কর্মীর। এই বিরক্তি পুলিশের নীচের দিকের অফিসারদের মধ্যেও জমা হচ্ছে। একই রকম অপরাধের অভিযোগে কারও ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত সক্রিয়তা ও কোনও ক্ষেত্রে চুপ করে থাকার নির্দেশ তাদের পেশাদারি দক্ষতা ভোঁতা করে দিয়েছে। "অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে নিজেদের পরিবারের বিরুদ্ধেও কোন অপরাধ হলেও স্বাধীনভাবে আমরা ব্যবস্থা নিতে পারছি না। এমন উদাহরণ আছে," না বলার শতে এক সাব-ইন্সপেকটর বলেছেন। " কিছু করা যাবে না, তাদের বিরুদ্ধে কিছু হবে না, এইসব শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। চোখের সামনে অন্যায় দেখেও লাঠি হাতে পুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। চোখের সামনে অভিযুক্তরা ঘুরে বেড়ায়। শুধু ঘুরে বেড়ায় না, তারাও হস্বিতম্বি করে। ইউনিফর্ম 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

সাংবাদিক'র ব্ল্যাকমেল !

দিন কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসে, রক্ত সঞ্চালনে থাকার পর এখন পুরোপুরি সুস্থ বারো বছরের এক ছেলে। এক টানা এতদিন এই রকম থাকার পর কোনও শিশুর সস্থ হওয়ার ঘটনা এশিয়াতেই এই প্রথম।উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা শৌর্য কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিল গত ৪

এশিয়ায় প্রথম

হায়দরাবাদ,২৭ ডিসেম্বর।। পঁয়ষট্টি



আগস্ট। করোনার আকস্মিক হানায় ফুসফুস কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছিল ১২ বছরের ওই কিশোরের। করোনা আক্রান্ত হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই তার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক পর্যায়ে চলে যাওয়ায় দ্রুত তাকে লখনউ থেকে হায়দরাবাদের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ১২ এরপর দুইয়ের পাতায় । এই কথা দিয়ে। ফোন কলে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাংবাদিক ও ডাক্তার'র কথার আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। রাজ্য অডিওতে শোনা যাচ্ছেঃ

পৃষ্ঠা ৬

সাংবাদিকের কথা দিয়ে শুরু।



মাদার টেরিজার সংস্থার সব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করল সরকার

নববর্ষে এই শহরগুলোতে আসছে ৫-জি! আমারে, বুজেনি স্যার,মহা মুশকিলে পৈরা গেছিগা। ব্যাপারটা কী বুজেননি স্যার?" --"আপনি কী চান, কন?" --"আমি ত কৈয়া দিসি, মানে তারারে কিছু দিয়া দিলে নিউজটা হৈল না এই আর্কি, কৈসিলাম আর্কি হাউসে, একটা মাস অপেক্ষা করেন, একটু ভেজালে আছি। ---"আপনি কত চান, কৈয়া দেন আপনি কত চান?" --"আমি ত স্যার কৈসিলাম। এক লাখ টাকা হাউসে দিয়া দিমু, ভেজাল শেষ। শুনেন, আমি আপনেরে ফেইথ কৈরা, বিশ্বাস কৈরা কৈতাসি, আমি ওইখান থেইক্যা ফিফটিন পারসেন্ট পামু, পুরা টাকাটাই যাইবগা হাউসে। আমি ত হাউস থেইক্যা টাকা পাইতাসি, কী কৈতাম কন সে !" ---"ঠিক আপনার কোনও ভুল নাই।" ---"এাঁ। আমি কিতা

চন্ডীগড় পুরসভা ভোটে ব্যাপক সাফল্য আপের

ক্ষকদের ভিলেন বানিয়ে দায় ঝাড়ছে দফতর

আগরতলা,২৭ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদ'র পরীক্ষায় প্রার্থীরা ঝামেলায় নাকানিচু বানি পরীক্ষার্থীরা। এখন সেই ঘটনা সামাল দিতে বলির পাঁঠা বানানো

শিক্ষক কিংবা বোর্ডের কাজে যুক্ত শিক্ষক কারা ছিলেন, তাদের নাম, অ্যাডমিট নিয়ে নজিরবিহীন যারা ফর্ম ফিলাপ করতে পারেনি পড়েছিলেন। তাদের বিবরণ, কী কারণে খেয়েছেন ফর্ম-ফিলাপ হয়নি, সেসব জানাতে। নির্দেশে বলা হয়েছে, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় হচ্ছে শিক্ষকদের বলে অভিযোগ। সময় মত ফর্ম পূরণ করতে পারেননি

জেলা শিক্ষা আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শিক্ষকদের, ছাত্রদের নাম, ইত্যাদি পাঠাতে। ভুলে ভরা অ্যাডমিট, জন্মের তারিখ নিয়ে ঝামেলা,ম্যাথমেটিক্সে বেসিক ও স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে ঝামেলা। ঝামেলা শেষ হয়নি এখনও

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান কিংবা বার্ডের কাজে যুক্ত শিক্ষকের হয়নি, পরেনি,এই অজুহাতে গাফিলতির জন্যই হয়ে থাকবে। অ্যাডমিট দেওয়া হয়নি, শেষে দিন পেরিয়ে, পরীক্ষার্থীদের নাকাল করে পরীক্ষার আগের দিন তাদের পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। নিজের স্কুল থেকে কাগজ তৈরি করে পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা শুরুর দুই ঘন্টা আগে যেতে বলা হয়। বলা হয় ঠিক আগের দিন। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে

রাহুল গান্ধি এক্ষেত্রেও সহযোগিতা

সেকেন্ডারি এডুকেশন'র ডিরেক্টর অনেক ছাত্রই। এই কাণ্ড প্রধান পুরোপুরি ৷অনলাইনে ফাইনাল ফর্ম বা খবর করিয়ে পরীক্ষার্থীদের চাঁদনী চন্দ্রন নির্দেশ দিয়েছেন, শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক সাবমিট হয়নি, অমুক ফর্ম ফিলাপ জানাতেও 🛭 এরপর দুইয়ের পাতায় কংগ্রেস-প্রদ্যোত, নয়া সমীকরণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তার দল তাদের সঙ্গেই থাকরে। আশ্চর্যজনকভাবেই কংপ্রেস

আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। শুধুমাত্রই উপজাতিদের জন্য রাজনীতি করবেন বলে পুইলা জাতি উলু পার্টি স্লোগান দিয়ে রাজ্য কংগ্রেস সভাপতির পদ ছেড়েছিলেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। বর্ষ শেষের সময়ে এসে সেই কংগ্রেসের সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠতার ইঙ্গিত দিয়েছেন এডিসি শাসক তিপ্রা মথা'র চেয়ারম্যান প্রদ্যোত মাণিক্য। তিপ্রা মথা গঠন করে তিনি বার বার বলেছেন, যে রাজনৈতিক দল তিপ্রাল্যান্ড কিংবা থেটার তিখ্যাল্যান্ডের পক্ষে লিখিতভাবে সম্মতি প্রদান করবে কিন্তু তার পরেও এতদিন নানাভাবে সভাপতি রাহুল গান্ধির প্রসঙ্গ টেনে

তিনি।

কিন্তু

An Initiative by Joyjit Saha ● 9774414298 / 53 Shishu Uddyan Bipani Bitan A. K. Road Agartala 799001 সতক্রতার্তা 'পারুল' নামের পরে প্রকাশনী দেখে পারুল প্রকাশনী-র বই কিনুন!

নানা কথায় কংগ্রেসকে ঠুকেছেন ত্রিপুরায় তাদের পুথক রাজ্যের সোমবার দাবির প্রসঙ্গ ফের উত্থাপন করে

করবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি থাকাকালে কিংবা এর আগে রাহুল গান্ধির ঘনিষ্ঠ ব্রত্তে ছিলেন প্রদ্যোত মাণিক্য, এমনটা বরাবরই দেখা গিয়েছিলো। কিন্তু সোমবার তার বক্তব্য থেকে এটা বোঝা গিয়েছে তিনি ফের কংগ্রেস ঘনিষ্ঠ হতে চলেছেন। আর যদি তাই হয় তাহলে আগামী নির্বাচনে কংগ্রেস যে এ রাজ্যে একটা ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াতে পারে, তা আগাম বলে দেওয়া যায়। গত দু'দিন আগেই লে এবং লাদাখ নিয়ে এবং সেখানকার মানুষদের অধিকার

সরক্ষার প্রশ্নে পথক রাজ্যের দাবি তুলেছিলেন রাহুল গান্ধি। অসমে কার্বি আংলং বাসিন্দাদের দাবির পাশেও সহমত হয়ে তাদের পৃথক রাজ্যের দাবিকে সমর্থন করেছেন রাহুল। এদিন প্রদ্যোত মাণিক্য বলেছেন, কাশ্মীরের লে কিংবা লাদাখ-এর জনসংখ্যার চেয়ে ত্রিপুরার জনসংখ্যা প্রায় পাঁচ গুণ বেশি। তিনি আশা করেন, ত্রিপুরার প্রসঙ্গ নিয়েও রাহুল গান্ধি সংসদে কথা বলবেন। আর যদি তাই হয় তাহলে ত্রিপুরার জনজাতিরা খুবই আহ্লাদিত হবে। প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের এই বক্তব্য থেকে বোঝা গিয়েছে, • এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ৭৪টি শুন্যুপদ থাকলেও এর একটি বাদবাকি ১৩৪টি ঘরই এক বছরে পদও পুরণ করা হয়নি। আবার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় সোশ্যাল অডিটও হয়নি। ফলে

এরপর দুইয়ের পাতায়

আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনার রেকর্ড ঘর নিয়ে যখন চলছে মন্ত্রী-আমলাদের ঢালাও প্রচার, তখন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের তথ্য বলছে গত ৪৬ মাসের বিজেপি শাসনে রাজ্যে এখন পর্যন্ত ঘর নির্মাণ হয়েছে মাত্র ৩৬৫টি। তবে ঘরের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ১ লক্ষ ১৭ হাজার ২৪৩টি। এত সংখ্যক ঘরের অনুমোদন দেওয়া হলেও এই সরকারের সময়সীমা পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে মোট কতটি ঘর নির্মাণ করা সম্ভব হবে তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তবে রেগার কাজের মতো প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর নিয়ে সোশ্যাল অডিট সম্পন্ন হলে এখানেও যে কেলেক্ষারির চিত্র সামনে আসবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার কাজকর্ম নিয়ে পর্যবেক্ষণের জন্য সোশ্যাল অডিটে

দুর্নীতির কোনও চিত্রও ধরা পড়েনি এখানে। তবে একবার সোশ্যাল অডিট হলে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় অন্যরকম চিত্র ফুটে উঠবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।



এদিকে, অনুমোদন সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর নিৰ্মাণে এত স্লথ গতি কেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। জানা গেছে, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ১৪২টি ঘরের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিলো। এর মধ্যে ওই বছর ঘর নির্মাণ হয়েছে মাত্র ৮টি। ওই বছর নির্মিত হয়ে উঠতে পারেনি। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ঘরের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিলো ২৭২৪টি। কিন্তু ঘর নির্মিত হয়েছে মাত্র ৩৫৪টি। বাদবাকি ২৩৭০টি ঘরই মাথা তুলতে পারেনি ওই বছরে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৩৪৬টি ঘরের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু ঘর নির্মিত হয়েছে মাত্র ৩টি। বাদবাকি ৩৪৩টি ঘরই নির্মিত হয়নি। ২০২১-২২ অর্থ বছরে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে ১,১৪,০৩১টি ঘরের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত একটি ঘরও সম্পূর্ণভাবে নির্মিত হয়নি। এই ঘর কবে নাগাদ নির্মিত হবে কিংবা অনুমোদন সত্ত্বেও ঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে এত ধীরগতি কেন তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তবে ঘর নির্মাণ নিয়ে যদি সোশ্যাল অডিট করা যেতো তাহলে ঘর নির্মাণের স্লুথগতির আসল চিত্র তুলে ধরা যেতো বলেও অনেকের অভিমত।



সোজা সাপ্টা

নজর

আমবাসা কাণ্ডের পর পাহাড়ি জনপদ বা রাজ্যের মিশ্র জনপদগুলিতে রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় থাকা জোটের প্রধান শরিক বিজেপি দলের নিশ্চয় অস্বস্তি বেড়েছে। আসলে সমস্যা হচ্ছে অন্য জায়গায়। খুমুলুঙ-এ কোটি টাকার অনুষ্ঠানের পাল্টা হিসাবে আমবাসাতেও কোটি টাকার অনুষ্ঠানের আয়োজন আসলে মানুষের চাহিদা মেনে হয়নি। সদ্যসমাপ্ত পুর ভোটেও আমবাসায় কিন্তু তৃণমূলের একমাত্র জয় এসেছে। সুতরাং রাতের গান-বাজনা আর দিনের জনসভা যে এক নয় এবং তা যে খুমুলুঙ-র পাল্টা হতে পারে না তা ভাবা উচিত ছিল। তবে আমবাসা কাণ্ড নিশ্চয় শাসক দলকে সতর্ক করবে। হয়তো আস্তাবলে প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় রেকর্ড ভিড় হবে। কিন্তু গ্রাম-পাহাড়ে দলের ভিত মজবুত না হলে কোন ভিড়ই ভোটের বাক্সে প্রভাব ফেলবে না। তবে এটা ঠিক যে, আগামী দিনে গ্রাম-পাহাড়ে কোন বড় জনসভা করার আগে শাসক দল নিশ্চয় ভালো করে প্রস্তুতি নেবে। বিশেষ করে এডিসি এলাকায় ১৫ মাস পরেই রাজ্যে বিধানসভার ভোট। সমতলে যতই দলত্যাগ হউক না কেন পাহাড় বা মিশ্র এলাকায় যদি মানুষ সমর্থন না করে তাহলে সমস্যা হবে। পুর ভোটে যা যা হয়েছে তা যে বিধানসভা ভোটেও হবে তার কিন্তু কোন মানে নেই। অবশ্য এক্ষেত্রে যে অন্যরাও খব ভালো জায়গায় আছে তা কিন্তু নয়। ২০২৩ বিধানসভা ভোটে অবশ্য বিভিন্ন প্রধান রাজনৈতিক দলের জোট সঙ্গী একটা বড় ইস্যু হতে পারে। তবে আমবাসা কাণ্ড কিন্তু প্রমাণ করলো শাসক দলকে গ্রাম-পাহাড়ে আরও বেশি নজর দিতে হবে। নতুবা ২০২৩ অন্যরকম হতে পারে।

৩০ বাংলাদেশির গাঁজা বাগান

• আটের পাতার পর - প্রশাসনের তরফ থেকে। ব্লক অথবা প্রলিশ প্রশাসন এই গাঁজার বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোনও অভিযান করেনি। গাঁজা বাগানগুলি বেশিরভাগই পড়েছে বন দফতরের সংরক্ষণ এলাকাগুলিতে। গাঁজার বাগানে টাকা লাগিয়েছে হুন্ডি ব্যবসায়ীরাও। কোটি কোটি টাকার এই ব্যবসার ভাগ পৌছে যাচ্ছে কতিপয় পলিশবাবদের পকেটেও। সোনামুড়ার প্রভাবশালী নেতার অতি নিকটাত্মীয়ের সরাসরি মদতে এই গাঁজার চাষ করছে বাংলাদেশি ৩০জন সংখ্যালঘু অংশের নাগরিক। তাদের চাষ করা গাঁজা বাগান দ্রুত বেড়ে চলেছে। এগুলির বিরুদ্ধে অভিযান করতে গিয়ে যেকোনও সময় অ্যান্টি ড্রাগ কমিটির সঙ্গে হুন্ডি ব্যবসায়ী এবং বাংলাদেশি নাগরিকদের সংঘর্ষ হয়ে যেতে পারে। রক্তাক্ত হতে পারেন বহু সাধারণ নাগরিক। এই ধরনের আশঙ্কাই এখন তৈরি হয়েছে। কিন্তু এসব নিয়ে কোনও মাথা ব্যথা নেই পুলিশ এবং প্রশাসনের। প্রতিবাদী কলম'র ক্যামেরায় এই গাঁজা বাগানগুলির ছবি ধরা পড়েছে। অ্যান্টি ড্রাগ কমিটির সদস্যদের বক্তব্যও পাওয়া গেছে। এই ড্রাগ কমিটির সদস্যরা দুই বাংলাদেশি নাগরিক নিয়ে অভিযোগও করেছেন। তাদের নাম ফরিদ এবং মীর হোসেন। অ্যান্টি ড্রাগ কমিটির সদস্যরা পুলিশ আধিকারিকদেরও এসব ঘটনা জানিয়ে নালিশ করা হয়। পুলিশ অবশ্য কয়েকজন বাংলাদেশি আটকও করেছিল। কিন্তু তাদের গাঁজার বাগানের বিরুদ্ধে কোনও অভিযান হয়নি বলে অভিযোগ। পুলিশের পকেটে প্রত্যেক মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা চলে যাওয়ায় তারা নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে অভিযান করতে পারেছন না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যকে নেশামুক্ত করতে বারবার ঘোষণা দিচ্ছেন। সোমবারও উত্তর জেলার পুলিশের বিপুল পরিমাণে নেশাদ্রব্য আটক করা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করেছেন। অথচ মুখ্যমন্ত্রীর স্বরাষ্ট্র দফতরের কয়েকজনই গাঁজা কারবারিদের প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশ থেকে এসে খুব সহজেই রাজ্যের বনভূমি ব্যবহার করে তারা গাঁজা চাষ করে কোটি কোটি টাকা মুনাফা আদায় করে যাচ্ছে। অভিযোগ বাংলাদেশিরা এসে বিশালগড় বাজারে হুন্ডি ব্যবসা করে বেআইনি পথে গাঁজার মুনাফা টাকা তাদের বাড়িঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এরা গোটা এলাকা ধ্বংস করে দিচ্ছে। মতাইখলা এবং গগণ সর্দারপাড়ায় রিজার্ভ ফরেস্টের জায়গাও রয়েছে। এখানে বাংলাদেশ থেকে সংখ্যালঘু কিছু লোক আসার আগে পর্যন্ত জনজাতিরা এসমস্ত টিলা ভূমিতে জুম চাষ করত বেগুন চাষ করতো এবং অন্যান্য কৃষি সঙ্গে চাষবাস করে সংসার প্রতিপালন করত। এক থেকে দুই বছর হয়েছে গোটা এলাকা গাঁজা চাষের মুগয়াক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বিপথগামী হচ্ছে জনজাতি ঘরের ছেলেমেয়েরা। বিশ্রামগঞ্জ থানা এবং বিশালগড় থানা এবং সিপাহিজলা জেলা পুলিশ সুপার অফিস এবং বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সম্পূর্ণ কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় আচ্ছন্ন। বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সম্পূর্ণ ঘুমে। কি করে বাংলাদেশ থেকে এসে ভারতীয় কোনও কাগজপত্র না থাকা সত্ত্বেও নির্দ্বিধায় শত শত কানি টিলা ভূমিতে গাঁজা চাষ করছে বাংলাদেশি সংখ্যালঘুরা। অবাক হয়ে গিয়েছে গোটা এলাকার জনজাতি সহ আমতলি গোলাঘাঁটি কেন্দ্রে গঠিত অ্যান্টি ড্রাগ কমিটি। এলাকার জনজাতি অংশের মানুষ এবং আমতলি গোলাঘাঁটির অ্যান্টি ড্রাগস কমিটির সদস্যরা অতি দ্রুত সিপাহিজলা জেলা পুলিশ সুপার এবং সিপাহিজলার জেলাশাসকের এর নিকট ডেপুটেশন দেবেন। যাতে এই এলাকায় পুলিশ প্রশাসন গাঁজার বিরুদ্ধে অভিযানে নামে এবং এই সমস্ত বাংলাদেশি সংখ্যালঘুদের আটক করা হয়। অতি দ্রুত গোটা এলাকার মানুষ এই ৩০ জন বাংলাদেশি সংখ্যালঘুর বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনে নামবে। এই ৩০ জন বাংলাদেশ থেকে এসে এখানে গাঁজা বাগান করেছে। এর মধ্যেই ঘর করে গাঁজা চাষ করছে তারা। পুলিশ অতি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করুক এটাই চাইছে সুতারমুড়া এলাকার নাগরিকরা।

দ্রুত সম্পন্ন করতে নির্দেশ মন্ত্রীর

• **তিনের পাতার পর** টন বরবটি বীজ, ১০,০০০ মেট্রিক টন গোলমরিচ বীজ, ১০,৫৫২ মেট্রিক টন বাদাম বীজ এবং ১,০০০ মেট্রিক টন বাজরা বীজ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী কিয়ান সম্মাননিধি প্রকল্পে এখন পর্যন্ত জেলার ১৯,০৮৩ জন কৃষকের নাম নথিভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ১৮,২৫৫ জন কৃষককে বছরে তিনটি কিস্তিতে ২, ০০০ টাকা করে ৬,০০০ টাকা করে আর্থিক সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। কিষান ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে জেলার ৭৮৪ জন কৃষককে কৃষি ঋণ দেওয়া হয়েছে বলেও সভায় কৃষি প্রতিনিধি জানান। পশ্চিম জেলা উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ কার্যালয়ের প্রতিনিধি সভায় জানান, এ বছর মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় জেলার ২৫,৪০৫টি পরিবারের মধ্যে পেঁপে, লেব ও সুপারির চারা বিতরণ করা হয়েছে। এছাডাও এবছর জেলার বিভিন্ন ব্লকের ২৬ হেক্টর জমিতে জাতীয় ব্যাম্বু মিশনে বাঁশের চারা রোপণ করা হয়েছে। আরকেভিওয়াই স্কিমে ২৩.২৭ মেট্রিক টন আলু বীজও জেলার কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এই স্কিমে জেলার ১০ হেক্টর জমিতে আনারস চাষও করা হয়েছে। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দফতরের প্রতিনিধি সভায় জানান, এখন পর্যন্ত জেলার ৮৪,৩৯৫ জন ৩৩টি সামাজিক ভাতা প্রকল্পে ভাতা পাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনায় ২২,৭৬২ জন প্রসূতি মাকে ৩টি কিস্তিতে ৫,০০০ টাকা করে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্ৰী মাতৃ পুষ্টি স্কিমে ২২০ জন গৰ্ভবতী মাকে আৰ্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৯৮৫টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এলপিজি গ্যাসের সিলিন্ডার দেওয়া হয়েছে। রেশম শিল্প দফতরের প্রতিনিধি সভায় জানান, চলতি বছরে জেলায় ১৫২ হেক্টর জমিতে তুঁতচাষ করা হয়েছে। মৎস্য দফতরের প্রতিনিধি সভায় জানান, এবছর জেলার ৪৯৩ জন মৎস্যজীবীর মধ্যে মাছ ধরার জাল বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় জেলার ৫,৮৬৯টি পরিবারের মধ্যে মাছের পোনা বিতরণ করা হয়েছে। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতরের প্রতিনিধি সভায় জানান, এবছর এখন পর্যন্ত জেলার ৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ১১৬টি হাঁস, মোরগ এবং ৪৯,৯০৪টি গবাদি প্রাণীর চিকিৎসা হয়েছে। সভায় শিক্ষা, পূর্ত, পানীয় জল সরবরাহ ও স্বাস্থ্যবিধান দফতর, জল সম্পদ দফতর, বিদ্যুৎ দফতরের প্রতিনিধিগণও তাদের দফতরের তথ্য তুলে ধরেন। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধনও সভায় বক্তব্য রাখেন।

নেশাদ্রব্য-সহ গ্রেফতার তিন

• তিনের পাতার পর সাহস পান না। এই নেশা কারবারিরা নাকি চুরাইবাড়ি থেকে সোনামুড়া পর্যন্ত প্রত্যেক থানায় নিয়মিতভাবে ঘুস দিয়ে যান। বহু পুলিশ অফিসার এই নেশা কারবারিদের থেকে টাকা পেয়ে থাকেন। আরও অভিযোগ, প্রভাবশালী নেতারা এই নেশা কারবারিদের তাবেদারিতে ব্যস্ত। তাদের গ্রেফতার করলে প্রভাবশালী নেতা সবার আগে ছুটে যাবেন। এমনকী যে পুলিশ অফিসার গ্রেফতার করবেন তার পাল্টা শাস্তি পর্যন্ত হতে পারে। এই আশঙ্কায় পুলিশ মূল নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে অভিযান করতে সাহস পায় না। মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকাতেই বেশিরভাগ নেশাদ্রব্যের গুদাম রয়েছে। অথচ এই গুদামগুলি থেকে প্রত্যেক সপ্তাহে টাকাও তুলে নেয় মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ির এক ক্যাশিয়ার। অথচ এই ক্যাশিয়ার সামান্য একজন পুলিশ কনস্টেবেল হয়ে কিভাবে এই গুদামগুলি থেকে টাকা তুলতে পারেন তা নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন। অনেকের আশঙ্কা পেছনে বড় নাম রয়েছে। যে কারণে শুধুমাত্র লরি আটক করেই পুলিশের তদন্ত আটকে যায়। এসবের মধ্যে বিজেপির জোট আমলে নেশার বিরুদ্ধে ২৪ ঘণ্টায় সবচেয়ে বড় অভিযান করে দেখালো উত্তর জেলার পুলিশ। ধৃত তিনজনকে পুলিশ সহজেই জিজ্ঞাসাবাদ করে ত্রিপুরায় কারা এসবের সঙ্গে যুক্ত এগুলির নাম বের করে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত করতে পারে পুলিশ। এমনই দাবি কিছু পুলিশ কর্তাদেরও।

এশিয়ায় প্রথম

• প্রথম পাতার পর ওই শিশুর প্রাণ বাঁচাতে চিকিৎসকরা ফুসফুস প্রতিস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। এরপর কেটে গিয়েছে দীর্ঘ ৬৫ দিন। একটানা দু'মাসের বেশি সময় ধরে ইকমো সাপোর্টে রাখা হয় ওই কিশোরকে। আর তাতেই নতুন জীবন ফিরে পেল ১২ বছরের শৌর্য। ফুসফুস প্রতিস্থাপন ছাড়াই বর্তমানে বিপন্মুক্ত সে। বড়দিনের দিন ছেলেকে আবার আগের মতো সুস্থ অবস্থায় কাছে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা শৌর্রের বাবা-মা। ছেলেকে ফের সুস্থ অবস্থায় দেখে আনন্দে ভাষা হারিয়েছেন শৌর্রের মা রেণু। জানালেন, 'আমি ডাক্তার এবং প্যারামেডিক্যাল স্টাফদের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যারা আমাকে শুধু আমার ছোট্ট ছেলেটিকে নয়, আমার জীবন ফিরিয়ে দিয়েছেন।' শৌর্যের বাবা জানালেন, আগস্টে তাঁর ছেলে করোনা আক্রান্ত হওয়ার পর প্রথম দিন থেকেই তার শারীরিক অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে। একটু একটু করে নন্ট হতে থাকে তার ফুসফুস। এরপর সে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলে তাকে লখনউ থেকে বিমানে করে হায়দরাবাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কারণ লখনউতে কোথাও একমো সাপোর্ট নেই। কিন্তু সেখানকার চিকিৎসকরা জানান, করোনার প্রভাবে শৌর্যের ফুসফুসের অবস্থা খুবই খারাপ। প্রয়োজনে তার ফুসফুস প্রতিস্থাপন করতে হতে পারে। এরপর দীর্ঘ ৬৫ দিন হাসপাতালেই ইকমো সাপোর্টে থাকে ওই কিশোর। ডাক্তাররা বলেছেন, ইকমোতে থাকার ফলে শৌর্রের ফুসফুস বিশ্রাম পায়, তাতে ফুসফুস ভাল হতে শুরু করে, শরীরে অক্সিজেন পাঠাতে পারে, কিন্তু ততদিনে অন্যান্য অঙ্গে সংক্রমণ শুরু হয়, ওযুধের কারণে পেশি দুর্বল হয়ে পড়ে, বার বার রক্তে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ পুন্তি, ওযুধ, ইত্যাদি চালিয়ে ৪০ দিন পর প্রথম বোঝা যায় শৌর্য ধীরে ধীরে বীরে অসুস্থতা কাটিয়ে উঠছে। এখন ছেলেটি ভাল। ইকমো এক ধরনের কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস এবং রক্ত সঞ্জালন করার পদ্ধতি।

বার্ষিক সাধারণ সভা

• চারের পাতার পর করেন। প্রতিনিধিদের আলোচনার পর সেগুলি গৃহিত হয়। প্রধান বক্তার ভাষণে জি পি এ টি'র সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র বণিক বকেয়া ২৮ শতাংশ ডি আর এবং বর্ধিত চিকিৎসা রিলিফ সহ পেনশনার ও ফ্যামিলি পেনশনারদের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য সংগঠনকে বিস্তৃত করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, সরকার সহনশীল,উদার ও মানবিক না হলে সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষের চাইতে প্রবীণগণই বেশি ভোগান্তিতে পড়েন।

বিরুদ্ধে ছাত্র বিক্ষোভ

• চারের পাতার পর না আসে তাহলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করার ডাক দিয়েছে সংগঠন। তারা শিক্ষা অধিকর্তার উদ্দেশ্যে জমা দেওয়া দাবি সনদে বলেছেন, বিষয়টি যেন রাজ্য প্রশাসনের গোচরে নেওয়া হয়।

২৫ ক্রিকেটার

বিষ মদে মৃত্যু, চাঞ্চল্য

• চারের পাতার পর এলাকায় থাকা ন্যুনতম ৭০টি মদের দোকানে অভিযান করতে হবে। এই দোকানগুলি দিয়েই ফাঁড়ি-সহ বহু পুলিশ অফিসারের ঘরের বাড়তি খরচ চলে। এই জায়গায় কোনও পুলিশ কর্মী ঢিল দিতে নারাজ। এর থেকে সুবিধে হচ্ছে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে ফাইল বন্ধ করে দেওয়া। শ্যামলের মৃত্যুর পরও মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ি এই পথেই চলছে বলে অভিযোগ।

আবির্ভাব উৎসব

• চারের পাতার পর সহযোগিতাই নয় জনগণকে নানা ধরনের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে আসছে মহানাম সেবক সংঘ। তিনি সংঘের কর্মধারার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এদিকে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মহানাম সম্প্রদায়ের সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রীমৎ উপাসকবন্ধু ব্রহ্মচারী বলেন, এখন থেকে প্রতি বছর সাধ্যমত বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি নেয়া হবে। তাছাড়াও নানা ধরনের সমাজসেবামূলক কর্মসূচি হাতে নেবে মহানাম সেবক সংঘ। প্রসঙ্গত, এদিন তিনশ জনকে বস্ত্র দেয়া হয়েছে।

তাড়ালো এএসআই

• আটের পাতার পর - ভরণপোষণ দেন না। স্বামীর বাড়ির থেকেই লাঞ্ছনা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছেন। এই কারণে শেষ বয়সে এসে খিলপাড়ায় ভাড়াটিয়া হিসেবে থাকতে হচ্ছে। পুত্রবধুর বিরুদ্ধেও তিনি মারধরের অভিযোগ তুলেছেন। যদিও আরকেপুর থানা এই ঘটনায় লিখিত মামলা নেয়নি। শুধুমাত্র মৌখিক অভিযোগ নিয়েছে। তবে জ্যোৎস্না রানিকে অনেকেই উপদেশ দিয়েছেন, পারিবারিক আদালতে ছেলের বিরুদ্ধে ভরণপোষণ চেয়ে মামলা করতে। মামলা করলে আদালতই পারবে বেতন থেকে ভরণপোষণের অংশ কেটে বৃদ্ধা মাকে দিতে। এটাই হবে স্থায়ী সমাধান। কিন্তু আরকেপুর থানার পুলিশ মহিলাকে এই উপদেশ দেননি। উল্টো প্রদীপকে বাঁচিয়ে দিতে তারা মৌখিক অভিযোগ নিয়ে থানা থেকে রীতিমতো তাড়িয়ে দিয়েছেন। পুলিশের ভূমিকায়ও প্রশ্ন তুলেছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।

ধর্ষণের অভিযোগ

• আটের পাতার পর - গর্ভের সস্তানটি নস্ট করার জন্য বারবার চাপ দেয়। কোনওভাবেই সন্তানের দায়িত্ব নিতে নারাজ সে। এসব জানিয়ে থানায় গিয়ে মামলা করেছে একাদশ শ্রেণিতে পাঠরতা তরুণী। সাক্রম থানায় এই ঘটনায় অভিযুক্ত যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে।সোমবার এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

শাস্তি পেলেন বাবা

• আটের পাতার পর - আছে।
যেহেতু, প্রাণতোষ সরকারের বিরুদ্ধে
অভিযোগ উঠেছে, তাই তার বিরুদ্ধে
ব্যবস্থা নিতে দেরি করেনি বিপরীত
গোষ্ঠীর সদস্যরা। প্রাণতোষ
সরকারকে দলীয় পদ থেকে
অপসারিত করার পর গোষ্ঠীবাজি এক
নতুন মাত্রা পেয়েছে বলে স্থানীয়দের
মধ্যে গুঞ্জন চলছে।

তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ

• পাঁচের পাতার পর অভিযোগ, দীর্ঘ মাস পেরিয়ে গেলেও ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক কিংবা শিক্ষিকাকে বিদ্যালয়ে আনা হয়নি। তাই ছাত্র-ছাত্রীরা সোমবার সাড়ে দশটা নাগাদ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের বিদ্যালয়ে রেখেই বিদ্যালয়ের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখায়।

শিক্ষকদের ভিলেন বানিয়ে দায় ঝাডছে দফতর!

● প্রথম পাতার পর দুই দিন অন্তত সময় লাগে, সেখানে পরীক্ষার আগের সকালেও পরীক্ষার্থীরা জানতেন না তারা পরীক্ষা দিতে পারবেন। অন্যান্য ভুলের জন্য প্রথমে অ্যাভমিট শুদ্ধ করিয়ে আনার জন্য বলা হলেও, পরে ভুলের পরিমাণ দেখে, সেণ্ডলি পরে করিয়ে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। স্কুল থেকে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ফর্ম পূরণ করে হার্ড কপি বোর্ডে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছিল, বলা হয়েছিল অনলাইনেও তা করার জন্য যদিও স্কুলে স্কুলে অনলাইনে জিছু করার ব্যবস্থা অনেক স্কুলেই নেই। আনেক স্কুলের কাছাকাছিও ইন্টারনেট সুবিধা নেই। শহরে এসে কোনও দোকান খুঁজে বের করে তবে এইসব কাজ করতে হয়েছে। এই কাজ করার জন্য কোনও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। অনেক স্কুলেই কম্পিউটারের ঝরঝারে জ্ঞান থাকা কিংবা ইন্টারনেটে পটু শিক্ষক নেই, আবার স্কুলে স্কুলে নেই কম্পিউটার জানা করণিক কিংবা শিক্ষক। নেই প্রশিক্ষণ, নেই কাজ জানা লোক, অতাস্তরে পড়া অনেককেই নির্ভর করতে হয়েছে দোকানদারের উপর, তার সাথে ছিল সার্ভার ডাউন, স্লো পেজের সমস্যা। বাস্তবিক অবস্থা বিচার না করেই এই কাজ করতে বলা হয়েছে, আবার হার্ড কপিও দিতে বলা হয়েছে। হার্ড কপি থেকে পর্যেদ ইছা করলেই সফট কপি করে নিতে পারত ডাটা এন্ট্রি অপারেটর দিয়ে। মাকশীট ছাপতে তাদের বাইরের সংস্থার সাহায্য নিতেই হয়। আবার হার্ড কপি নেওয়াই যদি হল, তবে তা দেখে যে ছাত্রের অনলাইনে সমস্যা ছিল, তাকে আগেই সতর্ক করে দেওয়া যেত। ভুল যারই হোক, বোর্ড পরীক্ষার মত বিষয় নিয়ে পড়ুয়াদের সাথে নিষ্ঠুর রসিকতা হয়েছে, আগের দিন পরীক্ষার অনুমতি দেওয়া তার চূড়াস্ত উদাহরণ। অভিভাবক-ছাত্র-শিক্ষক , সবাই বিড়ম্বনায় পড়েছেন, বিরক্ত হয়েছেন। সেসব দায় থেকে মুক্ত হতেই শিক্ষকদের দিকে তোপ দাগা হয়েছে বলে অনেকেই মনে করছেন। ছাত্রদের কাছে শিক্ষকদের ভিলেন বানিয়ে কর্তপক্ষ শুদ্ধ থাকতে চাইছে বলে অভিযোগ।

চটেছেন আরপিএম'রা

• প্রথম পাতার পর দেওয়া যায়, বা সেই পদে তাদের অবসর করে নেওয়া যায়। পিওই প্রতিটি পঞ্চায়েত বা ভিলেজ কাউন্সিলে একজন করে দেওয়া হবে, কিন্তু আরপিএম প্রতি পঞ্চায়েতে নেই। আরপিএমদের দাবি, তাদের উঁচু পদে নিয়ে আরও লোক নিয়োগ করা হোক। নতুন পদ যদি তৈরি করতেই হয়, তবে প্রতি পঞ্চায়েতে রেগা'র জন্য স্থায়ী লোক নিয়োগ করা হোক। যারা আছেন তাদের স্থায়ী করে সঠিক বেতন দেওয়া হোক। তাছাড়াও প্রতিটি পঞ্চায়েতে নির্দিষ্টভাবে লোক করা হোক যারা কৃষকের সহায়ক হবেন কিংবা ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ে দেখাশোনা করবেন, বাড়ি বাড়ি তাদের পড়াশোনার খবর নেবেন, কিশোর-যুবকদের নেশামুক্ত থাকার পরামর্শ দেবেন, গ্রামে গ্রামে খেলাধূলা, সংস্কৃতির প্রসার ঘটাবেন, প্রয়োজনে বিভিন্ন দফতরের সমন্বয় ঘটাবেন, পঞ্চায়েতের এক্তিয়ারে নেই সব দফতর। এইসব কাজের জন্য লোক দরকার। আরপিএমদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে, তারা কীভাবে তাদের এই দাবি সরকারের কাছে তুলে ধরবেন। তারা প্রথমে লিখিতভাবে জানাতে পারেন। আইনিপথে কী করে যাওয়া যায়, সে নিয়েও প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে বলে খবর। প্রথমে পিইও-দের কী কাজ হবে, নির্দিষ্টভাবে জেনে নিয়েই আরপিএম'রা নিজেদের নাড়াচাড়া শুরু করতে যাচ্ছেন বলে খবর। প্রতিবাদী কলম আগেই খবর করেছিল, ত্রিপুরায় রুরাল প্রোগ্রাম ম্যানেজার(আরপিএম) নামে কর্মচারীরা রাজ্যের পঞ্চায়েত স্তরে কাজ করছেন, তারাও কম্পিউটার প্রশিক্ষিত এবং গ্র্যাজুয়েট। তাদেরও নিয়োগ করা হয়েছিল পঞ্চায়েতের কাজ মসূণভাবে পরিচালনার জন্যই। তাদের গ্রেড পে ২৬০০ টাকা, আর পিইওদের হবে গ্রেড হবে ২৮০০ টাকার সমতুল্য। আরপিএম এবং পিইও'র কাজ বিশেষ কী আলাদা হবে, তা খোলসা হয়নি এখনও। পিইও যদি পঞ্চায়েত সচিবের যা কাজ তা করেন, এবং ডিজিটাল কাজও দেখলেন, যেহেতু কম্পিউটার প্রশিক্ষণ থাকার কথা বলা হয়েছে, তাহলে সচিব এং আরপিএম, এই দুই পদেরই গুরুত্ব থাকছে না। আবার পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী পঞ্চায়েত সচিবই পঞ্চায়েতের সচিব, যেহেতু পঞ্চায়েত একটি নির্বাচিত সংস্থা। পিইওদের দিয়ে সে কাজ করাতে গেলে আইনি ব্যাপার আগে সামলাতে হবে। যদি তা না হয়, সচিবের পদও বহাল থাকে, তবে প্রস্তাবিত পিইওদের থেকে নিচু বেতনক্রমের এবং মাধ্যমিক পাশের পঞ্চায়েত সচিবের অধীনে পিইওদের কাজ করানোতে জটিলতা ও বিড়ম্বনার সৃষ্টি হবে। পিইও'রা শুধুই ডিজিটাল কাজ দেখলে , আরপিএমদের কাজের সাথে সঙ্খাত হবে। পিইও নিয়োগের সিদ্ধান্ত হতে না হতেই আরপিএমদের মধ্যে এই গুঞ্জন শুরু হয়েছে যে, আরপিএমদেরই পিইও করা হোক প্রমোশন দিয়ে। তবে নিয়োগ নিয়ে এইসব বাদ দিলেও,এত সংখ্যক কর্মচারী টিপিএসই দিয়ে একসাথে নিয়োগ করতে গেলে সেটা করতে কত সময় লাগবে, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন চাকরিপ্রার্থীদের নানা সময়ে সাক্ষাতকার নেওয়ার অভিজ্ঞতা থাকা এক অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী। তার দাবি টিপিএসই' যেমনভাবে বাছাই করে। তাতে তাদের কাছে কম সময়ে এত পদের জন্য মৌখিক সাক্ষাতকার নেওয়ার পরিকাঠামো আছে কিনা, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তবে কতজনকে একবারে , এক অর্থ বছরে নিয়োগ দেওয়া হবে, সেটা জানা যায়নি। এক অর্থ বছরে অল্প সংখ্যক পিইও নিয়োগের সিদ্ধান্ত হলে হতেও পারে বলে একটি সূত্র জানাচ্ছে।

প্রসাদে লাগবে সিলমোহর

• প্রথম পাতার পর বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত জানার উদ্যোগ নিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। প্রত্যেকটি মন্দিরে শৌচাগারের কি অবস্থা, এয়ার কোয়ালিটি এন্ড ভেন্টিলেশন কি অবস্থায় রয়েছে— সবই খতিয়ে দেখবে স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা। মন্দিরের খাবারে যাতে রাঁধুনিদের চুল না পড়ে, নোংরা কাপড়, জামা পড়ে যাতে খাবার পরিবেশন না করা হয়, হাতে নখ নিয়ে যাতে মন্দিরের প্রসাদ রায়া বা বিতরণ না করা হয়— সেইসব ফাসির গাইড লাইনে বলা হয়েছে। মূল প্রশ্ন হলো, গত বহু বছর ধরেই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে এবং রাজ্যের নানা জায়গায় বহু মন্দির কর্তৃপক্ষ লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা করলেও, সরকারি সংশ্লিষ্ট দফতরগুলো সেই ব্যবসার বৈধতা নিয়ে কখনও কোনও প্রশ্ন কেন তোলেনি? প্রতিদিন কতজনের জন্য প্রসাদ তৈরি হয় এবং সেই পরিমাপে কর যথাস্থানে জমা পড়ে কি না— এসব দেখার জন্যও কোনও সরকারি পরিকাঠামো গড়ে উঠেনি। দিনের পর দিন শহর তথা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বহু মন্দির কর্তৃপক্ষ নিজেদের ইচ্ছেমত ব্যবসা করে যাচছে। পাড়ার ক্যাটারার কর্তৃপক্ষ থেকে দাম কিছুটা কম পড়ায়, বহু মানুষ মন্দিরের দিকে ঝুঁকে পড়েন। শুধু তাই নয়, শহরের বহু মন্দির কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট দু'তিন ঘণ্টা সময় পেরিয়ে গেলে, বহু নিমন্ত্রিত বা ভক্তদের বিনা প্রসাদ গ্রহণেই ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়। এই অবস্থায় ফাসির নিয়মাবলী যত দ্রুত কার্যকর হবে, ততই লাভ হবে সাধারণ মানুষের।

ক্ষোভ ফাটার অপেক্ষায়

 প্রথম পাতার পর সার্ভিসের সাথে এমন হলে মনোবল ভেঙে যায়। তাতে কাজ করা যায় না। সিভিল সার্ভিসের কিছু লোকও কারণে-অকারণে 'নির্দেশ' পাঠান। আর আবদার তো আছেই। "থানাগুলি কন্টিজেন্সির অভাবে ধুঁকছে। এই নেই-সেই নেই, বলেও তার দাবি। আরেকজন আরও মারাত্মক অভিযোগ এনেছেন," সংস্থায় এখন মুখ খুলে কথা বলা যায় না। স্পাই ফিট করা আছে, কার কথা কোথায় পৌঁছে যায়, কে জানে!" এক টিএসআর জওয়ানের বক্তব্য, ' রেশন ভাতা যা দেওয়া হচ্ছে, তাতে একজনের চলতে পারে না। আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি এই ভাতা বাড়ানো হোক। বাড়ানো দূরে থাক, আমাদের কথাই কেউ কানে নেন না।" তার দাবি, ট্রাভেলিং অ্যালাউন্স দীর্ঘদিন বকেয়া থাকছে, পকেট থেকে টাকা যাচ্ছে কিন্তু বিল পাচ্ছেন না তারা। টিএসআর বাহিনীগুলিতে রাজ্যের বাইরে জওয়ানদের পাঠানো এবং সেখানে থাকার ব্যবস্থা নিয়েও নানা অভিযোগ আছে। পুলিশের একটি সূত্র বলছে, বাহিনীর আধুনিকীকরণ সত্বর প্রয়োজন। পরিকাঠামো ঠিক করায় হাত দিলেও তা হতে হতে সময় লাগে। সেই সুত্রের মতে পুলিশের মাথার দিকের অফিসারদের অনেকেরই চাকরি আর বেশি দিন নেই, কোনওরকমে সময়টা কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে চান, অনেকে আবার অবসরে চলে যাওয়ার পর কী করে আরও কয়েক বছর কোনও না কোনও পদ বাগিয়ে নিতে পারবেন, সেই নিয়ে ব্যস্ত আছেন, ফলে জো-হুজুর হয়ে নীচের দিকে যত নিয়মের বাড়াবাড়ি করছেন। ছুটি-ছাঁটা নিয়ে খিটিমিটি লেগেই থাকে। আবার বদলি নিয়ে তাছাড়াও সাধারণ কর্মীদের ডিউটির কোনও আগা-মাথা থাকছে না। সেই সূত্রের দাবি, তার চেয়ে বরং অশান্ত সময়ে দফতরের অনেক বেশি নজর ছিল কর্মীদের প্রতি। নব্বইয়ের পুলিশ বিদ্রোহের কথা ঘুরে-ফিরেই পুলিশ সার্কেলে একান্তে আলোচনায় উঠে আসে। অনেকেই সেসময়ে মাত্রই পুলিশে ঢুকে ছিলেন, অনেকে চাকরিতেই ছিলেন না, তবে সেই প্রসঙ্গ এখন লোকে জানতে চান। পুলিশের সাধারণ কর্মীদের কিংবা নীচের দিকের অফিসারদের সংগঠন নেই। সংগঠন না থাকায় একসাথে অভিযোগ কিংবা দাবিগুলি প্রকাশ্যে আসে না, তার মানে এই নয় যে পুলিশে কোনও দাবি বা অভিযোগ নেই। ইউনিফর্ম সার্ভিসের স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে যেরকম ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, তা নেই। পুলিশে যে ক্ষোভ জমেছে নানা কারণেই একটু একটু করে, সুযোগে তা ফেটে পড়তে সময় লাগবে না বলেই পুলিশের ভিতরে ফিসফিস।

সব জেনেও পুলিশ চুপ

• প্রথম পাতার পর হাউসে? "--"ঠিক আছে। আপনি কোন হাউস?""---" ঠিক আছে, জানলাম, ডাইরেক্ট পৌঁছাইয়া দিমু।" সাংবাদিকদের ও সংবাদমাধ্যমের নামে 'ঘূস' খাওয়ার অভিযোগ আছে, কিন্তু 'ঘূসখোর' বলে চিহ্নিত করা গেলে তাদের সবার সামনে তলে ধরে সবাইকে সতর্ক করে দেওয়াও সংবাদমাধ্যমেরই কাজ। কয়েকজন ব্ল্যাকশিপের জন্য সবাই এই বদনাম বয়ে বেড়াতে পারেন না। সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকরা যখন প্রায় প্রতিদিনই আক্রান্ত হচ্ছেন, তখন আরও বেশি করে এইসব কুকাজকে চিহ্নিত করতে হবে, কারণ সঠিক সাংবাদিকতা করার জন্য, প্রশ্ন তোলার জন্য অধিকাংশ সাংবাদিক হুমকির মুখে থেকেও আপোশ করছেন না, কয়েকজনের জন্য আক্রমণ যেন কোনও সুযোগ পেয়ে না যায়। এই অডিও যেমন প্রতিবাদী কলম'র কাছে পৌঁছেছে, অডিও পৌঁছেছে পুলিশের কাছেও। এক নম্বর চ্যানেল এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি, বিষয়টি এমন নয় যে এই অডিওর কথা চাউর হয়নি। ফেসবুকে সামান্য পান থেকে চুন খসে পড়লেই মামলা হয়। গা-জোয়ারি করে সাংবাদিক গ্রেফতার করতে পারে পুলিশ যেকোনও মুহুর্তে, তাহলে এমন বিষয়ে পুলিশ কেন স্বতঃপ্রবৃত্ত মামলা নিচ্ছে না, তা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। সেখানেই সন্দেহ দেখা দিয়েছে, ঘুসখোরদের সাথে পুলিশের আঁতাত আছে বলে। দাদার নির্দেশে পুলিশ যেমন দাঁড়িয়ে দেখে সংবাদ মাধ্যমের অফিস আক্রমণের ঘটনা,তেমনি ঘুষখোরের সাথে বন্ধুত্বে অবশ হয়ে থাকে কিনা। পুলিশ তদন্ত করলে অবশ্যই বেরিয়ে আসবে সাংবাদিক কতটা দোষী, কত টাকার লেনদেন হল, কত টাকা কে পেলেন। টাকা কোথায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, কীভাবে হয়েছে, সব কিছু। কান টানলে মাথা আসে। এই অডিও শুনলে মাথা ঝিমঝিম করে, কী করে নিরীহ গলায় খবর চেপে যাওয়ার জন্য টাকা চাওয়া হচ্ছে। যতদূর খবর, কাতলামারার ডাক্তারের ব্যক্তিগত কোনও দুর্বলতাকে হাতিয়ার করে চাপ দেওয়া হয়েছে, আসলে সেই বিষয় খবরই হয় না। কারও ব্যক্তিগত বিষয় খবরই হতে পারে না, যদি না সেটি অন্যকে সমস্যায় ফেলে, আর তেমন হলে সেটি আর ব্যক্তিগতই থাকে না। এমন ক্ষেত্রে কাউকে ব্ল্যাকমেল করে সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যম'র ঘুসখোর হওয়ার অভিযোগ আছে, তা সব সময় সামনে উঠে আসে না। তবে প্রশ্ন না করার জন্য, জনগণের স্বার্থে ঘটনা তুলে না ধরার জন্য, বরঞ্চ নির্দেশ মত প্রভুদের স্বার্থরক্ষায় ভুল, মিথ্যা খবর পরিবেশন করার জন্য পকেট মোটা করার ব্যবসা চোখের সামনেই হচ্ছে। আইন, সাধারণ নীতিকে কাঁচকলা দেখিয়ে সামান্য সময়েই আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে তাদের। বাজারে ঋণের চাপে পালিয়ে থাকা লোক সংবাদমাধ্যমকে শোকেস করে কয়েক বছরে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে গেছেন, রাজধানী শহরেই একাধিক বিরাট বাড়ির মালিক হয়ে বসেছেন। নির্বাচন কমিশনকেও একসময় 'পেইড নিউজ' কথাটি তাদের নিয়মে ঢোকাতে হয়েছে. সেদিনই সংবাদমাধ্যমের মাথা কাটা গিয়েছিল, এখন কমিটেড নিউজ রাখঢাক ছাড়াই হচ্ছে, তার জন্যই পুরস্কার হয়, এক নম্বর, দুই নম্বর র্যাঙ্কিং হয়। আরেক পক্ষ প্রশ্ন তুলে আক্রান্ত হচ্ছেন।

অত্যাধিক মূল্য

 ছয়ের পাতার পর অ্যাপস বা অন্যান্য অনলাইন ফর্মের মাধ্যমে যে যাত্রী পরিষেবাগুলি দেওয়া হয় তাতে ৫ শতাংশ জিএসটি দিতে হবে। অফলাইন অটো বা ক্যাব পরিষেবাগুলি অবশ্য এর বাইরে রাখা হয়েছে। যে অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলি রেস্তোরা পরিষেবাগুলি অফার দেয়। যেমন-Zomato ও Swiggy প্যলা জানুয়ারি ২০২২ সাল থেকে জিএসটি দিতে দায়বদ্ধ থাকবে। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে, রেস্তোঁরাগুলিকে গ্রাহকদের চালান প্রদান করতে হবে। যদিও গ্রাহকদের

ওপর এর কোনো প্রভাব পড়বে না।

করা কেন দরকা্রি

 ছেরের পাতার পর নস্ট হয়েও গেছে। ভবিষ্যতে যে পুরোটা নস্ট হবে না, তার কোনো গ্যারান্টি নেই। তখন তো মানুষকে টিকে থাকতে হবে। এরকম পরিস্থিতিতে কীভাবে নিজেদের মানিয়ে নিতে হবে কিংবা টিকিয়ে রাখতে হবে তার জন্য দরকার সূর্য ও সূর্য থেকে বিকিরিত রশ্মি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা।

্রোফতার ব্যবসায়ী ছয়ের পাতার পর আল

ছয়ের পাতার পর আলমারি
খুলে তল্পাশির চেন্টা করছেন
তদন্তকারীরা।তদন্তে নেমে জানতে
পেরেছেন তাঁরা এত সম্পত্তি থাকা
সত্ত্বেও পীযুষ অত্যন্তসাধারণ পুরোনো
একটি গাড়ি ব্যবহার করতেন।

সব অ্যাকাউন্ট 'ফ্রিজ'

 ছয়ের পাতার পর ধর্মান্তরণের পথে নিয়ে যাচ্ছেন। ময়ঙ্ক জানিয়েছেন, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ওই সংগঠন নিয়মিত হিন্দু ধর্মের ভাবাবেগে আঘাত করেছে। পুলিশ ময়ক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই কেন্দ্রের এই পদক্ষেপ কি না, তা অবশ্য জানা যায়নি। প্রসঙ্গত, ১৯৫০ সালে কলকাতায় মাদার টেরিজা মিশনারিজ অব চ্যারিটি স্থাপন করেন। কলকাতার পাশাপাশি ভারতে এবং দেশের বাইরেও বহু জায়গায় সক্রিয় চ্যারিটি। ভারতে ২৪৩টি হোম রয়েছে সংস্থার।

ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন

 সাতের পাতার পর ম্যাচ জিতেছিল মৌচাক। এদিনও প্রথম দিকে অঙ্ক ক্যা ফুটবলই খেললো। ফলে ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন অনেকটা সাবলীলভাবে আক্রমণে যেতে সক্ষম হয়। প্রথমার্ধেই তারা এগিয়ে যেতো পারতো। তবে সযোগ কাজে লাগাতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ম্যাচ শেষ হওয়ার ৯ মিনিট আগে লক্ষ্যভেদ করে সালকাহাম। এই একটি মাত্র গোলে জিতে দ্বিতীয় ডিভিশন লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে দীর্ঘদিন পর প্রথম ডিভিশনে উঠলো তারা। ক্লাবের প্রবীণ কর্মকর্তারা নিশ্চয় তাদের হাতে গড়া ফ্রেণ্ডস ইউনিয়নের সাফল্যে খুশি। রেফারি শিবজ্যোতি চক্রবর্তী বেশ কড়া হাতে ম্যাচ পরিচালনা করলেন। ফ্রেণ্ডস ইউনিয়নের অনস্তহরি জমাতিয়া, তপন জমাতিয়া এবং মৌচাক ক্লাবের মণীষ দেববর্মা-কে হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন। এদিকে, দিনের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয় নবোদয় সংঘ বনাম কল্যাণ সমিতি। প্রথমার্ধে কোন গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধে গোল করার জন্য অলআউট আক্রমণে ঝাঁপায় নবোদয় সংঘ। ম্যাচটি জিততে পারলে তাদের সামনে রানার্স হওয়ার দরজা খুলে যাবে। তাদের অলআউট আক্রমণে যাওয়ার ফলে কল্যাণ সমিতিও বেশ কয়েকবার বিপক্ষের গোলমুখ খুলে ফেলে। তাই প্রথমার্ধে বেশ বিরক্তিকর ম্যাচ হলেও দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচ উপভোগ্য হলো। ২২ মিনিটে জোয়াস দেববর্মা এবং ম্যাচ শেষ হবার ৩ মিনিট আগে প্রশান্ত নোয়াতিয়া নবোদয় সংঘের হয়ে পর পর ২টি গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করে। রেফারি পল্লব চক্রবর্তী কল্যাণ সমিতির সদাগর দেববর্মা এবং নবোদয় সংঘের প্রশান্ত দেববর্মা-কে হলুদ কার্ড দেখিয়েছে। ম্যাচের পর হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা।

আমবাসার বাম নেতৃত্ব

তিনের পাতার পর
 যাতে
জনশিক্ষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট,
প্রসার এবং পরবর্তীতে এর প্রভাব
ব্যাখা করে বক্তব্য রাখেন
সিপিআইএম ধলাই জেলা সম্পাদক
পক্ষজ চক্রবর্তী।

জয়ী মডার্ন

সাতের পাতার পর
 করে দীপ
দে। এছাড়া পার্থ দাস ৪০ এবং সূর্য
দাস ৩৭ রান করে।জবাবে ব্যাট করতে
নেমে জুটমিল মোটেই সুবিধা করতে
পারেনি। একজন ব্যাটসম্যানও দায়িত্ব
নিয়ে ব্যাটিং করতে পারেনি।

অনূধৰ্ব ১৯ দল

● সাতের পাতার পর আনন্দ।
ফলে গোটা দল তাসের ঘরের মতো
ভেঙে পড়ে। আরমান হোসেন ০,
দীপজয় দেব ৭, সপ্তজিৎ দাস ৪,
আনন্দ ভৌমিক ০, অরিন্দম বর্মণ ০।
পর পর ফিরে যায় টপঅর্ডার
ব্যাটসম্যানরা। একটা সময় দলের রান
দাঁড়ায় ৫ উইকেটে ৪৫। আরও
উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ৪৫ রানে
দলের ৩টি উইকেটের পতন ঘটে।

অপেক্ষায় বেকাররা

তিনের পাতার পর
 দেরি
 হয়েছে। তবে খুব শীঘ্রই ফলাফল
 প্রকাশ করা হবে বলে দফতর থেকে
 বেকার দের জানানো হয়েছে।
 বেকার দের মধ্যে কয়েকজন
 জানান, তারা বয়সোর্ত্তীণ হয়ে
 পড়ছেন।তাই ফলাফল ঘোষণা করাটা
 খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে তাদের জন্য।
 য়েহেতু নতুন করে করোনা এবং
 ওমিক্রন নিয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি হচ্ছে,
 তাই ফলাফল প্রকাশে নতুন করে
 কোনো সমস্যা সৃষ্টি হবে কিনা এ
 নিয়েও চিন্তায় বেকার মহল।

নয়া সমীকরণ

 প্রথম পাতার পর এতদিন তিনি যে দাবি করতেন এবং জাতীয় পার্টির কাছ থেকে এ জাতীয় সমর্থন চাইতেন রাহুল গান্ধি হয়তো-বা সেই ছকেই এগোচ্ছেন। রাহুল গান্ধি যেভাবে লে এবং লাদাখ কিংবা কার্বি আংলংকে সামনে এনেছেন, এরপর হয়তো-বা পৃথক তিপ্রাল্যান্ডের দাবিকেও সমর্থন জানাতে পারেন। তবে বিজেপি যে কোনওদিন পৃথক রাজ্যের দাবিকে সমর্থন জানাবে না, তা স্পষ্ট। আর প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণও যে এ জাতীয় কোনও বক্তব্য কিংবা প্রতিশ্রুতি না পেলে জোটে যাবেন না, তাও স্পিষ্ট। সেদিক থেকে রাহুল গান্ধির এ জাতীয় বক্তব্য তিপ্রা মথা'র সঙ্গে কংগ্রেসের একটা নৈকট্যের বার্তাকে স্পষ্ট করছে বলেও অন্তত প্রদ্যোত মাণিক্যের লাইভ থেকে বোঝা গিয়েছে। আর এমনটা হলে ত্রিপুরার আগামী নির্বাচন যে একটা ভিন্ন মোড় নিতে পারে এবং সেয়ানে-সেয়ানে খেলা হয়ে যেতে পারে তা স্পষ্ট।

ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে তৃণমূল-বিজেপির

প্রথম পাতার পর করতে থাকেন।
 তাদের বক্তব্য, বিজেপির সঙ্গে
 তৃণমূলের যত কুন্তি, সবই দেখনদারি
 মাত্র।কার্যক্ষেত্রে বিজেপি এবং তৃণমূলের
 বন্ধুত্ব এখনও অযোষিত সত্য।

শূন্য পজিটিভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। বহুদিন

পর করোনায় পজিটিভ রোগী

শনাক্ত হয়নি রাজ্যে। যদিও সোয়াব

পরীক্ষা এক লাফে নামলো ৬০০'র

ঘরে। সোমবার স্বাস্থ্য দফতর যে

মিডিয়া বুলেটিন জারি করেছে এই

হিসেবে এটাই তথ্য। বুলেটিনে

জানানো হয়েছে, ২৪ ঘন্টায় ৬৪৭

জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে।

তাদের মধ্যে কারোর

আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা

হয়নি। এদিন একজনও পজিটিভ

রোগী শনাক্ত হননি। উল্টো করোনা

মুক্ত হয়েছেন ৮জন। যে কারণে

রাজ্যে পজিটিভ রোগীর সংখ্যা

নেমে দাঁড়িয়েছে ৪০ জনে। এদিকে

দেশে আবারও বেড়েছে ২৪ ঘণ্টায়

মৃত্যুর সংখ্যা। এই সময়ে দেশে

৩১৫জন পজিটিভ রোগী মারা

গেছেন। নতুন আক্রান্ত শনাক্ত

হয়েছেন ৬ হাজার ৫৩১জন।

অন্যদিকে, দেশের মধ্যে করোনার

নতুন প্রজাতি ওমিক্রনে আক্রান্তের

সংখ্যা ৫০০ জন ছাড়িয়েছে।

বিভিন্ন দফতরের অসম্পূর্ণ দ্রুত সম্পন্ন করতে নির্দেশ মন্ত্রী



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। চলতি শুখা মরশুম শেষ হওয়ার আগেই বিভিন্ন রাস্তা ও নালাগুলির প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ শেষ করার জন্য পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের নিৰ্দেশ দিয়েছেন। তিনি আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সাধারণ সভায় বিভিন্ন দফতরের কাজের পর্যালোচনা করে বলেন, অল্প বৃষ্টিতেই যাতে রাস্তাঘাট বেহাল হয়ে না পড়ে সেদিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজ এখনই শেষ করতে হবে। বিদ্যুৎ বিভাগের

আত্মহত্যার

যুবকের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

বিশালগড়, ২৭ ডিসেম্বর।।

ফাঁসিতে আত্মহত্যার চেষ্টা এক

যুবকের। বিশালগড় মহকুমার

ঘনিয়ামারা এলাকায় এই ঘটনা।

সোমবার রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ

জয়নাল হোসেন তার পরিবারের

সদস্যদের সাথে ঝগড়া করে

আত্মহত্যার চেষ্টা করে বলে

অভিযোগ। পরবর্তী সময় তার

পরিবারের লোকজন জয়নালকে

বাথরুমে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে

তড়িঘড়ি উদ্ধারের জন্য ছুটে

আসেন। জয়নালকে উদ্ধার করে

বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে

নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে

তাকে রেফার করা হয় হাঁপানিয়া

হাসপাতালে। জয়নালের এই

পদক্ষেপে তার পরিজনরা খুবই

উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে।

আধিকারিককে জেলার প্রতিটি জলের পাম্প হাউসে বিদ্যুৎ সংযোগ এবং ট্রান্সফরমার বসানোর দিকে নজর দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, সময়মতো এই কাজ সম্পন্ন না হলে শুখা মরশুমে জনসাধারণকে সমস্যার মুখে পড়তে হয়। তাই এই কাজটি দ্রুত শেষ করতে হবে। তিনি বিভিন্ন দফতরের অসম্পূর্ণ কাজগুলি দ্রুত সম্পন্ন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, জল জীবন মিশনে জেলার প্রতিটি বাডিতে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই কাজ যেন অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয় সেদিকে সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের নজর রাখতে হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

উদয়পুর, ২৭ ডিসেম্বর।। অগ্নিকাণ্ড

ঘিরে লঙ্কাকাণ্ড ঘটে যায় উদয়পুর

বাগমা এলাকায়। সোমবার রাত ৯টা

এলাকায় বাগমা সমতল পাড়ায়

দু'জন ব্যবসায়ী রাজু দেবনাথ এবং

জয়দেব পালের দোকানে আগুন

লেগে যায়। খবর পেয়ে দমকল

বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে আসলেও

তাদের দেরি হওয়ায় স্থানীয়

নাগরিকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন।

যে কারণে দমকল বাহিনী আগুন

না নিভিয়ে চলে আসে আরকেপুর

থানায়। পরবর্তী সময় পুলিশকে

সাথে নিয়ে তারা পুনরায় ঘটনাস্থলে

আসে। কিন্তু ততক্ষণে দুটি দোকান

সম্পূর্ণভাবে ভঙ্মীভূত হয়ে যায়।এই

ঘটনায় অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর

ভূমিকা প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে।

কারণ, তাদের অমানবিকতার

কারণে রাজু দেবনাথের মুদি

দোকান এবং জয়দেব পালের

দফতরের মন্ত্রী শ্রী চৌধুরী করোনার নতুন প্রজাতি ওমিক্রন নিয়ে অযথা ভয় না পাওয়ার জন্য সবাইকে পরামর্শ দিয়ে বলেন, আমরা এখন পর্যন্ত করোনা মোকাবিলায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছি। সবার সহযোগিতায় এই প্রজাতিকেও আমরা মোকাবিলা করতে পারবো।এক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে যে সমস্ত পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সেগুলি যথাযথভাবে পালন করতে হবে। তিনি এইচআইভি নিয়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আরও বেশি করে করার জন্য সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ দেন। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর

উপস্থিতিতে আজ পশ্চিম ত্রিপুরা

জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের

সামগ্রীর দোকান সম্পূর্ণভাবে

ভঙ্মীভূত হয়ে গেছে। ব্যবসায়ীরা

সামনে দাঁড়িয়ে থেকে নিজেদের

দোকান রক্ষার জন্য যাদেরকে খবর

এলাকাবাসীর রোষানলে পড়ে

পালিয়ে যায়। যে সময়ে দমকল

তখনই যদি আগুন নেভানো হতো

তাহলে অনেক কিছুই রক্ষা করা

দেওয়া হয়েছিল

দোকান পুড়ে যেতে দেখেছেন। ইটবৃষ্টি হয়েছিল। সেই কারণেই

কিন্তু তাদের কিছুই করার ছিল না। প্রাণের ভয়ে তাদের থানায় চলে

জিলা পরিষদের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার (দেব)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক দিলীপ দাস, সহকারী সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য, জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ, বিডিওগণ, জিলা পরিষদের বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির সভাপতিগণ এবং বিভিন্ন সরকারি দফতরের আধিকারিকগণ। সভায় পশ্চিম জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। সভায় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দফতরের প্রতিনিধি জানান, এ বছর জেলার ৮৬৪ জন কৃষকের কাছ থেকে ১২,২৬,৮৬৯ মেট্রিক টন বোরো ধান ক্রয় করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া আমন ধান ক্ররের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে ২,১০০ মেট্রিক টন।

কনফারেন্স হলে পশ্চিম ত্রিপুরা

কৃষি দফতরের প্রতিনিধি সভায় আরও জানান, রবি ফসল উৎপাদনের মরশুমে জেলার কৃষকদের মধ্যে ৬৪,৫৬০ মেট্রিক টন ধানবীজ, ২২,৫০০ মেট্রিক টন উচ্চফলনশীল ধানবীজ, ২৩,০১৫ মেট্রিক টন সরিষা বীজ, ১৪,০০০ মেট্রিক টন ভুট্টা বীজ, ১০,৩৮০ মেট্রিক • এরপর দুইয়ের পাতায়

যেত। অপরদিকে, ফায়ার সার্ভিসের

কর্মীদের দাবি তারা যখন ঘটনাস্থলে

এসেছিলেন তখন তাদের উপর

৫ বছর ধরে ফিজিওথেরাপিস্ট

বোতল নেশার কফ সিরাপ ও ৩১. গ্রেফতার করা হয়েছে তিনজনকে। অভিযানের সাফল্যের জন্য প্রশংসা ৮২৪টি ইয়াবা ট্যাবলেট নিয়ে করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার পানিসাগর পৌঁছে। সেখানে দেব। তিনি ট্যুইট বার্তায় এই পানিসাগর পুলিশের নিকট আগে সাফল্যের কথা বলেছেন। অভিযান থেকেই খবর থাকায় জাতীয় সড়কে নিয়ে উত্তর জেলার পুলিশ সুপার উৎপেতে বসে পুলিশ। গাড়িটি ভানুপদ চক্রবর্তী এক বিবৃতিও জারি করেছেন। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তিনজন ভিন রাজ্যের নেশা কারবারির সঙ্গে যুক্ত অভিযুক্তদের

নেশাদ্রব্য-সহ গ্রেফতার

মামলার নস্বর ৯৫/২১। দুট

মামলারই তদন্ত করা হচ্ছে বলে

জানিয়েছেন এসপি ভানুপদ

চক্রবতী। সোমবার দুপুর একটা

নাগাদ প্রথম নেশা দ্রব্য বোঝাই

লরিটি আটক করা হয় পানিসাগরে।

কলকাতা থেকে আগরতলাগামী

জেকে০৩-এইচ-৮৭৭০ নম্বরের

লরিটি শিবশক্তি ট্রান্সপোর্টের বিভিন্ন

খুচরো সামগ্রীর সঙ্গে ৪৬৫৫

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

চুরাইবাড়ি, ২৭ ডিসেম্বর ।।

বিজেপি জোট সরকার গঠন

হওয়ার পর নেশা দ্রব্যের বিরুদ্ধে

সবচেয়ে বড় সাফল্য পেলো উত্তর

জেলার পুলিশ। একই দিনে

চুরাইবাড়ি এবং পানিসাগর

এলাকায় পুলিশ অভিযান করে প্রায়

সাড়ে তিন কোটি টাকার নেশাদ্রব্য

বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই ঘটনায়

গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের বাড়ি

দুমারিয়া এবং গয়া এলাকায়।

অভিযানে ফেন্সিডিল, কফ সিরাপ

ছাড়াও নেশার জন্য ব্যবহৃত প্রচুর

ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনায়

চুরাইবাড়ি থানায় এনডিপিএস

অ্যাক্টে মামলা নেওয়া হয়েছে।

মামলার নম্বর ৩৭/২১। পানিসাগর

থানায় আরও একটি মামলা নেওয়া

হয়েছে নেশাদ্রব্য উদ্ধারের ঘটনায়।

আসতেই তাকে আটক করে তল্লাশি করতেই এই বিশাল নেশা সামগ্রী উদ্ধার করা হয়। পুলিশের হিসাবে এর বাজার মূল্য ৯০ লক্ষ টাকার উপর। লরিতে থাকা চালক আকিব আহমেদ ও সহচালক আমির আহমেদকে গ্রেফতার করে পুলিশ । সম্পর্কে এই দু'জন ভাই। এই গ্রেফতারের পরই উত্তর জেলার পুলিশের কাছে খবর চলে আসে চুরাইবাড়ি থানা এলাকাতে প্রচুর পরিমাণে ফেন্সিডিল নিয়ে একটি লরি আসাম থেকে রাজ্যে প্রবেশ করেছে। বেলা দুটো নাগাদ সিগন্যাল দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু চালক গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সেল ট্যাক্স কমপ্লেক্সের ভেতরেই লরিটি আটক করা হয়। লরি থেকে নেমে পালিয়ে যাওয়ার সময় শাবাজ আলীকে গ্রেফতার করা হয়। তার বাড়ি বিহার রাজ্যের গয়াতে। অবশ্য পরে এনএল-০১-এসি-৮৬৭৭ নম্বরের গাড়িটি থানায় এনে তল্লাশি করতেই ঝুলি থেকে বিড়াল বেরিয়ে আসে। গাড়িতে থাকা আড়াই হাজার কার্টুন ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়। প্রতিটা কার্টুনে একশো বোতল করে পঁচিশ হাজার বোতল ফেন্সিডিল যার কালোবাজারি মূল্য প্রায় আড়াই কোটি টাকা বলে জানান পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী। এদিকে গাড়িতে আরো বিভিন্ন বাথরুম সামগ্রী বোঝাই ছিল। চালক জানায়, উত্তরপ্রদেশ থেকে এই বিপুল নেশার সিরাপগুলো বোঝাই করে আগরতলা নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে আসছিলো। গাড়ি চালকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ আগরতলা মহারাজগঞ্জ বাজারে কার কাছে এগুলি পৌঁছানো হচ্ছিল এই নামও পেয়ে যায়। জানা গেছে, বড় নেশা কারবারিদের নাম পুলিশের আগে থেকেই জানা। কিন্তু তাদের পেছনে প্রভাবশালী নেতার হাত রয়েছে। এই কারণে এসপি থেকে শুরু করে নিচু স্তরের কোনও পুলিশ কর্মীই আসল নেশা কারবারিদের গ্রেফতার করার • **এরপর দুইয়ের পাতায়**

সোমবার মণিপুরে একজন আক্রান্ত শনাক্ত হওয়ার কথা স্বীকার করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতে সম্ভবত এটাই প্রথম ওমিক্রনে আক্রান্ত শনাক্ত হলেন।

নিয়োগ বন্ধ

হার্ডওয়ার্স এবং ইলেকটুনিক্স খেলার খবর

অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটের ফাইনালে উত্তর তৈখমা, জোলাইবাড়ি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, জানায়। তবে জোলাইবাড়ি স্কুলের হারিয়ে জয় পায় জোলাইবাড়ি স্কুল। আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিং-র শান্তিরবাজার মহকুমা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত অনুধর্ব ১৪ ক্রিকেটের ফাইনালে উঠলো উত্তর তৈখমা স্কুল এবং জোলাইবাডি স্কল। এদিন এনসিপাড়া মাঠে সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয় জোলাইবাড়ি স্কুল বনাম নিশিকুমার মুড়াপাড়া সিসি। উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে জোলাইবাড়ি স্কুল ২ উইকেটে হারিয়ে দেয় নিশিকুমার মুড়াপাড়া সিসি-কে। টসে জিতে জোলাইবাড়ি স্কুল প্রথমে নিশিকুমার মুড়াপাড়া সিসি-কে ব্যাট করার আমন্ত্রণ এনে দেয়। ১৮.১ ওভারে ৮ উইকেট

সামনে ১৮.৫ ওভারে মাত্র ৯৫ রানে শেষ হয় নিশিকুমার মুড়াপাড়া সিসি-র ইনিংস।দলের হয়ে শুভঙ্কর বণিক ২৭ এবং জয় মজমদার ১৫ রান করে। জোলাইবাডির হয়ে সূজন রায় এবং আয়ুষ দেবনাথ ৩টি করে উইকেট নেয়। ৯৬ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে নেমে বিপর্যয় ঘটে জোলাইবাড়ি স্কুলেরও।এই অবস্থায় রুখে দাঁড়ায় সায়ন নমঃ। মাত্র ১১ বলে ৩০ রানের একটি বিস্ফোরক ইনিংস খেলে জোলাইবাড়ি স্কুলকে জয়

জয়ের সুবাদে ফাইনালে উঠলো তারা। বিজিত দলের হয়ে সন্ম শীল ৬টি উইকেট তুলে নেয়। এদিকে, দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কসমোপলিটন-কে বিধ্বস্ত করে জয় তলে নেয় উত্তর তৈখমা স্কল। বোলারদের দূরন্ত দাপটে জয় তলে নেয় তারা। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে কসমোপলিটন মাত্র ৩১ রান করতে সক্ষম হয়। উত্তর তৈখমা স্কুলের হয়ে শিবা নোয়াতিয়া তুলে নেয় ৪টি উইকেট।জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় উত্তর তৈখমা স্কুল।

খলনায়ক বৃষ্টি, ভেস্তেই গেল ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা

বৃষ্টি থামবে। মেঘের ফাঁক থেকে উঁকি দেবে রোদ্দুর। এই হয়তো মাঠে বল গড়ানোর মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে। দীর্ঘ প্রায় চার ঘণ্টা এভাবেই অপেক্ষার পর শেষমেশ বোঝা গেল সেঞ্চরিয়নে আর খেলা শুরু হওয়া সম্ভব নয়। তাই সোমবার গোটা দিনটাই মাটি হয়ে গেল। প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ছন্দে থাকা ভারতীয় দলের দ্বিতীয় দিনের খেলা গেল ভেস্তে। সেঞ্চুরিয়ন টেস্টে বৃষ্টির পূর্বাভাস আগে থেকেই ছিল। সে দেশের হাওয়া অফিস জানিয়েছিল প্রথম দু'দিন বৃষ্টি হতে পারে। সেই আশক্ষাই কাৰ্যত সত্যি হল। প্ৰথম

ক্রে**স্টোউন, ২৭ ডিসেম্বর।।** এই হয়তো ভিজে আউটফিল্ডের জন্য দ্বিতীয় দিনের লাঞ্চও এগিয়ে আনা হয়েছিল। বৃষ্টি থামছে আবার শুরু হচ্ছে। এই সুযোগে বিরাট কোহলিরা লাঞ্চ সেরে তৈরি হচ্ছিলেন। কিন্তু শেষমেশ বৃষ্টি না থামায় খেলা শুরু করাই সম্ভব হল না। রবিবার প্রথম দিনের শেষে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে সুবিধাজনক অবস্থাতেই ছিল ভারত। লোকেশ রাহুল অপরাজিত রয়েছেন ১২২ রানে। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন অজিঙ্কা রাহানে। টেস্টে নিজের সপ্তম সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে নয়া রেকর্ডও গড়েন রাহুল। এই নিয়ে এশিয়ার বাইরে পঞ্চম শতরান করলেন তিনি। আর তাতেই টেস্টের দ্বিতীয় দিন বৃষ্টির জন্য নির্ধারিত পিছনে ফেলে দিলেন বীরেন্দ্র সময়ে খেলা শুরু হয়নি। বৃষ্টি এবং শেহওয়াগকে। এই তালিকায়

ভারতীয়দের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন তিনি। তাঁর সামনে কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর।এশিয়া মহাদেশের বাইরে ১৫টি সেঞ্চুরি করার নজির রয়েছে প্রাক্তন তারকার ঝুলিতে। প্রথম দিনের শেষে ভারতের রান তিন উইকেটে ২৭২। তিনটি উইকেটই তলে নেন এনগিডি। মায়াঙ্ক, রাহুল, রাহানেরা ভরসা জোগালেও নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে আরও একবার হতাশ ক্যাপ্টেন বিরাট কোহলি।৩৫ রানেই প্যাভিলিয়নে ফেরেন তিনি। একদিকে যখন প্রোটিয়া বোলাররা দ্রুত ভারতীয় ইনিংস গুটিয়ে দেওয়া চেষ্টায় রয়েছেন, তখন অন্যদিকে ভারতকে বড় রানে পৌঁছে দেওয়াই লক্ষ্য রাহানে-রাহুলদের।

অবশ্যই পুলিশকে ডেকে পাঠাতে পারতো। তাহলে হয়তো দুটি দোকানের কিছুটা রক্ষা করা যেতো। কিন্তু তা না করে একেবারে গাড়ি নিয়ে তারা থানায় চলে যান। এই ঘটনার পর বাগমাবাসীও দাবি করছেন তাদের এলাকায় ফায়ার স্টেশন গড়ে তোলা হোক। কারণ, বিভিন্ন সময় উদয়পুর থেকে ফায়ার সার্ভিসের ইঞ্জিন বাগমায় আসতে অনেকটা সময় নম্ট হয়ে যায়।

হরিদ্বারের 'ধর্ম সংসদ' থেকেই

হুঁশিয়ারি ছিল খ্রিস্টানদের

বড়দিনের উৎসব উদযাপন করতে

দেওয়া হবে না। সেই মোতাবেক

বড়দিনে দেশজুড়ে হামলা হলো

খ্রিস্টানদের উপাসনালয়, বিবিধ

অনুষ্ঠানে। যতগুলি ঘটনার খবর

জানা গেছে, সব হয়েছে বিজেপি

শাসিত রাজ্যগুলিতে। সর্বত্র

হিন্দুত্ববাদীরা অবাধে এই কাজ

করেছে। পুলিশ দর্শক থেকেছে।

উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, আসামে

মোট ৭টি হামলার ঘটনা ঘটেছে।

এর মধ্যে সব থেকে বেশি হামলা

হয়েছে হরিয়ানায়। তারমধ্যে

আম্বালায় ১৭৩ বছরের পুরানো

গির্জার প্রবেশ পথের যীশু খ্রিস্টের

মূর্তি ভেঙে দিয়েছে হিন্দুত্ববাদীরা।

বিজেপি শাসিত আসামেও এইরকম

ঘটনাই ঘটেছে বরাক উপত্যকার

শিলচর শহরে। বড়দিন উপলক্ষে

শহরের অম্বিকাপট্টি এলাকার গির্জা

সাজিয়ে তোলা হয়। গির্জার

আলোকসজ্জা ও অন্যান্য প্রদর্শনী

দেখতে প্রতিবছর ওই গির্জায় প্রচুর

ভিড় হয়। এবছরও এর ব্যতিক্রম

ছিল না। এবার বড়দিনের উৎসবে

তাণ্ডব চালিয়ে বন্ধ করে দেয়

হিন্দুত্ববাদীরা। মাথায় গেরুয়া ফেট্টি

বাঁধা কয়েকজন উন্মত্ত যুবক এসে

জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়ে গির্জার

সামনে তাণ্ডব চালায়। গির্জায় আসা

দর্শনার্থীদের টেনে-হিঁচডে বের

যেতে হয়েছে। তবে কারণ যাই

হোক থানায় ঘুরে গিয়ে পুলিশকে

নিয়ে পুনরায় ঘটনাস্থলে আসার

চাইতে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা

কাছাকাছি এলাকায় দাঁড়িয়ে

গির্জার গেট বন্ধ করে দেয়। পলিশের সামনেই হিন্দত্বাদীরা তাণ্ডব চালালেও পুলিশ কোনও

ক্ষমার অবতার যাশু পার পেলেন না দুই হাজার

পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা। উত্তরপ্রদেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্বাচনি কেন্দ্র বারাণসীতেই বড়দিনের অনুষ্ঠানে খ্রিস্টানদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় তাই বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই বলে মনে করছেন সমাজবিজ্ঞানীরা। বারাণসীর চাঁদমারি এলাকায় গেরুয়া পতাকা নিয়ে হিন্দুত্ববাদীরা মাতৃধাম আশ্রমে হামলা চালায়। সেখানে খ্রিস্টমাস উপলক্ষে শনিবার অনুষ্ঠান ছিল। 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান তুলে ২৫-৩০ জনের দল ঢুকে পড়ে আশ্রমে। 'ধর্মান্তরণ বন্ধ কর', 'চার্চ মুর্দাবাদ', 'খ্রিস্টান মিশনারি হোঁশ মে আও', 'খ্রিস্টান মিশনারি মুর্দাবাদ' ইত্যাদি স্লোগান দিতে দিতে ঢুকে পড়ে। রাস্তা অবরোধ

মাতৃধাম আশ্রমের ফাদার আনন্দ জানিয়েছেন, এটা গির্জাও নয়। এটা একটা আশ্রম। এখানে যেকোনও ধর্মের, বর্ণের ব্যক্তি আসতে পারেন মনের শান্তির জন্য। এখানে কোনও ধর্মান্তরণ হয়নি। ফাদার আনন্দ বলেছেন, সাধারণভাবে চারটেয় শুরু হয়ে পরের দিন সকাল পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলে। কিন্তু এইবছর উত্তরপ্রদেশ সংক্ষিপ্ত করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও হামলা হলো। উত্তরপ্রদেশের আগ্রায় একইভাবে হিন্দুত্ববাদীরা খ্রিস্টানদের সম্ভ্রস্ত করেছে। রাষ্ট্রীয় বজরং দলের পক্ষ থেকে সাস্তাকুজের পুতৃল পোড়ানো হয়েছে। আগ্রার ব্যস্ত রাস্তা আটকে সান্তাক্লজের পুতুল পুড়িয়ে তারা সান্তাক্লজ মুর্দাবাদ স্লোগান দিয়েছে! বড়দিনে ফন্দিফিকিরের বিরুদ্দেই এই প্রতিবাদ বলে জানিয়েছে বজরং দল। দলের নেতা অবনীন্দ্র প্রতাপ সিং ওরফে আজ্জু চৌহান জানিয়েছেন, 'বড়দিনে সান্তা কোনও উপহার নিয়ে আসে না। তার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে হিন্দুদের খ্রিস্টানে ধর্মান্তরিত করা! এসব আর চলবে না।' এসব বন্ধ না করা হলে এরপর খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলেও হামলার হুমকি দেয় বজরং দলের এই নেতা। উল্লেখ্য, কেন্দ্রে মোদি সরকার আসার পরেই বজরং দলের এই নেতার উদ্যোগেই ১৫০০ মুসলিম পরিবারকে হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল 'ঘর ওয়াপসি'র নামে।এই ব্যক্তিই 'লাভ জিহাদ' নিয়ে প্ররোচনা ছডিয়ে বেটি বাঁচাও বহু বানাও' স্লোগান দিয়ে উত্তেজনা তৈরি করেছিল। দিল্লি লাগোয়া হরিয়ানার বিভিন্ন

বিধিনিষেধ করে দেওয়ায় অনুষ্ঠান

উপলক্ষে হিন্দুত্ববাদীরা গির্জা এবং অনষ্ঠানে হামলা চালিয়েছে। বিজেপি শাসিত এই রাজ্যেও হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি প্রকাশ্যে হুমকি দিয়েছে, হামলা চালিয়েছে। বজরঙ দলের নেতা হরিশ রামকলি ফেসবুক পোস্ট করে ২৩ তারিখেই হুঁশিয়ারি দিয়ে দিয়েছিলেন, কোনও স্কুল যদি বাবা-মায়ের অনুমতি ছাড়া সন্তানদের সান্তাক্লজ সাজায় তাহলে স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং কেসও করা হবে। বড়দিনে এটার পরে আরেকটি পোস্ট করে বলেন, বজরং দল টহল দিয়ে দেখছে এবং স্কুলের নাম নথিভুক্ত করছে। সাস্তা টুপি পরা কয়েকজন লোক, সম্ভবত স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং কিছু শিশুর ছবিও পোস্ট করেছে। ফেসবুক পোস্টে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়েছে, এটা সাস্তার নয় সন্তদের ভূমি। বজরং দলের কর্মীরা স্কুল চিহ্নিত করা শুরু করে দিয়েছে। এখনও পর্যন্ত ১৫টি স্কুলের নাম পাওয়া গেছে।

কুর কে ত্রে খ্রিস্টমাসের এক অনুষ্ঠানে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিয়ে মঞ্চে উঠে পড়ে হিন্দুত্ববাদীরা। মাইক কেড়ে নিয়ে হনুমান চালিশা পাঠ শুরু করে দেয়। সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিও'তে দেখা যাচ্ছে, উপস্থিত মানুষ আতঙ্কিত হয়ে গিৰ্জা ছেড়ে পালিয়ে যাচেছন। ২৫ ডিসেম্বরের দিন সকালে পতাউদির

চালায় হিন্দত্ববাদীরা। ছডিয়ে পড়া ভিডিও ফুটেজে দেখা যাচেছ তাদের ভাষণ। হামলা করে অনুষ্ঠান ভণ্ডলকারী হিন্দত্ববাদীরা বলছে. আমরা খ্রিস্টানদের অসম্মান করতে চাই না। আগামী প্রজন্মকে জানাতে চাই...নিয়ম মেনে চলো... কোনও ধর্মের দিকে লোভে পড়ে যেও না, নাহলে ভারতীয় সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে যাবে। ভারতের সংস্কৃতি রক্ষা করতে এই প্রস্তাব নিতেই হবে। তারপরেই হুঁশিয়ারির সুরে বলেছে,

প্রস্তাব নাও এবং বলো 'জয়

শ্রীরাম'। এরপরে লাগাতার স্লোগান

দিতে থাকে তারা, 'জয় শ্রীরাম',

'সনাতন ধর্ম কি জয়', 'অধর্ম কা

নাশ হো'।

কিছটা • **এরপর দুই**য়ের পাতায়

হরিয়ানায় ধাপে ধাপে খ্রিস্টানদের উপরে হামলার ঘটনা বাড়তে বাড়তে শনিবার রাতে সরাসরি যীশু খ্রিস্টের মূর্তির উপরেই হামলা করে তা ভেঙে ফেলা হয়। আম্বালা ক্যান্টনমেন্টে ব্রিটিশ সময়ের হোলি রিডেমির গির্জায় হামলা চালায় দুই হিন্দুত্ববাদী। গির্জায় প্রবেশের পথেই যীশু খ্রিস্টের একটি মূর্তি ছিল। সেটাকে ভেঙে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়। গির্জার ফাদার প্যাটরাস মাভু জানিয়েছেন, মূর্তি ভাঙার পাশাপাশি আলোর সাজসজ্জাও নষ্ট করে দেয় দুষ্কৃতীরা। পুলিশ অজ্ঞাত পরিচয়ের বিরুদ্ধে মামলা করেই দায় সেরেছে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। ৫ বছর ধরে ফিজিওথেরাপিস্ট নিয়োগ বন্ধ হয়ে আছে। যার ফলে শিক্ষিত বেকাররা চাকরি পাচ্ছেন না। এই মুহূর্তে রাজ্যে ফিজিওথেরাপিস্ট বেকারের সংখ্যা তিন শতাধিক। অথচ স্বাস্থ্য দফতরে শূন্যপদ পড়ে থাকলেও বেকারদের নিয়োগ করা হচ্ছে না। সোমবার ফিজিওথেরাপিস্ট বেকাররা স্বাস্থ্য দফতরে গিয়ে ডেপুটেশন প্রদান করেন। তাদের ডেপুটেশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজ্য সরকার যেন শীঘ্রই ফিজিওথেরাপিস্ট নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। যেহেতু, চিকিৎসা ব্যবস্থার মান উন্নত হচ্ছে, তাই ফিজিওথেরাপিস্ট নিয়োগ করাও জরুর। কিন্তু গত ৫ বছর ধরে ফিজিওথেরাপিস্ট নিয়োগ করা হয়নি। যার ফলে শিক্ষিত বেকাররা

বাডিতে বসে আছেন। বেকাররা জানান, এর আগেও তারা এই বিষয়ে দফতরের সাথে কথা বলেছিলেন। কিন্তু এখনও পর্যস্ত দফতর কর্তৃপক্ষ সুস্পষ্ট কোনো জবাব দেয়নি। এদিনও বেকাররা তাদের কথা জানিয়ে আসেন। এখন দফতর ফিজিওথেরাপিস্ট নিয়োগের বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত নেয়

তা সময়ই বলবে।

জনশিক্ষার ইতিহাস রোমন্থন করল আমবাসার বাম নেতৃত্ব

অপেক্ষায় বেকাররা প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। চার মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এখনও পর্যস্ত জেআরবিটি'র পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা হয়নি। যার ফলে পরীক্ষায় বসা বেকাররা বুঝে উঠতে পারছেন না কবে ফলাফল ঘোষণা হবে। বেকারদের এক প্রতিনিধি দল সোমবার জেআরবিটি'র অফিসে যান। তারা আধিকারিকের সাথে কথা বলে জানার চেষ্টা করেন কবে নাগাদ পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা হতে পারে। অফিস থেকে বেরিয়ে প্রতিনিধিরা জানান, কোনো সমস্যা না হলে জানুয়ারি মাসের মধ্যেই ফলাফল ঘোষণা কবা হবে। এ কথা নাকি দফতর থেকে বলা হয়েছে। আর ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর খব দ্রুত বাকি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। বেকারদের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দেয় টেট পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা হয়ে গেলেও জেআরবিটি'র ফলাফলের ক্ষেত্রে এত দেরি কেন? সেই প্রশ্নের জবাব আসে জেআরবিটি'র পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন ১ লক্ষের বেশি পরীক্ষার্থী। তাই ফলাফল প্রকাশে

জেআরবিটি'র পরীক্ষার ফলাফলের প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ২৭ ডিসেম্বর ।। রাজন্য ত্রিপরার

প্রত্যন্ত পাহাডি জনপদগুলিতে শিক্ষার আলো জ্বালাতে ১৯৪৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর জন্ম নিয়েছিল জনশিক্ষা সমিতি। পাহাড়ের মুকুটহীন রাজা হিসাবে পূজিত প্রয়াত দশরথ দেববর্মার নেতৃত্বে গঠিত এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন মাত্র ছয়। সুধন্ব দেববর্মা, অঘোর দেববর্মা, নীলমণি দেববর্মা, হেমন্ত দেববর্মা , বীরেন দত্ত এবং তাদের নেতা দশরথ দেববর্মা এই ছয় জন তৎকালীন জিরানীয়া এলাকার দূর্গা চৌধুরী পাড়ায় বসে জন্ম দেয় এই প্রগতিশীল সংগঠনটির। অতঃপর এই সংগঠনের মাধ্যমে শুরু করেন রাজ্যের গ্রাম পাহাড়ে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার এক যথার্থ প্রগতিশীল আন্দোলন। মাত্র কয়েক বছরেই রাজ্যের প্রত্যন্ত পাহাডি জনপদগুলিতে ৪৮৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের এক অসাধারণ কীর্তি স্থাপন করে জনশিক্ষা সমিতি। আর শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে গডে তোলা এই আন্দোলন এবং তার সাফল্যই রাজ্যে বাম আন্দোলনের ভিত্তি ভূমি। বর্তমানে রাজ্যের বামপম্থী নেতা কর্মীদের কাছে যা এক স্বর্ণালি ইতিহাস। জনশিক্ষা সমিতির সেই প্রতিষ্ঠা দিবস অর্থাৎ ২৭ ডিসেম্বর দিনটিকে এরা পালন করে জনশিক্ষা দিবস রুপে। রোমস্থন করে সেই স্বর্ণালি ইতিহাসের। মূলত: সিপিআইএম এর জনজাতি ভিত্তিক গণ সংগঠন গণমুক্তি পরিষদ'র (শুরুতে যা ছিল জনশিক্ষা সমিতির রাজনৈতিক মুখ) ব্যানারেই উদযাপিত হয় এই জনশিক্ষা দিবস। এবছর ২৭ ডিসেম্বর ছিল এর ৭৭ তম সংস্করণ। যা পর্বের বছর গুলির ন্যায় এবারো যথেষ্ট মর্যাদা ভরেই উদযাপন করল আমবাসা মহকুমার কমরেডরা। এদিন সকালে আমবাসা মহকুমার প্রতিটি অঞ্চল কার্যালয়ে গণমুক্তি পরিষদের পতাকা উত্তোলন, অস্থায়ী শহিদবেদিতে মাল্যদান ও প্রস্পার্ঘ্য অর্পণের পর নেতৃত্বগণ জনশিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাস রোমস্থন করে বর্তমান প্রজন্মকে সেই দিশা অবলম্বনের পরামর্শ দেয়। মহকুমা স্তরের মূল অনুষ্ঠানটি হয় আমবাসা বাজারস্থিত সিপিআইএম এর ধলাই জেলা কার্যালয়ে। এখানে গণমুক্তি পরিষদের পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনটির আমবাসা মহকুমা সম্পাদক বিদ্যুৎ দেববর্মা। শহিদ বেদিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে জনশিক্ষা আন্দোলনের কারিগরদের শ্রদ্ধা জানায় বাম নেতা কর্মীরা। এরপর সকাল ১১টা থেকে

দলীয় হল ঘরে একটি হলসভা অনুষ্ঠিত হয়। • **এরপর দুইয়ের পাতায়** ।

চুরাইবাড়ি থানার ওসি জয়ন্ত দাসের

নেতৃত্বে লরিটি আটক করা হয়।

গাড়িটি থামাতে চুরাইবাড়ি গেটে

ব্যাক্ষে

আতঙ্ক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর ।। শহরে

আবারও একটি ব্যাঙ্কে অগ্নিকাণ্ড

ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

সোমবার সন্ধ্যায় এই ঘটনা

আরএমএস চৌমুহনি এলাকায়

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে। এই ব্যাঙ্কে

আগুনের ধোঁয়া দেখতে পান

স্থানীয়রা। তারা দমকল কর্মীদের

খবর দেন। দমকল কর্মীরা এসে

আগুন খুঁজে পাননি। কিন্তু আগুনে

পোড়ার গন্ধ পেয়েছেন। খবর

দেওয়া হয় বিদ্যুৎ নিগমে। দমকল

কর্মীরা জানান, সম্ভবত বিদ্যুতের শর্ট

সার্কিটে আগুন লেগেছিল। আগুনে

ধোঁয়া উঠেছে বিদ্যুতের তার পোড়া

যাওয়ায়। তবে আগুনে ব্যাঙ্কের

কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। এদিকে

দমকলের ইঞ্জিনটি আরএমএস

চৌমুহনি যাওয়ার পথে একটি

রিকশায় ধাক্কা দেয়। রিকশাটি ভেঙে

যায়। রিকসা শ্রমিক ক্ষতিপুরণের

মামলা করবেন বলে জানিয়েছেন

বেসরকারিকরণের

বিরুদ্ধে ছাত্র

বিক্ষোভ

বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের নামে

বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে

দিচ্ছে স্কুলগুলি। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন নীতির তীব্র ভাষায়

সমালোচনা করেন তিনি। আগামী

দিনে শিক্ষায় বাণিজ্যকরণ ও

চাকরির ক্ষেত্রে আউটসোর্সিং বন্ধ

করা সহ আরো বিভিন্ন দাবিতে গোটা

ছাত্রসমাজ এবং যুব সমাজকে একত্রিত

হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলারও আহ্বান

রাখলেন পলাশ ভৌমিক। এই

গণ-অবস্থানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন

বাম যুব সংগঠনের তেলিয়ামুড়া মহকুমা

কমিটির সম্পাদক রঞ্জু দাস, সিপিএম

মহকুমা সম্পাদক হেমন্ত কুমার

জমাতিয়া-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

১০৩২৩ ইস্যুতে কংগ্রেস-বিজেপিকে

৭৭ তম জনশিক্ষা দিবস উদ্যাপন

ছেড়েছেন। সপুম পে কমিশন ইস্যুকে তারা ছেড়ে দেবেন না। থেকে মহার্ঘ্য ভাতা, মিসড কলে কোনও না কোনওভাবে ১০৩২৩ চাকরি থেকে শুরু করে কৃষকদের কিংবা এদের পরিবারকে সাহায্যের রুজিরোজগার সবকিছুতেই ছুঁয়ে হাত বাড়িয়ে দেবে বামফ্রন্ট। এই দিয়েছেন তিনি। উন্নয়ন কিভাবে শিক্ষক শিক্ষিকারাও এখন বুঝতে হয়, কিভাবে রচিত হয় এর রূপরেখা শুরু করেছেন, বাম সরকারের এরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন পতন না ঘটলে কোনও না তিনি। মূলত এদিনকার বক্তব্য কোনওভাবে এরা উপকৃত হতেন। যেভাবে এই সরকারই ১৪ হাজার থেকে বামেদের কাছ থেকে সরে শুন্যপদ সৃষ্টি করে ফেলেছিলো যাওয়া ১০৩২৩'কে ফেরত চেয়েছেন মানিকবাবু। এর আগেও কার্যত এদের পুনর্বাসনের জন্যই। তিনি বিভিন্ন জায়গাতেই কথা আদালতের রায়ে এই পদগুলো আটকে যাওয়ার পরেও আশা বলতে গিয়ে জানিয়েছেন, বামেরা ছাড়ছিলেন না মানিকবাবুরা। বার আবার ক্ষমতা পেলে ১০৩২৩

রাজনৈতিক ইঙ্গিত।

এদেরকে ভেসে যেতে দেবে না। কিছু না কিছু উপায় বের করা হবেই। যদিও আদালত পরবর্তী সময়ে এই ১৪ হাজার পদে বিধিনিষেধ তুলে নেয়। ততদিনে অবশ্য রাজ্যে বিজেপি জোট সরকার। মানিকবাবু এদিন ফের বিষয়টিকে খুঁচিয়ে তুলে। ১০৩২৩ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশে থাকার বিষয়টিকে মনে করিয়ে দিয়েছেন। আগামী বছরখানেক পরে নির্বাচনের জন্য এও এক

সিপিআইএম রাজ্য কার্যালয়ে দলীয়

রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরীর

হাত ধরে পতাকা উত্তোলন হয়।

এছাড়া উপজাতি গণমুক্তি

পরিষদের উদ্যোগে কর্ণেল

চৌমুহনিতেও একই ধরনের

কর্মসূচি সংগঠিত হয়। সেখানে

উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম রাজ্য

কমিটির সদস্য তথা জিএমপি'র শীর্ষ

স্তরের নেতা রাধাচরণ দেববর্মা।

এছাড়াও বামপন্থী বিভিন্ন

সংগঠনের উদ্যোগে দিনটি

যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা

হয়েছে। স্মরণ করা হয় জনশিক্ষা

আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্বদের।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। রাজ্যে বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সোমবার বিক্ষোভ সংগঠিত করে এআইপিএসএফ। সংগঠনের নেতা-কর্মীরা শিক্ষা ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। তাদের বক্তব্য, রাজ্য সরকার সম্প্রতি ১০০টি বিদ্যালয়কে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের আওতায় এনে বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা এখন যেখানে বিনামূল্যে পড়াশোনা করছে সেই জায়গায় আগামী দিনে টাকা দিয়ে পড়তে হবে। তাই তারা এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছে। এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে গণ-স্বাক্ষর সম্বলিত দাবি সনদ জমা দেওয়া হয়েছে শিক্ষা দফতরের অধিকর্তার উদ্দেশ্যে। যদি রাজ্য সরকার নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে

এরপর দুইয়ের পাতায়

স্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা বলে কোনও

তদন্তই করেনি। এই দফায়ও একই

অবস্থা। নকল মদের বিষয়টি উঠে

এলে পুলিশকে মহারাজগঞ্জ বাজার

এরপর দুইয়ের পাতায়

আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর ।। চার মাসেও গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি পরীক্ষার ফল ঘোষণা করতে পারেনি জেআরবিটি। দ্রুত ফল ঘোষণার দাবিতে সোমবার জেআরবিটি'র অফিসে হাজির বেশ কিছু পরীক্ষার্থী। তারা দেখা করেন জেআরবিটি'র আধিকারিকদের সঙ্গে। সাংবাদিকদের এই যুবকরা জানিয়েছেন, এই বছরের ২০ এবং ২২ আগস্ট জেআরবিটি গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি'র পরীক্ষা নিয়েছিল। কিন্তু চার মাসেও ফলাফল ঘোষণা করতে পারেনি। ফল ঘোষণার দাবিতে আমরা এসেছি। জেআরবিটি 'র আধিকারিকরা জানিয়েছেন, জানুয়ারি মাসের মধ্যেই ফল ঘোষণা করা হবে। এরপর সবার

কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা হবে।

জেআরবিটি'র কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতি

পাওয়ার পরই ফিরে যান যুবকরা।

মহানামব্রত

ব্রহ্মচারীর

আবিৰ্ভাব উৎসব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

সরকারের প্রতারণার বিরুদ্ধে বাম যুবারা প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কার্যালয়ের সামনে শিক্ষায় উন্নয়ন করার কথা বলে তেলিয়ামুড়া, ২৭ ডিসেম্বর।। বেসরকারিকরণ এবং চাকরি ক্ষেত্রে

বর্তমান সরকার বেকারদের সঙ্গে প্রতারণা করছে। চাকরি দেবার নামে আউটসোর্সিং করে বেকারদের ভবিষ্যৎ নম্ভ করে দিচ্ছে। এমনিতেই রাজ্যে হু হু করে বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলছে। আর রাজ্য সরকার চাকরি, শিক্ষা সব কিছুই এখন বেসরকারি করে দিচ্ছে। বক্তা ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন এর রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক। সোমবার বাম ছাত্র। যুব সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত

গণ অবস্থান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই গণ অবস্থানের প্রধান বক্তার ভাষণে যুব সংগঠনের রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক বলেন. বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার আগে ঢালাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বেকারদের কর্মসংস্থান, শিক্ষা- স্বাস্থ্য সহ সব ক্ষেত্রে উন্নয়ন হবে। কিন্ত কর্মসূচিতে এখন দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ উল্টো। একথাগুলো বলেন তিনি। এদিন সব ক্ষেত্রেই বেসরকারি করে দিচ্ছে। সিপিএম তেলিয়ামুড়া মহকুমা বিশেষ করে শিক্ষার গুণগত মান

ঢ-তে বিক্ষোভ

আউটসোর্সিং বন্ধ করার দাবি সহ

জনজীবনের স্বার্থসংশ্লিষ্ট নানা বিষয়

নিয়ে বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এবং

যুব সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে এক



আজ রাতের ওযুধের দোকান সাহা মেডিসিন সেন্টার ৯০৮৯৭৬৮৪৫৭

<u>MEMORANDUM</u>

Reference: DNIeT No. 12/EE/Divn.III/PWD(R&B)/2021-22,

PNIeT No.06/EE/Divn.III/PWD/(R&B)/2021-22 Tender ID: 2021_CEPWD_20719_1

Due to unavoidable circumstances the tender floated vide PNIet No.06/EE/Divn.III/PWD(R&B)/2021-22 and circulated vide this office Memo No.45(04)/EE/Divn.III/PWD(R&B) 1182-1249, dated 1st July 2021 is hereby cancelled.

> Sd/- Illegible (Er. L. Goswami) **Executive Engineer** Agartala Division No.III, PWD(R&B)

> > Agartala, Tripura.

Ministry of Culture Government of India

ICA/C-3135/21







Bharat Ko Janno

28th December, 2021 11 A.M Agnibina Hall, Jirania

Organised by North East Zonal Cultural Centre (NEZCC), Dimapur Ministry of Culture, Govt. of India in collaboration with Department of Information & Cultural Affairs, Govt. of Tripura

Chief Guest

Sri Susanta Chowdhory. Hon'ble Minister ICA, Youth Affairs & Sports, DWS, Govt. of Tripura

Guest of Honour

Special Guest

Sri Pritam Debnath, Hon'ble Vice Chairman, Jirania Panchayat Samati

Sri Jiban Krishna Acherjee, SDM, Jirania Sri Subrata Chakraborty, Member, NEZCC Sri Partha Sarathi Saha, Member, West District Cultural Advisatory Committee.

President

Sri Ratan Kumar Das, Hon'ble Chairman Jirania Nagar Panchayat.

る

All are cordially invited

ICA/D-1534/2021

সংখ্যা

श्वला কাউন্টার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই

আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর ।। মহারাজগঞ্জ বাজার চত্বরে এই মহারাজগঞ্জ বাজারে আবারও ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে উদ্ধার এক ব্যক্তির মৃতদেহ। এই দেখা যায়। খবর পেয়ে পুলিশের মৃতদেহ ঘিরেই রহস্য দেখা সহযোগিতায় মৃতদেহ জিবিপি ফলেই মারা গেছেন এই ব্যক্তি। ঘটনা ঘিরে কোনও মামলা হয়নি। মহারাজগঞ্জ বাজার পুলিশ ফাঁড়ি মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনা নতুন কিছু চুপ করে আছে। কারোর মুখ নয়। আগেও এইভাবে মৃতদেহ থেকেই কোনও বক্তব্য পাওয়া উদ্ধার হয়েছে। প্রত্যেকবারই নকল যাচ্ছে না। মত ব্যক্তির নাম শ্যামল মদ বিক্রির অভিযোগ উঠেছে।

হাসপাতালে নেওয়া হয়। তবে এই পুলিশও বিষয়টি নিয়ে কোনও তদন্তে নামেনি বলে জানা গেছে। কিন্তু মহারাজগঞ্জ বাজারে এভাবে

পরিচারিকা ধর্যণে

উদ্যোগে সোমবার একাধিক

কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জনশিক্ষা দিবস

পালন করা হয়। এদিন সকালে

ধনু : দিনটিতে কর্মে বাধা-বিম্নের মধ্যে বাধা - বিদ্বের মধ্যে অগ্রসর হতে হবে সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের হঠাৎ কোন অপেকাকৃত শুভ ফল । সমস্যা বা ভুল সিদ্ধান্তের জন্য পাওয়া যাবে। অকারণে । ক্ষতিবাঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে

মিকর : সরকারি কর্মে চাপ ও

কর্মরতদের মানসিক উত্তেজনার

জন্য কর্মে অগ্রগতি বজায় রাখা

কঠিন হতে পারে। শরীরের প্রতি

বশ্চিক: কর্মক্ষেত্রে আবেগ সংযত

🔻 করতে হবে। সরকারি

কর্মে নানান ঝামেলার

সম্মুখীন হতে হবে।

যত্নবান হওয়া দরকার।

আছে। কর্মস্থান বা কর্ম ক্লি পরিবর্তনেরও যোগ 🖄 আছে। এর ফলে মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। নিজের পরিকল্পনাকে অন্যের মতো পরিবর্তন করবে না। তবে কোন অসুবিধা হবে না। কুন্ত: প্রশাসনিক কর্মে যুক্ত সিংহ: প্রফেশন্যাল লাইনে আর্থিক | ব্যক্তিদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি

্রু উন্নতির যোগ আছে। । পাবে।সরকারিভাবে কর্মে উন্নতির যোগ আছে। আর্থিক ভাব শুভ। ব্যবসায়েও লাভবান হবার লক্ষণ পরিশ্রমে কিছুটা স্বীকৃতি পাওয়া । আছে। প্রণয়ে আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে পারে।

> বৃদ্ধি পাবে। প্রশাসনিক কর্মে কিছুটা বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে পারেন। শত্রু থেকে সাবধান থাকবেন। খনিজ

দ্রব্যের ব্যবসায়ে লাভবান হওয়ার দিন। প্র<mark>ণয়ে শুভ ফল লাভ সম্ভ</mark>ব নয়। তুলা : সরকারি কর্মে ঊর্ধ্বতনের | সস্তানের বিদ্যা ক্ষেত্রে আশানুরূপ কেলেশ্বারিতে যুক্ত হলো ক্রীড়া দফতরের নাম। দফতরের এক অফিসার ধর্ষণের মতো গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হলেন। এই ঘটনায় ক্রীড়া দফতরের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বিভিন্ন মহল থেকে অভিযুক্ত অফিসারের শাস্তির দাবি উঠেছে। এই ধরনের ক্রীড়া অফিসারদের বিরুদ্ধে সুষ্ঠু তদন্তেরও দাবি তোলা হয়েছে। জনজাতি অংশের এক মহিলাকে ধর্ষণ করে আগরতলা পালিয়ে এসেছে এই অফিসার। পরিচারিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠলো রাজ্যের ক্রীড়া দফতরের এক সহকারী অধিকর্তার বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে কাঞ্চনপুর থানায়। অভিযুক্তের নাম দেবাশিস ভট্টাচার্য। তিনি কাঞ্চনপুর ক্রীড়া দফতরে সহকারী অধিকর্তা হিসেবে কর্মরত।

এখন পালিয়ে আগরতলায় লুকিয়ে

আছে দেবাশিস। কাঞ্চনপুর বদলি

হওয়ার পর দেবাশিস ওই এলাকার

কাঞ্চনপুর, ২৭ ডিসেম্বর ।। নারী

হিসাবে থাকতে শুরু করে। ক্রীড়া দফতরের অফিসের পার্শেই নবীনের বাড়ি। এই বাড়ির পাশের ঘরে থাকতেন এক ক্রীড়া শিক্ষিকা। ওই শিক্ষিকার স্বামী আবার ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত। যে কারণে তিনি বেশিরভাগ সময়ই রাজ্যের বাইরে থাকেন। ওই মহিলাকে বাড়িতে রান্নার জন্য রেখে ছিলেন দেবাশিস। প্রত্যেকদিনই দেবাশিসের জন্য রান্না করতেন তিনি। এই সুযোগেই ভাড়াটিয়া ঘরে তাকে ধর্ষণ করে অভিযুক্ত সহকারী অধিকর্তা বলে অভিযোগ উঠেছে। ওই মহিলা কাঞ্চনপুর থানায় দেবাশিসের নামে মামলা করেছেন। পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪, ৩৭৬, ৫১১ এবং ৪০৬ ধারায় ধর্ষণ এবং ভয়ভীতি দেখানোর অভিযোগে মামলা নিয়েছেন। সোমবার ওই মহিলার স্বাস্থ্য পরীক্ষা

করানো হয়। পরে আদালতে তার

বয়ানও নথীভূক্ত করতে নেওয়া হয়।

গ্রেফতারের ভয়ে আগরতলায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, নবীন বড়ুয়ার বাড়িতে ভাড়াটিয়া পালিয়ে এসেছে দেবাশিস। মামলার তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সাব ইনসপেকটর অমর কিশোর দেববর্মাকে। তিনি পরিষ্কারভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন, দেবাশিস ভট্টাচার্যকে গ্রেফতার করা হবে। বেশিদিন পালিয়ে থাকতে পারবেন না তিনি। অভিযোগ, দেবাশিসের বিরুদ্ধের আগেও নারীদের অসম্মান করার নালিশ জমা পড়েছিল। কিন্তু প্রত্যেকবারই কোনও না কোনওভাবে বেঁচে গেছেন তিনি। এই দফায়ও ধর্ষণের ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর প্রভাবশালীদের বাডিতে যোগাযোগ করতে শুরু করে দিয়েছে বলে জানা গেছে। কাঞ্চনপুর এলাকার নাগরিকরা দ্রুত দেবাশিসকে গ্রেফতারের দাবি তলেছে। শুধু তাই নয়, তার শাস্তির দাবিতে খুব শীঘ্র আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে স্থানীয় একটি মহল। তারা সবাই পুলিশের দিকে চেয়ে আছেন। দ্রুত পুলিশ দেবাশিসকে গ্রেফতার না করলে বড়সড় আন্দোলনে নামতে

পারেন ধর্ষিতার সহকর্মীরা।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাউন্টারগুলির মদের গুণমান নিয়ে আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর ।। ডঃ কোনও উদ্যোগ নেই প্রশাসনের। মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজির ১১৮তম অভিযোগ, এই সুযোগেই বাজার এলাকায় ছডে গেছে নকল মদ। এসব খেয়ে কয়েকদিন পরপরই মারা যাচ্ছেন কেউ না কেউ। মহারাজগঞ্জ বাজাবেই সম্প্রতি সময়ে তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই পুলিশ

শুভ আবির্ভাব উৎসব পালন করা হয়েছে আগরতলায়ও। সোমবার এই উপলক্ষে শ্রী শ্রী মহানাম অঙ্গনে এক বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হযেছে নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘের উদ্যোগে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী, মহানাম সম্প্রদায়ের সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রীমৎ উপাসকবন্ধ ব্রহ্মচারী, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান সস্তোষ সাহা, নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘের সম্পাদক সুদীপ কুমার রায়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী বলেন, মহানাম সেবক সংঘ মানব কল্যাণে বরাবরই সমাজসেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। ইতিপূর্বে খয়েরপুর বিধানসভা কেন্দ্রে তিনশ দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে। শুধুমাত্র সরকারি সাহায্য এরপর দুইয়ের পাতায়

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘ সংখ্যা প্রতিটি থেকে ব্যবহার ৩ ব্লুকে করা য সংখ্যা যুক্তি প্রক্রিয়া

1	14	י ונ	90	U	এ:	9		N	
Mann	1	4	3	8	7	2	6	9	
	6	9	2	5	4	8	1	7	
1000	8	2	1	9	6	3	5	4	
	5	8	9	1	2	7	3	6	
	7	6	4	3	5	1	9	8	
Ì	3	1	7	6	8	5	4	2	
	9	5	8	2	3	4	7	1	
	2	7	5	4	9	6	8	3	
	4	3	6	7	1	9	2	5	

রে ১ থেকে ৯ ক্রমিক
ব্যবহার করতে হবে।
সারি এবং কলামে ১
৯ সংখ্যাটি একবারই
করা যাবে। নয়টি ৩ X
তও একবারই ব্যবহার
াবে ওই একই নয়টি
সফলভাবে এই ধাঁধাটি
এবং বাদ দেওয়ার
ক মেনে পূরণ করা যাবে।
৩৮৮ এর উত্তর
4 3 8 7 2 6 9

1	4	3	8	7	2	6	9
6	9	2	5	4	8	1	7
8	2	1	9	6	3	5	4
5	8	9	1	2	7	3	6
7	6	4	3	5	1	9	8
3	1	7	6	8	5	4	2
9	5	8	2	3	4	7	1
2	7	5	4	9	6	8	3
4	3	6	7	1	9	2	5

ক্র	মিব	চ সং	ংখ্যা	 9 b
		3		
	1	6		3

7			3				9	
9		1	6			3		5
3	6				9	7	1	8
6			5			2	8	
	2				3	9	4	1
	9	3		2	8		7	6
	3		9		4			
		9	1	3			6	7
2	1					4		9

একমঞ্চে আনলেন মানিক সরকার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। বেশ কয়েক মাস পর ১০৩২৩ ইস্যুতে ফের মুখ খুললেন মানিক সরকার। যার আমলে ১০৩২৩ শিক্ষকের সৃষ্টি সেই মানিক সরকার বারে বারেই বলেছিলেন এদেরকে ভেসে যেতে দেবেন না, কিছু একটা করবেনই। একের পর এক আদালতের রায়ে ১০৩২৩-র চাকরিচ্যুতি নিশ্চিত হওয়ার পরেও আশা ছাড়েন নি মানিকবাবু। কিন্তু ক্ষমতাচ্যুতির পর তার আর কিছুই করার ছিলো না। সোমবার ফের এই ইস্যুতে মুখ খুললেন তিনি। কার্যত বিস্ফোরণ ঘটালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। ১০৩২৩ শিক্ষকদের চাকরিচ্যুতি ঘটাতে সেই সময়ে হাইকোর্টে কংগ্রেস নেতৃত্ব পেছন থেকে কলকাঠি নেড়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। এরপর স্প্রিম কোর্টে বিজেপি নেতারা কলকাঠি নেড়েছেন — মানিকবাব। এরপর বিজেপি এদেরকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরেছে। আর এখন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে গেলে এদেরকে জল কামানে ভিজিয়ে দেওয়া হয়, চোখ জালা করে এমন গ্যাস ছড়িয়ে দেওয়া হয়, মিথ্যা মামলায় আটকে রাখা হয়। জনশিক্ষা সমিতি সম্পর্কিত এক আলোচনা সভায় বক্তৃতা করতে

এমন অভিযোগও এনেছেন গিয়ে মানিক সরকার এদিন কার্যত রাজ্য সরকারের ময়নাতদন্ত করে জিপিএটি'র শিবনগর জোনের বার্ষিক

সাধারণ সভা প্রেস রিলিজ, আগরতলা ২৭ ডিসেম্বর।। গভর্নমেন্ট পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরা'র শিবনগর জোনের ৫ম বার্ষিক সাধারণ সভা আজ অনুষ্ঠিত হয়। মৃণাল কান্তি দেব ও তপন কুমার দত্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার উদ্বোধন করেন কেন্দ্রিয় কমিটির প্রচার সম্পাদক প্রবীর সরকার। বিদায়ী সম্পাদক মিলন চন্দ্র রায় সম্পাদকীয় প্রতিবেদন এবং দিলীপ

কুমার সাহা দাবি সনদ,আন্দোলন

কর্মসূচি ও সাংগঠনিক প্রস্তাব পেশ আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। এরপর দুইয়ের পাতায় সিপিআইএম-সহ বিভিন্ন সংগঠনের

মেষ : পারিবারিক | প্রতিকূলতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। হঠাৎ আঘাত পাবার যোগ আছে। সরকারি কর্মে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। ব্যবসায়ে প্রতিকূলতার পরিবেশ পাওয়ার

সম্ভাবনা প্রণয়ে বাধা-বিঘ্নের যোগ আছে। **ুব্য :** পারিবারিক 🛭 ব্যাপারে প্রিয়জনের সঙ্গে মতানৈক্যের সম্ভাবনা। সরকারি | স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিস্তা থাকবে। কর্মে ঊর্ধ্বতনের সঙ্গে প্রীতিহানির | ব্যবসায়ে উন্নতির যোগ আছে। সম্ভাবনা। নানা কারণে মানসিক | অর্থ ভাগ্য শুভ। চাপ থাকবে দিনটিতে। তবে i ব্যবসায়ে লাভবান হতে পারেন। মিথুন: সরকারি কর্মে চাপ বৃদ্ধি ও নানা কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে 🖁 সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব বৃদ্ধির অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক ক্ষেত্রে

দুশ্চিন্তা এবং অহেতুক কিছু সমস্যা । পারেন। দিনটিতে সতর্ক দেখা যাবে। প্রণয়ে প্রতিকূলতার । থাকবেন। মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। কর্কট : কর্মসূত্রে দিনটিতে | দায়িত্ব বৃদ্ধি। উধর্বতনের সঙ্গে জ্ঞানীগুণীজনের সান্নিধ্য লাভ ও | মতানৈক্য ও প্রীতিহানির লক্ষণ

শুভ যোগাযোগ সম্ভব হবে।

পারিবারিক ব্যাপারে কারো সঙ্গে মতানৈক্যের সম্ভাবনা। সরকারি কর্মে বাধা-বিঘ্নের লক্ষণ আছে, তবে ব্যবসায়ে লাভবান হবার সম্ভাবনা আছে। প্রণয়ে আবেগ বৃদ্ধি যেহেতু 👤 মনোকস্টের যোগ আছে।

আর্থিক ক্ষে ত্রে আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য থাকবে। চাকরিস্থলে নিজের দক্ষতা বা i যাবে। তবে সহকর্মীর দ্বারা সমস্যা বা ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে <mark>। মীন :</mark> পারিবারিক ব্যাপারে ব্যস্ততা চিন্তিত হতে পারেন। কন্যা : দিনটিতে চাকরিজীবীরা

অতিরিক্ত মানসিক চাপ এবং **l** 🛮 দায়িত্ব বৃদ্ধিজনিত কারণে 📗 অধিক উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তায় 👃 থাকবেন। ব্যবসায়ে লাভবান হবার 📗 যোগ আছে।

সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। <mark>|</mark> ফল লাভে বিঘ্ন হতে পারে।

আজকের দিনটি কেমন যাবে কর্মে যশবৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। আর্থিক ক্ষেত্রে প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, রবীন্দ্রনগর এলাকাতে। সোমবার শুভফল। শিল্প সংস্থায়

আবার কারোর কারোর কথায় বিষ খাইয়ে খুন করা হয়েছে এই ব্যক্তিকে। যদিও গোটা ঘটনা নিয়ে

দিয়েছে।অনেকের মতে বিষ মদের দাস। তার বাড়ি শহরতলির বাজারের মধ্যে একাধিক মদের

'ব্যবসার জায়গা দিন, নয়তো

দু'দিন আগেই আগরতলাবাসী দেখেছেন। এবার প্রশাসনের সেই একই স্বরূপ দেখা গেলো ধর্মনগরে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কিন্তু সেখানে গেলে তাদের বলা **ধর্মনগর, ২৭ ডিসেম্বর।।** প্রশাসন হয় দোকান উচ্ছেদের বিষয়ে কতটা অমানবিক হতে পারে তা কেউই কিছু জানেন না। ক্ষুব্ধ দোকানিরা পরবর্তী সময় বাজারে এসে রাস্তা অবরোধে শামিল হন। প্রায় দিনভর চলে তাদের সেখানেও রাস্তার পাশে দীর্ঘদিন আন্দোলন। আন্দোলনকারী এক ধরে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া ছোট মহিলা দোকানি নিজেদের দোকানিদের উচ্ছেদ করেছে অসহায়ত্বের কথা বলতে গিয়ে



কাঁঠালিয়া, ২৭ ডিসেম্বর।। কৃষি ও কাছাকাছি নদীতে অস্থায়ীভাবে

প্রশাসন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার দিনভর ধর্মনগর শহর উত্তপ্ত ছিল। কারণ, ক্ষতিগ্রস্ত দোকানিরা সকাল থেকে রুজি-রুটির জায়গা থেকে উচ্ছেদ হওয়ার প্রতিবাদে আন্দোলনে শামিল হন। তারা আন্দোলনের তবে শেষ পর্যন্ত দিনভর আগে পুর পরিষদ কার্যালয়ে যান। আন্দোলনের পর উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধ

কৃষকদের স্বার্থে এল আই প্রজেক্টগুলি

অতি দ্রুত চালু করার দাবি তুলেছে

উত্তর-দক্ষিণ মহেশপুর এলাকা-সহ

অন্যান্য চাষিরা। কাঁঠালিয়া আর ডি

ব্লকের অন্তর্গত উত্তর মহেশপুর

এলাকার চাষিরা জানিয়েছেন, ধানের

হালি চারা জলের অভাবে পুকুর

থেকে কলসি ভর্তি করে কোনভাবে

হালি বসানো হলেও এখন কৃষি

জমিতে সেচের জল নেই।

সপ্তাহখানেক সময়ের মধ্যেই হালি

বড় হয়ে যাবে। তাই খুব দ্রুত এল

আই প্রজেক্টগুলি চালু করা

প্রয়োজন। নতুবা হালি চারার বয়স

বেড়ে গেলে উৎপাদন কমে যাবে।

SI. No.

P.M. on 04/01/2022 for the following work:

Name of Work

DNIT No: EE-IED/AGT/114/2021-22

DNIT No: EE-IED/AGT/115/2021-22

DNIT No: EE-IED/AGT/116/2021-22

DNIT No: EE-IED/AGT/117/2021-22

DNIT No: EE-IED/AGT/118/2021-22

DNIT No: EE-IED/AGT/119/2021-22

DNIT No: EE-IED/AGT/120/2021-22

DNIT No: EE-IED/AGT/121/2021-22

কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাকে বলতে শোনা যায় প্রয়োজনে প্রশাসন তাদেরকে ব্যবসার জায়গা করে দিক, নয়তো গুলি করে মেরে ফেলুক। তারা দোকানের জায়গার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, প্রতিটা এল আই প্রজেক্টের দিয়েছে। এদিকে এল আই প্রজেক্ট

বাঁধের ব্যবস্থা করা। কৃষি ও কৃষকের

স্বার্থে দফতরের আধিকারিকরা যেন

শীতঘুমে আচ্ছন্ন বলে অভিযোগ

উঠে আসছে। অথচ এই কাকরি নদী

এদিকে কাকরি নদীর জলের স্রোত জলে করে ধানের জমি প্রস্তুত করার মেশিনগুলি অতি দ্রুত মেরামত

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: EE-IED/AGT/53/2021-22 Dated,24-12-2021

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, Agartala, Tripura invites on behalf of

the 'Governor of Tripura' sealed **percentage rate tender(s)** from Central & State Public

Sector undertaking / Enterprise and eligible Contractors / Firms / Agencies of appropriate

class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / Other State PWD up to 3.00

ESTIMATED

Rs.

137,122.00

Rs.

Rs.

237,657.00

Rs.

Rs.

403,513.00

Rs.

Rs.4,035.00

EARNESTM TIME OF COMPL

Rs.2,147.00

Rs.1,371.00

Rs.2,614.00

Rs.1,600.00

(seven) days

(seven) days

(seven) days

07

(seven) days

(seven) days Rs.2,377.00

07

(seven) days Rs.3,711.00

07

07

(seven) days Rs.4,994.00

07

07

Up to 16.00 Hrs on 01/01/2022

07

07

বা স্তর একেবারেই কম। প্রয়োজন স্কাজ বহু আগে থেকেই শুরু করে স্করার দাবি তুলেছে কৃষকরা।

কাঁঠালিয়ার বুক চিড়ে পশ্চিমে না থাকায় সমস্যা হবে। দফতর

যাওয়া বাংলাদেশের কৃষকরা সেচের যাতে সত্রিয় ভূ মিকা নিয়ে

LAST DATE AND FOR RECEIPT APPLICATION F ISSUE OF TEND FORM

PLACE OF SAL TENDER DOCUM

Office of the Executive Engineer, Internal Electrification Division, Agartala:West Tripura

Class

Appropriate

At 15.30 Hrs on 04/01/2022

CLASS OF TEN

TIME AND DAT OPENING OF TE

সেন তাদেবকে আশ্বস্ত কবেন বিষয়টি নিয়ে পুর কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলবেন। স্থানীয়দের মধ্যে প্রশ্ন উঠছে যার কথায় গোটা প্রশাসন চলে তাকে অন্ধকারে রেখে উচ্ছেদ হয়েছে তা কিভাবে হয় ? তিনি তো গোটা ধর্মনগরের পরিচালনকারী। তাহলে তিনি দিনভর কোথায় ছিলেন? তিনি চাইলে অবশ্যই বিষয়টি এ দিনের মধ্যেই মীমাংসা করে নিতে পারতেন। অনেকেই আবার বলছেন, এই সুযোগে ব্যবসায়ীদের কাছে থেকে যদি কিছু আদায় করা যায় সেই ভাবনাতেই উচ্ছেদ অভিযান সংগঠিত হয়েছিল। কারণ এখন পুনরায় দোকান নিয়ে বসতে হলে ক্ষমতাবানদের দ্বারস্থ হতেই হবে। এদিন সকালে শিববাড়ি রোড, বাবুর বাজার, ইলেট্রিক অফিস প্রাঙ্গণ, নতুন মোটরস্ট্যান্ড এবং জুরি ব্রিজের উপর চলা ২০০টি দোকান উচ্ছেদ করেছে প্রশাসন। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় এদিন পুর পরিষদের চেয়ারম্যান কিংবা ভাইস চেয়ারম্যান কাউকেই কার্যালয়ে দেখা যায়নি। তাদের অনুপস্থিতি

নিয়েও বিভিন্ন প্রশ্ন উঠেছে।

হাতির আক্রমণে গবাদি পশুর মৃত্যু প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ ডিসেম্বর।।

তেলিয়ামুড়ায় হাতির তাণ্ডব বন্ধ নেই। সোমবার রাতে ফের বন্য হাতির দল তাগুব চালায় ডিএম কলোনিতে। তেলিয়ামুড়া মহকুমার কৃষ্ণপুর, উত্তর কৃষ্ণপুর, অফিসটিলা, ডিএম কলোনি, কপালি টিলায় প্রতিনিয়ত হাতি তাণ্ডব চালাচ্ছে। সোমবার রাতে ডিএম কলোনির এক বাড়িতে ঢুকে তাণ্ডব চালানোর সময় হাতির পদপৃষ্ট হয়ে একটি গবাদি পশুর মৃত্যু হয়। ওই বাড়ির ঘরও তছনছ করে দেয় হাতির দল। এছাড়া জমিতেও তাণ্ডব চালায়।এই ঘটনায় স্থানীয় নাগরিকরা খুবই আতঞ্চিত হয়ে আছেন।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. চড়িলাম,২৭ ডিসেম্বর।। বাড়িতে ঢুকে এক দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিকে প্রচন্ডভাবে মারধরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনা বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত ছেচডিমাই গ্রাম পঞ্চায়েতের



যায়, বাড়িতে শুধুমাত্র বাবুল ভক্ত এবং তার একমাত্র সন্তান সৃজন ভক্ত থাকে। বাবুল ভক্ত দিব্যাঙ্গজন। বাবুল ভক্তের বাড়ির পাশের এক যুবক রঞ্জিত নন্দীকে দুই গন্ডা জমি বাবুল দিয়েছিল শুধুমাত্র চাষ করার জন্য। এখন চাষ শেষ। তাই রঞ্জিত নন্দীকে বাবুল বলে দিয়েছিল এবার আর জমি দেবে না। বাবুল ভক্ত নিজের এই জোত জমি অন্য কোথাও দেবে বলে জানিয়েছে। এই কথা শোনামাত্র রঞ্জিত নন্দী তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। বাবুল ভক্তর বাড়িতে ঢুকে রঞ্জিত নন্দী বাবুলকে ধাকা দিয়ে ফেলে দেয় এবং তার ওপর অতর্কিতভাবে হামলা চালায়। চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হয়। অন্যেরা দৌড়ে এসে বাবুলকে রক্ষা করে। এই ঘটনায়

পরিচালনার দায়িত্বে থাকা ননী দেবনাথ নামে এক অপারেটর জানান, আগামী সপ্তাহে মেশিন চালু হবে তবে মোট চারটি প্রজেক্ট থাকলেও একাধিক মেশিন সংস্কার চাটার্জী কলোনি এলাকায়। জানা

হতবাক হয়ে যায় গ্রামের মানুষ।

ভস্মীভূত সাত কুইন্টাল রাবার শিট

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ ডিসেম্বর।। অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে গেল ৭ কুইন্টাল রাবার শিট। সোমবার দুপুর ২টা নাগাদ জম্পুইজলা ব্লুকের অন্তর্গত কেন্দায়ছড়া পঞ্চায়েতের ধ্রুব কুমার পাড়ার জয়সিং দেববর্মার বাড়িতে আগুন লাগে। বাড়িতে থাকা রাবার স্মোক সেন্টারে আগুন দেখে স্থানীয় নাগরিকরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে টাকারজলা দমকল বাহিনী ঘটনাস্তলে আসে এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনায় ৭ কুইন্টাল রাবার শিট ভঙ্গীভূত হয়ে যায়। টাকারজলা থানার পুলিশও ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। তবে কীভাবে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে তা জানা যায়নি। ৭ কুইন্টাল রাবার শিট ভঙ্মীভূত হয়ে যাওয়ায় অনেক টাকার ক্ষতি হয়েছে।

গণবিবাহে অংশগ্রহণের আহ্বান

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৭ **ডিসেম্বর।।** শ্রীমা রুটি ব্যাঙ্ক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আগামী ১০ মার্চ হাঁপানিয়া মেলা প্রাঙ্গণে গণবিবাহের আয়োজন করা হয়েছে। সংস্থার সিদ্ধান্তমূলে একই ছাদের নিচে ১০০ দম্পতি'র বিয়ে হবে ওই দিন। তাই দরিদ্র পরিবারগুলির উদ্দেশে সংস্থার কর্তৃ পক্ষ আহ্বান জানিয়েছেন গণবিবাহে অংশ নেওয়ার জন্য। অর্থাৎ কোনো দরিদ্র পিতা যদি মেয়েকে পাত্রস্থ করতে চান, তাহলে গণবিবাহে যুক্ত হওয়ার সুযোগ আছে। তাই সংস্থার অফিসে কিংবা সিদ্ধি আশ্রমস্থিত উদীয়মান সংঘ ক্লাবের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। সেই সাথে সংস্থার সচিব দেবাশিস চক্রবর্তী সবার কাছেই সাহায্য ও সহানুভূতি কামনা করেছেন।

কুকুর নাকি শেয়াল মৃতদেহ টেনে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২৭ **ডিসেম্বর**।। নিন্দুকেরা বলছেন, এ রাজ্যে কি তাহলে মরেও শান্তি নেই ? কারণ, মর্গ থেকে মৃতদেহ কেউ নিয়ে যাচ্ছে কিনা তা দেখার মত কোনো লোক নেই।এমনিতেই মৃতদেহ গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও ঝামেলা পোহাতে হয় শব শকট চালকদের। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অজ্ঞাত পরিচয় মৃতদেহ উদ্ধার করে মর্গে নিয়ে আসলেই তাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় পড়তে হয় বলে একজন শব শকট চালক সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন। সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালের মর্গের বেহাল দশা দীর্ঘদিন ধরে। মর্গের পুরোনো ঘরটির জানালা যেমন নেই, ঠিক তেমনি দরজাও ভাঙা। এই অবস্থায় কুকুর কিংবা শেয়াল মর্গে প্রবেশ করছে

তারা জানিয়েছেন কখনও কখনও মৃতদেহ ভেতরে রেখে আসার পর পরক্ষণে গেলে দেখা যায় মৃতদেহ

বলেও স্থানীয়দের আশঙ্কা। কারণ, কোনো যুক্তি আছে বলে তারা মনে করছেন না। সোমবারও মর্গের সামনে গিয়ে দেখা যায় একটি মৃতদেহ নিয়ে আড়াই ঘন্টা ধরে



নিচে পড়ে আছে। সেই থেকেই ধারণা করা হয় কুকুর কিংবা শেয়াল হয়তো মৃতদেহ ধরে টানাটানি করে। সবটাই আশঙ্কা মাত্র। তবে মৃতদেহ স্থান বদলের পেছনে আর

অপেক্ষা করছেন নগর পঞ্চায়েতের শব শকট চালক। তিনি জানান. এইভাবেই তাদের প্রতিদিন হয়রানির শিকার হতে হয়। কারণ, মৃতদেহকে গ্রহণ করবেন তার কোনো পাতা থাকে না। তাদেবকে হাসপাতালে গিয়ে খুঁজে বের করতে হয়। তবে সব সময় কথার সাথেই হাসপাতাল কর্মীরা চলে আসেন না। সোমবারই তাকে আড়াই ঘন্টা ধরে মৃতদেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। স্থানীয় নাগরিকরাও সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালের মর্গের বেহাল দশা নিয়ে ক্ষোভ জানিয়েছেন। তারা জানান, মর্গের কাছাকাছি অনেক বাড়িঘর আছে। রাতেও মানুষ তার সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া করেন। তারা দেখতে পান মর্গের দরজা-জানালা সব সময় খোলা থাকে। এলাকাবাসী চাইছেন এখন অন্তত প্রশাসন সেদিকে নজর দিক। তা না হলে যে দিন মৃতদেহ গায়েব হয়ে গেলেও তা অস্বাভাবিক কিছু বলে মনে হবে না।

হাসপাতালে চিকিৎসক সংকট, উপচে পড়া

বিশালগড়, ২৭ ডিসেম্বর।। রাজ্যের উল্লেখ্য, বিশালগড় মহকুমা তাদের বক্তব্য যে বিশালগড় মহকুমা স্বাস্থ্যব্যবস্থা দিনের পর দিন বেশ হাসপাতালে চিকিৎসকের কিছু হাসপাতালে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগ খবরে প্রকাশিত হয়েছে।

গাফিলতি সম্পর্কে বিভিন্ন চিকিৎসকের গাফিলতি এবং বেশ আবারো সংবাদের শিরোনামে উঠে

হাসপাতালের ওপিডিতে রয়েছে একজন ডাক্তার। যার ফলে ওপিডির বাইরে বহু অসুস্থ রোগীকে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে



কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসক স্বল্পতার কারণে রোগী এবং রোগীর আত্মীয় পরিজনদের ভোগাস্তির শিকার হতে হচ্ছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতিতে যথাযোগ্য চেষ্টা করলেও এখনো বেশ কিছ হাসপাতালে চিকিৎসকের

এল বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল। অভিযোগ, একজন চিকিৎসক দিয়ে চলছে মহকুমা হাসপাতালের ওপিডি পরিষেবা। যার ফলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে অসুস্থ রোগীদেরকে। এই ব্যাপারে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেন বিশালগড গাফিলতি এমনকী চিকিৎসকের মহকুমা হাসপাতালে আসা রোগী

থাকতে হয়। ফলে তারা আরো অসস্থ হয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের দাবি, রাজ্যের মখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী যেনো এই ব্যাপারে একটু নজর দেয়, না হলে আগামী দিনেও বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে আসা রোগীদের এইভাবে হয়রানির শিকার হতে হবে।

নিবিড় শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিকের কার্যালয় মেলাঘর নিবিড় সুসংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প

মেলাঘর, সোনামুড়া, সিপাহিজলা ত্রিপুরা নংএফ১(২)সিডিপিও/আইসিডিএস/এমএলজি/২০১১-১২/৪০৮ তারিখ ঃ ২৩/১২/২০২১ইং

নিযুক্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি মেলাঘর সুসংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনস্থ নিম্নে উল্লেখিত গ্রাম পঞ্চায়েত/এডিসি ভিলেজ যে মেলাঘর পুর পরিষদ-এর অন্তর্গত অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলিতে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী/অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা এর শূন্যপদ পূরণের উদ্দেশ্যে আবেদন পত্র আহ্বান করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী/ অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা পদে নিযুক্তি কোন প্রথাগত নিয়োগ ও বেতন ভিত্তিক স্থায়ী কর্মসংস্থান নয়। সাম্মানিক ভাতাভিত্তিক এই কাজের জন্য অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীর ক্ষেত্রে মাসিক ৪৫০০/- (চার হাজার পাঁচশত) টাকা মাত্র এবং অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকার ক্ষেত্রে মাসিক ২২৫০/- (দুই হাজার দুইশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র প্রদান করা হয়ে থাকে।

		* .	
ক্রমিক নং	গ্রাম পঞ্চায়েত/এডিসি ভিলেজ	অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্ৰ	শূন্যপদ
21	পূর্ব দূর্লভনারায়ণ	রামানন্দ অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র	অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা
२।	পশ্চিম দূর্লভনারায়ণ	অখিল স্মৃতি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্ৰ	অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী
৩।	পোয়াংবাড়ি	মানমোহন অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্ৰ	অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা
8	পশ্চিম নলছড়	কুঞ্জমোহন অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্ৰ	অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী
Œ	চৌমুহন <u>ী</u>	ইন্দীরা অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র	অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা
७।	ওয়ার্ড নং-৩ (MMC)	জগন্নাথ টিলা অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্ৰ	অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী
٩١	উত্তর তৈবান্দাল	বৈরব চৌধুরী অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র	অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী
৮।	কলিরাম	ছয়ঘড়িয়া মুরসুমবাড়ী অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র	অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা
৯	ওয়ার্ড নং-৭(MMC)	ইন্দ্রীরা নগর ওয়ার্ড নং-২ অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র	অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী
শুৰুষ্টা প্ৰাৰ্থী	रावत निरस्य श्रावक नापाना कानायाची कार्रास्त्राबन्थ र	্রিফ সাক্ষরকারীর সেলাঘরজিত কার্যালয়ে জাগায়ী ১০ই জার	मेरी २०२२ क्वांनिस्थान प्रारक्षा क्वां हिए

হবে। উল্লেখিত তারিখের পর আর কোন আবেদন পত্র জমা নেওয়া হবেনা। আবেদনকারীর আবশ্যিক যোগ্যতাঃ-(১) প্রার্থীকে অবশ্যই বিবাহিত/বিধব মহিলা হতে হবে। (২) প্রার্থীকে অবশ্যই শুধু মাত্র সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের/গ্রাম পঞ্চায়েত/ এডিসি ভিলেজের/ ওয়ার্ডের (মেলাঘর পুর পুরিষদের ক্ষেত্রে)স্থায়ী বসবাসকারী নাগরিক হতে হবে। (৩) প্রার্থীর বয়স ন্যূনতম ১৮ বছর ও স্বর্বোচ্চ ৪৫ বছর হতে হবে। ১০**ইং জানুয়ারী ২০২২** এর মধ্যে এস.সি./এস.টি/দিব্যাঙ্গন-এর ক্ষেত্রে ৫ বছর শিথিল যোগ্য। (৪) প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীর ক্ষেত্র ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ এবং অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকার ক্ষেত্রে ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ হতে হবে। নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে যাদের আবেদন-পত্র গৃহীত হবে সেই সব প্রার্থীদের নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিতব্য সাক্ষাতকার-পর্বে সাক্ষাতকার-মন্ডলীর সামনে উপস্থিত থাকতে পরবর্তী সময়ে আহুনি করা হবে।

পূৰ্বকার বিজ্ঞপ্তি সহ সকল প্রার্থীদের আগামী ১৭/০১/২০২২ইং নলছড ব্রকের জন্য এবং ১৮/০১/২০২ইং মোহনভোগ ব্লক এবং মেলাঘর পৌর পরিষদের জন্য সকাল ১০.৩০ মি, থেকে ইন্টারভিও নেওয়া হবে CDPO, Melaghar Office এ।

ICA-D-1531-21

মাক্ষর অস্পং সিডিপিও মেলাঘর নিবিড় সুসংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প মেলাঘর, সোনামুড়া, সিপাহীজলা ত্রিপুরা।

শিক্ষিকা ডেপুটেশনে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. তেলিয়ামুড়া, ২৭ ডিসেম্বর।।

রাজ্যে বেশিরভাগ স্কুলগুলি শিক্ষক স্বল্পতায় ধুঁকছে। শিক্ষক স্বল্পতার অভাবে বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন লাটে উঠেছে। ইদানীংকালে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বেশ কয়েকটি স্কলে ক্ষোভ পরিলিক্ষিত হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকা বদলিকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বেশ কয়েকটি স্কুল ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে আন্দোলনমুখর কর্মসূচি লক্ষ্য করেছে রাজ্যবাসী। এবার এক শিক্ষিকাকে ডেপুটেশনে নিয়ে যাওয়াতে বিদ্যালয়ের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে গণধর্না ও বিক্ষোভে শামিল হল ছাত্র-ছাত্রীরা।। ঘটনা তেলিয়ামুডা বিদ্যালয় পরিদর্শক এর অধীন তারাচাঁন রুপিনি উচ্চ ব্নিয়াদি বিদ্যালয়ে। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের অন্তর্গত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা স্বল্পতার কারণে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের পডাশোনা লাটে উঠেছে। তারমধ্যে বিদ্যালয়ের বিষয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ডেপুটেশনে নিয়ে



যাচ্ছে বিদ্যালয় পরিদর্শক। তাই তেলিয়ামুড়া বিদ্যালয় পরিদর্শক এর অধীন তারা চাঁন রুপিনী উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বিষয় শিক্ষিকাকে ডেপুটেশনে নিয়ে যাওয়াতে এবং বিষয় শিক্ষক-শিক্ষিকা না থাকায় কারণে বিদ্যালয়ের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ, বিগত কয়েক মাস পূর্বে বিদ্যালয় এর ইংরেজি বিষয় শিক্ষিকা নিবেদিতা দাস'কে ডেপুটেশনে নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে ৯ অক্টোবর ছাত্রছাত্রীরা ইংরেজি বিষয় শিক্ষিকা নিবেদিতা দাস কে অন্যত্র ডেপুটেশনের নিয়ে যাওয়াতে বিদ্যালয়ের তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। পরে যদিও তেলিয়ামুড়া বিদ্যালয় পরিদর্শক ঘটনাস্থলে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের এক সপ্তাহের মধ্যে ইংরেজি বিষয় শিক্ষক-শিক্ষিকাকে আনা হবে বলে জানায়। পরে ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছ থেকে আশ্বাস পেলে বিদ্যালয়ের তালা খুলে দেয়। ছাত্রছাত্রী 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

PRESS NOTICE INVITING SHORT QUOTATION NO:-26/Agri/EE/W/2021-22

On behalf of the Governor of Tripura Sealed separate quotation are Invited from genuine owners of Vehicle having Commercial permit for hiring of "MARUTI EECO" for use of the Executive Engineer (W) Department of Agriculture & Farmer's Welfare, Agartala, Tripura to perform office duty within the jurisdiction of Tripura.

SI. No.	Description of Work	Quantity 3	Cost of tender docu- ment	Quotation dropping centre 5	Last Date & time for receipt of application	Last date of issue of tender	Date & time for dropping of quotation	Date & time for Opening of quotation 8
1.	Hiring of 01(one) No. "MARUTI EECO along with valid commercial licence, drive & fuel for Use of the Executive Engineer (W), Department of Agriculture & Farmers welfare for a period of 1(one) year, (Manufacturing not before 2017 made). DNIQ NO. 18-Agri/EE/W/2021- 22	1(one) No.	Rs. 500.00 (Rupees five hundred) only	O/O the Executive Engineer (west) Dept. Of Agriculture & F.W., Agartala, Tripura	31/12/2021 Up to 4.00 P.M	03/01/2022 Up to 04:00 P.M	On 05/01/2022 Up to 03:00 P.M	On 05/01/2022 at 04:00 P.M: If possible.

Interested bidders can view the tender documents in the O/O-Executive Engineer (West) Department of Agriculture & Farmer's welfare, Agartala, West Tripura in working days.

(FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA)

Sd/- illegible (Er. Nikhil Roy Executive Engineer (West) Department of Agriculture & Farmers Welfare Tripura, Agartala

Details of the PNIT can be seen at Internal Electrification Division, Agartala during office hour. Sd/- Illegible

ICA-C-3117-21

(DHRUBAPADA DEBNATH) Executive Engineer. Internal Electrification Division PWD (Buildings), Agartala, West Tripura

ICA-C-3129-21

জানা অজানা

সূর্যকে নিয়ে গবেষণা

করা কেন দরকারি আমরা বর্তমানে যে সভ্যতায় বসবাস করছি শত বছর আগে, হাজার বছর আগে সভ্যতার রূপ এ রকম ছিল না। বর্তমানে যে সভ্যতায় বসবাস করছি শত বছর পর, হাজার বছর পর সভ্যতার রূপ এ রকম থাকবে না। সভ্যতা ক্রমেই এগিয়ে যাবে। অন্তত গাণিতিক বাস্তবতা তা-ই বলে। সভ্যতার উন্নয়নের একটি ধারা আছে। বৰ্তমানে যেভাবে সভ্যতার উন্নয়ন হচ্ছে তার মূল বাহন হলো শক্তি। যে জাতি যত বেশি শক্তি ব্যবহার করতে পারে, সে জাতি তত উন্নত।

শক্তিকে ব্যবহারের জন্য মানুষ উদ্ভাবন করেছে নানা ধরনের পৃথিবীতে যে পরিমাণ শক্তি আছে, তা দিয়ে পৃথিবীর সব মানুষের সব ধরনের চাহিদা পুরণ হবে না। তার ওপর পৃথিবীর শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে না, ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে বরং। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মানুষের চাহিদাও। মানুষ উন্নত প্রযুক্তির উন্নত সভ্যতার উন্নত জীবনযাপনে আগ্রহী। কেউই কিছুটা পেছনে গিয়ে শক্তির দিক থেকে 'অনুন্নত' জীবন যাপনে আগ্রহী নয়। কেউই কাঠ-কয়লা পুড়িয়ে হাড়ির তলা কালি করে রান্নায় আগ্রহী নয়, সুযোগ পাওয়া মাত্রই সবাই গ্যাসের চুলা কিংবা বৈদ্যুতিক চুলায় রান্না করতে চায়। আবার কেউই হেঁটে হেঁটে ২০ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে মামার বাড়ি যেতে চায় না, সবাই ট্রেন কিংবা বাস চড়ে এই রাস্তা পেরোতে আগ্রহী। এছাড়া কেউই খড় দিয়ে পাতা দিয়ে বানানো ঘরে থাকতে আগ্রহী নয়, সবাই দালান কোঠা কিংবা টিনশেডের ঘরে থাকতে চায়। কেউই লাইনের পর লাইন চিঠি লিখে পোস্ট অফিসে পাঠিয়ে শঙ্কায় থাকতে চায় না যে চিঠিটি পৌঁছাল কিনা। সবাই চায় অতি সহজে মুঠো ফোনের মাধ্যমে কথা বলে ফেলতে কিংবা মেসেঞ্জার, হোয়াটস অ্যাপ কিংবা অন্য কোন অ্যাপের মাধ্যমে কোনো তথ্য শিগগিরই জানিয়ে দিতে। এই যে মানুষ সাধারণ কোনো কিছুতে আগ্ৰহী নয়, উন্নত প্রযুক্তিতে আগ্রহী তার সবগুলোর পেছনেই দরকার শক্তি। এই শক্তি আসে পৃথিবীতে সঞ্চিত শক্তির মাধ্যমে। অল্প কিছু শক্তি আসে সূর্যের তাপ ও আলোকশক্তি থেকে। সোলার প্যানেলের মাধ্যমে এ শক্তি আহরণ করা

কাজ যদি আজকে শুরু না করি তাহলে দূরেরটা আরও দূরে সরে যাবে। আজকে পদক্ষেপ নিলেই না তবে ভবিষ্যৎটা এগিয়ে আসবে আমাদের দিকে। "আমরা যদি না জাগি মা, কেমনে সকাল হবে?" সূর্যে অফুরন্ত শক্তি আছে, সূর্যের শক্তিকে ব্যবহার করা দরকার, এই বলে বসে থাকলেই তো হবে না। কীভাবে শক্তিকে মানুষের নাগালে আনতে হবে, কীভাবে সর্বোচ্চ পরিমাণ শক্তি আহরণ করা যাবে, কীভাবে সেগুলোকে কাজে লাগানো যাবে, কীভাবে সভ্যতার উন্নয়নে এদের ব্যবহার করা যাবে তার জন্য দরকার গবেষণা। শক্তির প্রধান উৎস যেহেতু সূর্য তাই

সূর্যকে নিয়ে গবেষণার বিকল্প সুর্যের শক্তির ধরন কেমন, সূর্যের বৈশিষ্ট্য কেমন, সে ধরন ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে কেমন ব্যবস্থা নিলে সূর্য থেকে সর্বোচ্চটা নিংড়ে আনা যাবে, তা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা দরকার। এ প্রসঙ্গে একটা দূর-বাস্তব কল্পনা করি। সূর্যকে যদি চারপাশ থেকে বিশেষ কোনো সোলার প্যানেলে ঘিরে নেওয়া হয় এবং তাপ ও আলোকশক্তিকে এর মাধ্যমে আহরণ করা হয় তাহলে ব্যাপক শক্তির জোগান পাবে মানবজাতি। সৌরজগতের বিভিন্ন স্থানে এক বা একাধিক শক্তি স্টেশন থাকবে, যেখান থেকে মানুষের চাহিদামতো পৃথিবীতে কিংবা চাঁদে কিংবা মঙ্গল গ্রহে শক্তি স্থানান্তর করা সম্ভব হবে। ভবিষ্যতে হয়ত এমন একটা সময় আসবে, যখন মঙ্গল গ্রহে কিংবা সৌরজগতের যেকোনো স্থানে কিংবা সৌরজগতের বাইরে কোনো আন্তনাক্ষত্রিক স্থানে ভ্রমণ ও বসবাস হবে দিনের আলোর মতো বাস্তব ব্যাপার। সেসব কাজের জন্য বিপুল পরিমাণ শক্তি দরকার। পথিবীতে যত সহজে আমরা শক্তি ব্যবহার করতে পারি সেসব স্থানে তত সহজে শক্তির জোগান পাওয়া না-ও যেতে পারে সূর্য। সূর্য়ে অফুরন্ত জোগান আছে, দরকার শুধু উপযুক্ত উপায়ে সেগুলোকে আহরণ করা। শুধু উপকারী দিকই নয়, সুর্যের ক্ষতিকর দিকও আছে। ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকতে হলে

সুর্ব্যের এদিক-ওদিক সম্বন্ধে

জানতে হবে। কোনো রোগ

যখন মানুষকে আক্রমণ করে



পৃথিবীর এত মানুষের চাহিদার রোগের জীবাণু কিংবা রোগের প্রেক্ষাপটে পৃথিবীতে সঞ্চিত শক্তি পর্যাপ্ত নয়। সভ্যতা যে অবস্থায় আছে তাকে আরো উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে দরকার আরও আরও শক্তি। এত এত শক্তি পাওয়া যাবে কোথায় ? উত্তর আমাদের সামনেই আছে, সূর্য। সূর্য থেকে প্রতি মুহুর্তে অকল্পনীয় পরিমাণ শক্তি মুক্ত হচ্ছে। তার অতি সামান্য পরিমাণ শক্তি আমরা ধরতে পারছি। প্রায় সবটা শক্তি বিকিরিত হয়ে যাচ্ছে, কোনো কাজেই আসছে না। এমন কোনো ব্যবস্থা যদি তৈরি করা যায় যার মাধ্যমে সূর্যের অধিকাংশ শক্তিকে আহরণ করা সম্ভব হবে, তাহলে সেটা খুব চমৎকার কিছু হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হয়তো সেটা অনেক কষ্টসাধ্য, হয়তো সেটা অনেক চ্যালেঞ্জিং, কিন্তু সেটা অসম্ভব নয়। হয়তো সেটা বহুদুর ভবিষ্যতের কোনো বাস্তবতা, কিন্তু সেটা ফেলনা নয়। দূর ভবিষ্যতের কোনো

উপাদান নিয়ে। শুরুতেই ওযুধ তৈরিতে লেগে যান না। আগে জীবাণুর নাড়ি-নক্ষত্র বের করে তারপর সে অনুযায়ী ওষুধ। জীবাণু সম্বন্ধে আগে ভালোভাবে না জেনে ওযুধ দিলে সেটি হবে অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার মতো। তাই সূর্যের ক্ষতিকর দিক থেকে বাঁচতে হলে কিংবা সূর্যের শক্তিকে আরো বেশি করে কাজে লাগাতে হলে দরকার সূর্য সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য। সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি আছে, মানুষের দেহে এগুলো পড়লে নানা রকম স্বাস্থ্যঝুঁকি দেখা দেয়। এমনকী ক্যানসারও হয়। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল সেসব রশ্মি শোষণ করে নিয়ে প্রাথমিকভাবে আমাদের বাঁচায়। মানুষ যেভাবে প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে কাজ করছে তাতে জোর সম্ভাবনা যে বায়ুমণ্ডলে সেই সুরক্ষাকারী স্তরটি নম্ট হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে অনেকখানি

এরপর দুইয়ের পাতায়

নববৰ্ষে আসছে ৫-জি!

ফিফথ জেনারেশন অথবা ৫ও টেলিকম সার্ভিস। দেশের বিশেষ কয়েকটি শহরে নতুন বছর থেকেই মিলবে এই ৫জি পরিষেবা।একবার দেখে নেওয়া যাক কোন্ কোন্ শহরে এই ধরনের পরিষেবার সুবিধা মিলবে? সূত্রের খবর, গুরুগ্রাম, বেঙ্গালুরু, কলকাতা, মুম্বই, চন্ডীগড়, দিল্লি, জামনগর, লখনউ, পুনে আর গান্ধীনগরে এই পরিষেবা মিলবে। সূত্রের খবর, ভারতী এয়ারটেল, রিলায়েন্স জিও, ভোডাফোন আইডিয়া ইতিমধ্যেই এই ৫জি পরিষেবার মহড়া দিয়েছে। সোমবার টেলি কমিউনিকেশন মন্ত্রক জানিয়ে দিয়েছে, দেশের মেট্রো ও বড় শহরগুলিতে এই প্রথম ৫জি পরিষেবা চালু হবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এটা একেবারে লেটেস্ট লংটার্ম ইভোলিউশন মোবাইল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক। একাধিক ডিভাইসকে এই পরিষেবার সঙ্গে সহজেই যোগ করা যাবে।তাছাড়া এই পরিষেবার স্পিড বেঙ্গালু রই, সোসাইটি ফর প্রকল্পে ফান্ডিং করছে।



এদিকে বিভিন্ন বেসরকারি টেলিকম সংস্থার পাশাপাশি সরকারও এই ৫জি পরিষেবার প্রসারে তৎপর। ৫ ও টেকনোলজির উন্নতি নিয়ে আরও গবেষণা করার উদ্যোগও নিচ্ছে একাধিক সরকারি এজেন্সি। আইআইটি বোম্বে, আইআইটি হায়দরাবাদ, আইআইটি মাদ্রাজ, আইআইটি কানপুর, ইভিয়োন ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স

ও ক্যাপিসিটি অনেকটাই বেশি। অ্যাপলায়েড মাইক্লোওয়েভ ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড রিসার্চ ও সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ইন ওয়ারলেস টেকনোলজি এই গবেষণামূলক প্রকল্পের আওতায় রয়েছে। প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে ইন্ডিজিনাস ৫জি টেস্ট বেড প্রজেক্ট। এটি শুরু হয়েছিল ২০১৮ সালে। এটি ২০২১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর শেষ হতে পারে। ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকম এই

মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন খালেদা

বিদেশে চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন না হাসিনা

মাছম বিল্লাহ, ঢাকা, ২৭ ডিসেম্বর ।। বাংলাদেশের তিনবারের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচেছ বিএনপি চেয়ার পার্সন খালেদা জিয়াকে বানোয়াট মামলায় অন্যায়ভাবে সাজা দিয়ে কারারুদ্ধ করেছে। আজকে সরকার সাময়িকভাবে তার কারা মওকুফ করে তাকে বাড়ি রাখার সুযোগ দিয়েছিল। কিন্তু তিনি আজকে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। সোমবার ঢাকায় 'মানবাধিকার ইস্যু এবং বাংলাদেশ ভাবমূর্তি' শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনায় এ মন্তব্য করেন তিনি। খালেদা জিয়ার মুক্তি ও চিকিৎসার প্রসঙ্গে তিনি

বলেন, আমরা আন্দোলন করছি। সারা দেশের বুদ্ধিজীবীরা দাবি করেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র দাবি ও আহ্বান করছে, বেগম খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসা নেওয়ার জন্য সরকারের যে বাধা, সেই বাধাটা যেন তুলে নেয়। বাধাটা কী ? সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে আইনের বিষয়। আমি মনে করি, বেগম খালেদা জিয়ার বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা নেওয়ার পথে একমাত্র বাধা হচ্ছে সরকার। আইন নয়। কারণ ৪০১ ধারায় বেগম খালেদা জিয়া আজকে যে অবস্থানে আছেন, সেখানে লেখা আছে সরকার ইচ্ছা করলে সাময়িক সাজা মওকুফ করতে পারে শর্তসহ অথবা শর্তহীন। বিএনপির শীর্ষ এই নেতা বলেন, আজকে বিএনপি চেয়ারপার্সনের স্বাস্থ্যের অবস্থা এমন যে, জনগণ ও আমাদের এত দাবির পরও একটি শর্ত উঠিয়ে দিতে পারে না। আইনের কথা বলছে।

উদ্ধার ২৮৪ কোটি, দুবাইয়ে দ'টি বাড়ি, গ্রেফতার ব্যবসায়ী কানপুর, ২৭ ডিসেম্বর।। মোট ২৮৪ কোটি নগদ টাকা। দুবাইয়ে দু'টি

বিলাসবহুল বাডি। এ ছাড়াও মম্বই, কানপর দিল্লি-সহ দেশের নানা জায়গায় সম্পত্তি রয়েছে তাঁর। ১২০ ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালানোর পর কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগে সোমবার গ্রেফতার করা হল কানপুরের সেই ব্যবসায়ী পীয়ুষ জৈনকে। সোমবারই তাঁকে আদালতে তোলা হয়। তাঁর ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজত হয়েছে। কেন্দ্রীয় আয়কর দফতর জানিয়েছে, কোনও এক জন ব্যক্তির কাছ থেকে ইতিহাসে সব চেয়ে বেশি নগদ উদ্ধার করল আয়কর দফতর। এর মধ্যে পীযুষকে নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের অভিযোগ, পীয়ুষ সমাজবাদী পার্টির ঘনিষ্ঠ। সমাজবাদী পার্টির তরফে অবশ্য পাল্টা অভিযোগ করে বলা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী যোগীর জমানায় সব ধরনের দুর্নীতি বেড়ে গিয়েছে। কংগ্রেসও নাম না করে মোদিকে দুষেছে। টুইটে লিখেছে, 'উনি বলেছিলেন ৫০ দিন দাও। ৫ বছর কেটে গিয়েছে। নোটবন্দি আসলে ছিল বিপর্যয়।' আয়কর দফতর সূত্রে খবর, নগদ ২৮৪ কোটি টাকা ছাড়াও হদিশ পাওয়া গিয়েছে দেশে-বিদেশে বহু সম্পত্তির। যার মধ্যে কানপুর এবং কনৌজ মিলিয়ে পীযুষের সাতটি সম্পত্তি রয়েছে। মুম্বইয়ে দু'টি বাড়ি, দিল্লিতে একটি এবং দুবাইয়ে দু'টি সম্পত্তি রয়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁর কাছ থেকে মিলেছে ৫০ কিলো সোনা এবং ৬০০ কিলো চন্দন কাঠ। সংবাদসংস্থা জানিয়েছে, মোট ১২০ ঘন্টা ধরে তল্লাশি চালানো হয়েছে। এর পর পীযুষকে ৫০ ঘণ্টা ধরে জেরা করা হয়েছে। তার পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তবে তল্লাশি এখনও শেষ হয়নি। গত সপ্তাহে পীযূষের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছিল। প্রথম দিন ১৫০ কোটির নোট উদ্ধার করে আয়কর বিভাগ। কানপুরের আয়কর বিভাগ যে ছবি প্রকাশ করে, তাতে দেখা যায়, আধিকারিকেরা মাটিতে নোটের স্তুপের মধ্যে বসে মেশিনের সাহায্যে টাকা গুনছেন। মোট তিনটি টাকা গোনার মেশিন এনে প্রায় দু'দিন ধরে টাকা গোনা হয়। একই সঙ্গে বিভিন্ন শহরে তাঁর সংস্থাতেও তল্লাশি করা হয়। কনৌজে তাঁর পৈতৃক বাড়িতে ১৮টি আলমারির হদিশ পান তদন্তকারীরা। সেই সঙ্গে ৫০০টি চাবির থোকাও পেয়েছেন তাঁরা। সেই চাবিগুলি দিয়ে ওই এরপর দুইয়ের পাতায়

এখানে আইনের কিছু নেই। এদিকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে নিতে তার পরিবার যে আবেদন করেছিল, তাতে মতামত দিয়েছে আইন মন্ত্ৰক। সোমবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে আইনমন্ত্ৰী আনিসুল হক এ তথ্য জানিয়েছেন। আইনমন্ত্রী বলেন, আবেদনে মতামত দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক পাঠানো হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে আবেদনটি প্রধানমন্ত্রীর দফতরে যাবে। সেখান থেকে পরে আপনারা সিদ্ধান্ত জানতে পারবেন। তবে আবেদনে কী মতামত দিয়েছেন তা তিনি বলতে রাজি হননি। গত ১৩ নভেম্বর থেকে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খালেদা জিয়া। বিএনপি ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে বার বার তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ নেওয়ার অনুমতি চেয়ে সরকারের কাছে আবেদন করেছে। তবে এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সাড়া মেলেনি কয়েকবার প্রত্যাখ্যানের পর গত ১১ নভেম্বর খালেদা জিয়ার ভাই শামীম এক্ষান্দার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে

পয়লা জানুয়ারি থেকে অনলাইনে খাবার কিনলে অত্যাধিক মূল্য

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর।। পয়লা জানুয়ারি ২০২২ সাল থেকে পণ্য ও পরিষেবা করের (জিএসটি) হারে বিভিন্ন পরিবর্তন দেখা যাবে। পোশাক, টেক্সটাইল ও পাদুকাগুলির মতো পণ্যগুলিতে ১২ শতাংশ জিএসটি দিতে হবে যা আগের ৫ শতাংশ থেকে বাড়বে। এতে সাধারণ মানুষের পকেটে বিরূপ প্রভাব পড়বে। Zomato এবং Swiggy-এর মতো ই-কমার্স অপারেটররাও তাদের মাধ্যমে সরবরাহ করা রেস্তোরা পরিষেবাগুলিতে জিএসটি দিতে দায়বদ্ধ থাকবে বলে জানা গিয়েছে। সিবিআইসি ১৮ নভেম্বর পরিবর্তনগুলি ঘোষণা করেছিল। প্রমাণস্বর প আধার কার্ড বাধ্যতামূলক। এই পদক্ষেপ, রিপোর্ট অনুযায়ী, ট্যাক্স বিরোধী ব্যবস্থা হিসাবে নেওয়া হয়েছে। আধার যাচাই না করা জিএসটি-১ এর সুবিধাকে অবরুজ করবে, যা ব্যবসাগুলিকে রিটার্ন ফাইল করার অনুমতি দেয়। যারা ট্যাক্স দেননি তাদের জিএসটিআর-১ ফাইলিং সুবিধা বন্ধ করা।১ জানুয়ারি থেকে, পাদুকা এবং টেক্সটাইল পণ্যগুলি সম্ভবত ব্যয়বহুল হবে। কারণ সেগুলি এখন ১২ শতাংশ জিএসটির আওতায় পড়বে। আগে এই হার ছিল ৫ শতাংশ। এর মধ্যে একটি ব্যতিক্রম তুলা পণ্য। তাদের জিএসটি-র পুরনো হার অব্যাহত

এরপর দুইয়ের পাতায়

১২ ওয়ার্ডে জিতেছে বিজেপি **চণ্ডীগড়, ২৭ ডিসেম্বর।।** বেড়েছে। এবার মোট ৩৫ চণ্ডীগড়ে পুরসভা ভোটে ধাকা আসনের জন্য ভোটগ্রহণ করা বিজেপির। গতবার এই পুরসভা ভোটে বিজেপি ব্যাপক সাফল্য পেয়েছিল। পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনের এই পুরভোটে লড়াই কের দুরিভ সোফল্য অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নেতৃত্বাধীন আম আদমি পার্টির (আপ)। ভোটের ফল সামনে আসার পর দেখা যায় হেরে গিয়েছেন বিজেপির মেয়র। সেইসঙ্গে কর্মী-সমর্থক ও নেতাদের প্রাক্তন ডেপুটি মেয়রেরও হার হয়েছে। চণ্ডীগড় পুরসভায় ভোট চণ্ডীগড় পুরসভা নির্বাচনে হয় ৩৫টি ওয়ার্ডে। ফলাফল ৬০ শতাংশ ভোট পড়েছিল। অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত ১৪ এবার মতাধিকার প্রয়োগ ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছে আপ। ১২ করেছিলেন মোট ৬ লক্ষ ৩৩ ওয়ার্ডে জিতেছে বিজেপি। ৮ ওয়ার্ডে জয় কংগ্রেসের। শিরোমণি অকালি দল জিতেছে ১ টি ওয়ার্ডে ৷এদিন সকাল ৯ টায় ভোট গণনা শুরু হয়। শুরু থেকেই আম আদমি পার্টি এগিয়ে থাকে। আপ এই প্রথ বার চণ্ডীগড় নগর নিগম নির্বাচনে লড়াই করল। ২০১৭-তে এই পুরসভার নির্বাচনে বিজেপি ২০,তাদের

ব্যাপক সাফল্য আপের

১৪ ওয়ার্ডে জয়ী হয়েছে আপ

হয়। চণ্ডীগড় পুরসভার নির্বাচনের ফলাফলে সস্তোষ ব্যক্ত করেছেন আপ নেতা তথা দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মণীষ সিসোদিয়া। তিনি বলেছেন, আমরা প্রথমবার চণ্ডীগড়ে লড়াই করলাম। ভোটে যে ফল হয়েছে, তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। এ জন্য সেখানকার ভোটার ও দলের ধন্যবাদ জানাচিছ। এবার হাজার ৪৭৫ জন ভোটার। গত নির্বাচনের তুলনায় ভোটের হার বেশি ছিল। এর আগের নিৰ্বাচনে ৫৯.৫ শতাংশ ভোট পড়েছিল। ওই বার চণ্ডীগড়ে ২৬ ওয়ার্ড ছিল। এবার ওয়ার্ড সংখ্যা বেড়ে ২৬ থেকে হয়েছে ৩৫। চণ্ডীগড় পুরসভার ফলাফলে স্বাভাবিকভাবেই উজ্জীবিত আপ নেতা তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তিনি বলেছেন, এই ভোটের ফলাফল পাঞ্জাবের ভোটে পরিবর্তনের ইঙ্গিত। আগামী বছর পাঞ্জাবে একটি নতুন

সরকার ক্ষমতায় আসবে।



তৎকালীন শরিক শিরোমণি

অকালি দল ১ আসনে

জিতেছিল। কংগ্রেস জিতেছিল ৫

আসনে। এবার গতবারের

তুলনায় কংখেসের আসন

দিল্লির বৃহত্তর সরকারি হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসকরা নিট মেডিক্যাল পরীক্ষার পর কাউন্সিলিং-এ বার বার বিলম্বের প্রতিবাদে সুপ্রিম কোর্টের দিকে হেঁটে যাওয়ার পথে পুলিশ তাদের মারধর করে, টেনে নিয়ে আটক করেছে বলে অভিযোগ।

মাদার টেরিজার সংস্থার সব অ্যাকাউন্ট 'ফ্রিজ'

টেরিজা প্রতিষ্ঠিত মিশনারিজ অব চ্যারিটির সব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ধ কের দেলি কেন্দ্র। সূত্রের খবর, তদন্তের কথা বলেই সবক'টি অ্যাকাউন্টের আর্থিক লেন-দেন বন্ধ করার কথা জানানো হয়েছে কেন্দ্রের তরফে। যদিও কলকাতায় মাদার হাউসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে এই খবর নিয়ে কোনও মস্তব্য করতে চাওয়া হয়নি। আনন্দবাজার অনলাইনের পক্ষে ফোন করা হলে অপর প্রান্ত থেকে বারংবার বলা হয়, ''আমরা এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না।" খবরের সত্যাসত্য জানতে চাইলেও মন্তব্য না করার কথা বলা হয়।তবে কেন্দ্রের পদক্ষেপ নিয়ে ইতিমধ্যেই টুইট করে সমালোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মিশনারিজ অব চ্যারিটির খবর সামনে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর।। মাদার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি টুইটারে বিরুদ্ধে ধর্মান্তরণ ছাড়াও হিন্দু ধর্মের লেখেন, 'বড়দিনের উৎসবের মধ্যে মাদার টেরিজার মিশনারিজ অব চ্যারিটির সব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট কেন্দ্রীয় সরকার বন্ধ করে দিয়েছে শুনে আমি বিস্মিত।' এখনও পর্যন্ত এই খবর সম্পর্কে কলকাতার মাদার হাউস কোনও মন্তব্য না করলেও মমতা টুইটারে লিখেছেন, 'মিশনারিজ অব চ্যারিটির ২২ হাজার রোগী এবং কর্মীরা খাবার এবং ওষুধ পাচ্ছেন না। আইন সবার উপরে হলেও মানবিক কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাওয়া ঠিক নয়।' কোন তদন্তের প্রয়োজনে এমন সিদ্ধান্ত তা জানা না গেলেও সম্প্রতি গুজরাটে একটি বিতর্কে জড়ায় টেরিজার সংস্থা। ধর্মান্তরণের অভিযোগে মোদির রাজ্যে মিশনারিজ অব চ্যারিটির বিরুদ্ধে এফআইআর-ও দায়ের হয়। গুজরাটের ভাদোদরা শহরে ওই সংগঠনের যে হোম রয়েছে, তার

ভাবাবেগে আঘাত করা হয় এমন কাজও ওই হোমে হয়ে থাকে বলে অভিযোগ ওঠে। তবে যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করা হয় সংগঠনের তরফে। তাদের দাবি, ওই হোমে কোনওভাবেই জোর করে কারও ধর্মান্তরণ করা হয়নি। এই অভিযোগ ওঠার পরে কলকাতায় মাদার হাউসে যোগাযোগ করা হলে আধিকারিকরা জানান, এ নিয়ে তাঁরা কিছু বলতে চান না। পাঞ্জাবের এক তরুণীকে জোর করে এক খ্রিস্টান যুবকের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে ভাডোদরার ওই হোমের বিরুদ্ধে। স্থানীয় পুলিশ কমিশনার সমশের সিংহ জানিয়েছেন, ওই অভিযোগের ভিত্তিতে আলাদা করে তদস্ত চলছে। আর জেলা সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক আধিকারিক ময়ঙ্ক ত্রিবেদীর অভিযোগ, ওই হোমে হিন্দু ধর্মের ভাবাবেগে আঘাত করা

মেয়েদের খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করা হয়ে থাকে। গুজরাটের ধর্মীয় স্বাধীনতা আইন, ২০০৩-এর আওতায় মকরপুরা থানায় এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করেছেন ময়ঙ্ক। তাঁর বক্তব্য, গত ৯ ডিসেম্বর জেলার শিশু কল্যাণ কমিটির চেয়ারম্যানের সঙ্গে ওই হোমে গিয়েছিলেন তিনি। এফআইআরে তিনি বলেছেন, সেখানে তিনি দেখেছেন হোমের মেয়েদের জোর করে খ্রিস্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থ পড়ানো হয়, তাদের গলায় ক্রস পরতে বলা হয় এবং তাদের খ্রিস্টানদের প্রার্থনায় অংশ নিতেও বলা হয়। ময়ক্ষের আরও অভিযোগ, হিন্দু মেয়েদের আমিষ খাবারও খেতে দেওয়া হয় ওই হোমে। তাঁর বক্তব্য, এ ভাবেই প্রকারান্তরে মিশনারিজ অব চ্যারিটি কর্তৃপক্ষ হোমের মেয়েদের জোর এরপর দুইয়ের পাতায়

বাড়ছে, কেমন মাস্ক পরবেন এই সময়ে

ওমিক্রন সংক্রমণের হার দ্রুত বাড়ছে। এর থেকে বাঁচার উপায় কী? কেউই সঠিক ভাবে এর উত্তর দিতে পারছেন না। তবে বিজ্ঞানী থেকে চিকিৎসক সকলেই আগের মতোই জোর দিচ্ছেন মাস্ক পরায়। প্রাধনমন্ত্রীও হালে মাস্ক পরার বিষয়ে সকলকে সচেতন হতে বলেছেন। ওমিক্রন সংক্রমণ আটকানোর জন্য মাস্ক যে অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠছে, তা স্পষ্ট টের পাওয়া যাচ্ছে সকলের কথা থেকেই। কিন্তু করোনার অন্য রূপ এবং ওমিক্রনের মধ্যে অনেক

ফারাক রয়েছে সেটাও পরিষ্কার। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠছে, আগের মাস্কই এখন কাজ করবে ? নাকি বর্তমান পরিস্থিতিতে অন্য কোনও ধরনের মাস্ক দরকার ? নাকি পুরনো মাস্ককেই আরও একটু জোরদার করে নেওয়া সম্ভব? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা? চিকিৎসকরা বলছেন, এই পরিস্থিতিতে এন-৯৫ এবং এফএফপি-২ মাস্ক সবচেয়ে ভালো। সার্জিক্যাল মাস্কও খারাপ নয়। তবে সেক্ষেত্রে দুটো মাস্ক একসঙ্গে পরতে পারলে ভালো হয়। কাপড়ের



মাস্কও অনেকে ব্যবহার করেন। সেই পুরনো মাস্ক ফেলে দিয়ে রাতারাতি

এন-৯৫ এবং এফএফপি-২ মাস্ক কিনতে হবে না। সেক্ষেত্রে বরং দুটো কাপড়ের মাস্ক একসঙ্গে পরুন। একটা কাপড়ের মাস্কের সঙ্গে একটা সার্জিক্যাল মাস্ক পরুন। তবে মাস্কের গুণমানের চেয়ে চিকিৎসক এবং বিজ্ঞানীরা বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন, মাস্ক কীভাবে পরতে হবে, তার ওপর। এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখার কথা বলছেন তাঁরা: খোলা এবং পরার সময়ে মাস্কের দড়ি দুটো ধরুন। মাঝে হাত দেবেন না। ওমিক্রন অত্যন্ত দ্রুত ছড়ায়। অল্পেই সংক্রমণ ছড়াতে পারে। প্রতি বার ব্যবহারের পরেই মাস্ক ধুয়ে নিন।

সার্জিক্যাল মাস্ক ফেলে দিন। এন-৯৫ এবং এফএফপি-২ মাস্ক ব্যবহার হয়ে গেলে ফেলে দেওয়ার আগে সেগুলো ছিঁড়ে বা কেটে ফেলুন। না হলে সেণ্ডলো আবার কেউ ব্যবহার করতে পারেন। মাস্কে স্যানিটাইজার লাগাবেন না। অন্যের মাস্ক ব্যবহার

প্রতি বার ব্যবহারের পরেই

করবেন না। যত দিন না ওমিক্রনকে আটকানো যাচ্ছে, তত দিন পর্যন্ত এই নিয়মগুলোই মেনে চলার নির্দেশ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা।

ক্যারাটে-তে

সাফল্য পেলো

বিপ্রজিৎ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ চতুর্থ

শটকান আন্তর্জাতিক ক্যারাটে

প্রতিযোগিতায় অনুধর্ব ৮ বিভাগে

১টি স্বর্ণ এবং ১টি ব্রোঞ্জপদক দখল

করে রাজ্যের বিপ্রজিৎ দাস। দুই

দিনব্যাপী আসর হয় রাজস্থানের

উদয়পুরে। মোট ১৪টি দেশের

খেলোয়াড়রা এতে অংশগ্রহণ করে।

পূর্বোত্তরের একমাত্র বিপ্রজিৎ-ই

এতে সুযোগ পায়। ফাইটে স্বর্ণ এবং

কাতাতে ৱোঞ্জপদক পায়

বিপ্ৰজিৎ। ২০২০-এ মুম্বাইয়ে

একটি আন্তর্জাতিক আসরে

অংশগ্রহণ করেও স্বর্ণপদক

পেয়েছিল বিপ্রজিৎ। আরও

একবার আন্তর্জাতিক আসরে

সাফল্য পেলো। স্বভাবতই খুশি

দীপ-র শতরানে

জয়ী মডান

রাজ্যের ক্রীড়া মহল।



আধুনিক ক্রিকেট মাঠ ডানা মেলছে

দীর্ঘদিন পর প্রথম ডিভিশনে ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ এক-দুই বছর নয়, প্রায় ৩৫ বছর পর ফের প্রথম ডিভিশনে উঠলো ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন। শহরের ফুটবল ইতিহাসে বেশ বড় জায়গা দখল করে আছে এই ক্লাব। শহরে ফুটবল সংস্কৃতি তৈরিতেও এই ক্লাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সেই ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন একটা সময় তার রমরমা হারিয়ে ফেলেছিল। প্রথম দিকে টিএফএ পরিচালিত একটি লিগ হতো। যখন থেকে ডিভিশন প্রথা চালু হলো তারপর থেকেই তাদের রমরমা হারিয়ে গিয়েছিল। এরপর শুরু হলো প্রথম ডিভিশনে উঠার চেস্টা। মাঝে তৃতীয় ডিভিশনেও নেমে যেতে হয়েছিল। কিছু পুরাতন ফুটবল পাগল ব্যক্তি কখনই ময়দান থেকে ক্লাবকে সরে যেতে দেয়নি। ধনী ক্লাব নয়, তারপরও নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী প্রত্যেক বছরই দল গঠন করে এসেছে। তারই ফল পেলো এবার। যদিও নিশ্চিত নয় তবু অধিকাংশ ফুটবল বিশেষজ্ঞরা স্মৃতি মস্থন করে

৮১ রানে

অলআউট

অনূধর্ব ১৯ দল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ ব্যাটিং

ব্যর্থতার ধারা অব্যাহত রইলো।

কোচবিহার ট্রফির শেষ ম্যাচে

উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে অনুধর্ব ১৯

দলের প্রথম ইনিংস শেষ হলো মাত্র

৮১ রানে। অর্থাৎ প্রথম দিনেই স্পষ্ট

হয়ে গেলো যে, আরও একটি

পরাজয় স্রেফ সময়ের অপেক্ষা।

গোটা আসর জুড়ে ব্যাটসম্যানরা

ভয়ঙ্কর ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে।

এরই মাঝে কিছুটা ধারাবাহিক

দলনায়ক আনন্দ ভৌমিক। আনন্দ

কিছুটা রান পেলে দল অস্তত

১৫০-র কাছাকাছি রান করতে

পারে। কিন্তু এই ব্যাটসম্যানটি ব্যর্থ

হলে দলের হাল কি হতে পারে

সেটাই এদিন দিল্লির অরুণ জেটলি

স্টেডিয়ামে বোঝা গেলো। প্রথম

বড় জয় পেলো

ডিসিসিসি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ অনুধর্ব ১৪ ক্রিকেটে বড় জয় পেলো ধর্মনগর ক্রিকেট কোচিং সেন্টার (এ)। তারা ২০২ রানে পরাস্ত করলো নবরূপ সংঘ-কে। বিবিআই

মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে টসে জিতে

ডিসিসিসি ৪০ ওভারে ৭ উইকেট

হারিয়ে ২৪২ রান করে। দলের হয়ে

বাইথাং রিয়াং ৮৯, রোহন মজুমদার

৪১ এবং জ্যাক মালাকার ৩৯ রান

কবে। নবকাপ সংঘ-ব হযে বসন

শতনামি ২টি উইকেট নেয়। জবাবে

ব্যাট করতে নেমে নবরূপ সংঘ মাত্র

৪০ রান করতে সক্ষম হয়।

বিসিসিসি-র হয়ে তমাল পাল ৯ রানে

৪টি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া

জ্যাক মালাকার ও বাইথাং রিয়াং নেয়

২টি করে উইকেট। ম্যাচের সেরা

ক্রিকেটার হয়েছে বাইথাং রিয়াং।

●এরপর দুইয়ের পাতায়

বলেই আউট হয়ে ফিরে যায়



বলেছেন যে, প্রায় ৩৫ বছর পর ফের প্রথম ডিভিশনে উঠলো এই ক্লাবটি। অনেকেই বলছেন যে, ১৯৮৬ সালে শেষবার প্রথম ডিভিশনে খেলেছিল। ওই ফুটবল পাগল ব্যক্তিদের স্বপ্ন অবশেষে সফল হলো। সোমবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন এবং মৌচাক ক্লাব মুখোমুখি হয়। ম্যাচ ড্র করলেই খেতাব চলে

ডিসেম্বর ঃ নামে যুব উৎসব

হলেও বাস্তবে যুব উৎসবের

আমেজ উপভোগ করতে

পারেনি দক্ষিণ জেলার মানুষ।

এককথায় ফ্লপ শো-তে পরিণত

হয়েছে যুব উৎসব। জেলা ক্রীড়া

অপদার্থতার কারণে জেলা

প্রতিভাবান যুবক-যুবতিরা তাদের

দক্ষতার প্রদর্শন করতে পারলো

না। দক্ষিণ জেলাভিত্তিক যুব

সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। সোমবার

যুবকল্যাণ দফতরের

আসতো মৌচাক ক্লাবের ঘরে। অন্যদিকে, ফ্রেণ্ডস ইউনিয়নের কাছে ছিল ডু-অর-ডাই ম্যাচ। অর্থাৎ জিততেই হবে। এই পরিস্থিতিতে বাজিমাত করলো ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন-ই। দুই সেরা দলই শেষ লড়াইয়ে টিকে গিয়েছিল। দুর্ভাগ্য মৌচাক ক্লাবের। এদিন পরাজয়ের ফলে সুবিধা হয়ে যায় নবোদয় সংঘ-র। কেশব সংঘ-র বিরুদ্ধে

ফ্লুপ শো-তে পরিণত যুব

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া ছিল দর্শক আসন। যা দেখে

ওয়াকওভার পাওয়ার পর এদিন ●এরপর দুইয়ের পাতায়

কম হওয়ার মূল কারণ হলো,

ঠিকভাবে প্রচার করতে ব্যর্থ

জেলার ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ

দফতর। দফতরের গাফিলতির

পাশাপাশি অসাংস্কৃতিক ব্যক্তিদের

দ্বারা বিলোনিয়ার সাংস্কৃতিক জগৎ

পরিচালিত হওয়াও এর অন্যতম

কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

থেকে ১১টি ইভেন্টে মাত্র ১০৫

কল্যাণ সমিতি-কেও হারিয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করে নিলো। মৌচাক পায় তৃতীয় স্থান। এদিন উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ম্যাচের ৬১ মিনিটে ফ্রেণ্ডস ইউনিয়নের হয়ে জয়সূচক গোলটি করে সালকাহাম জমাতিয়া। ম্যাচটি বেশ উপভোগ্য হয়। আগের ম্যাচগুলিতে অঙ্ক কষে

> প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি. আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ দীপ দে-র বিস্ফোরক শতরানের সৌজন্যে সহজ জয় পেলো মডার্ন সিএ। টিসিএ পরিচালিত সদর অনুর্ধর্ব ১৪ ক্রিকেটে সোমবার তারা ১৪৭ রানে হারালো জুটমিল-কে। টানা দ্বিতীয় শতরান করলো দীপ। মূলতঃ তার দূরস্ত ব্যাটিং-ই মডার্ন-র জয়ের রাস্তা মসূণ করে দেয়। প্রথমে বাট করতে নেমে ৪০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ২৪০ রান করে মডার্ন। মাত্র ৭৮ বলে ১১৪ রান ●এরপর দুইয়ের পাতায়

লড়াই করে

জিতলো জিবি প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ সদর অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে লড়াই করে জিতলো জিবি পিসি। নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে জিবি পিসি ৮ রানে পরাস্ত করলো কর্ণেল সিসি-কে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সমরাংশু পাল-র ৭৮ রানের সৌজন্যে ৪০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৬৯ রান করে জিবি। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ১৬১ রানে থেমে যায় কর্ণেল সিসি-র ইনিংস। অক্রে রায় ভৌমিক ৫৩ রান করে। জিবি পিসি-র হয়ে উদয়ন পাল এবং সমরাংশু পাল ২টি করে উইকেট নেয়।

ধর্মনগর, ২৭ ডিসেম্বরঃ ধর্মনগরের এর পর আর কাজ এগোয়নি। ক্রিকেটপ্রেমীদের স্বপ্ন সত্যি হওয়ার পথে। তাদের দীর্ঘদিনের আশা পূরণ হতে চলেছে। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী মাসেই উদ্বোধন হতে চলেছে একটি অত্যাধুনিক ক্রিকেট মাঠের। দীর্ঘ রাজনৈতিক টানাপোড়েনের পর অবশেষ এই

অবশেষে সাত বছর পর অর্থাৎ ২০১২ সালে বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে এই মাঠে একটি ক্লাব হাউস তৈরি হয়েছিল। বেশ ঘটা করে তার উদ্বোধনও হয়েছিল। বলা হয়েছিল, খুব দ্ৰুতই এই মাঠের কাজ শেষ হবে। যদিও মাঠ ডানা মেলার পথে। রাজ্যের

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, জন্য জমি বরাদ করেছিল। কিন্তু দত্ত-কে। তাকে টিসিএ-র অ্যাপেক্স কাউন্সিলের সদস্যও করা হয়। তিনিই উদ্যোগ নিয়ে টিসিএ-র সভাপতি মানিক সাহা এবং যুগ্মসচিব কিশোর দাস-র সহায়তায় পুনরায় এই মাঠ গড়ে তোলার কাজে হাত লাগান। তাদের মিলিত চেষ্টার ফলে আজ ডানা মেলছে এই অপূর্ব সুন্দর ক্রিকেট মাঠ। বন্ধ যেখানে কাজ শেষ হয়েছিল হয়েছে অর্থ নয়-ছয়। ফলে



সেখানেই পড়েছিল দীর্ঘদিন। ক্লাব ক্রিকেটে ধর্মনগর বেশ উন্নতি হাউস দখল করে নেয় করেছে। তবে সমস্যা হলো, এখানে ক্রিকেটিয় পরিকাঠামো অত্যন্ত নিম্নমানের। সেই অর্থে একটি আদর্শ ক্রিকেট মাঠ নেই। যেসব মাঠে ক্রিকেট হয় সেগুলি শুধু ক্রিকেটের জন্য নয়, সার্বজনীন মাঠ। ২০০৭ সালে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার বেশ ঘটা করে ধর্মনগরে একটি ক্রিকেট মাঠের

নিশিকুটুম্বরা। তাদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয় ক্লাব হাউসটি। ক্লাব হাউসের চতুর্দিক জঙ্গলে পরিণত হয়। জন্তু-জানোয়ারের বাসস্থান হয়ে উঠে। অবশেষে ২০১৯-এ ধর্মনগর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কমিটি গঠিত হয়। কমিটিতে স্থান দেওয়া হয় মহকুমার গর্ব বাবলু

দিবারাত্রি চলছে কাজ। মাঠে মোট ৭টি পিচ তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া তৈরি হয়েছে তিনটি অনুশীলনের পিচ। খুব সম্ভবত জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে টিসিএ এই মাঠটি ধর্মনগর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের হাতে তুলে দেবে। ধর্মনগরের ক্রিকেট নিঃ সন্দেহে অনেক এগিয়ে যাবে এই মাঠটি তৈরি হলে।

বিলোনিয়ায় খুদেদের ক্রিকেটে জয়ী বিজিইএমএস, সাড়াসীমা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, গ্রাউভে অনুষ্ঠিত অপর ম্যাচে আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ সাড়াসীমা স্কুল উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে বিলোনিয়ায় অনুধর্ব ১৪ ক্রিকেটে ১ উইকেটে পরাস্ত করে আর্য্য কলোনি সোমবার দুইটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। স্কুলকে। টসে জিতে সাড়াসীমা বিজিইএমএস এবং সাড়াসীমা স্কুল প্রথমে আর্য্য কলোনিকে ব্যাট করার জয়ী হয়েছে। বিদ্যাপীঠ মাঠে অনুষ্ঠিত আমন্ত্রণ জানায়। ২৮ ওভারে ম্যাচে টসে জিতে বিজিইএমএস সবকয়টি উইকেট হারিয়ে আর্য্য প্রথমে আমজাদনগর স্কুলকে ব্যাট কলোনি করে ৭৮ রান। সর্বোচ্চ করার আমন্ত্রণ জানায়। তবে ২৩ রান করে জয় বিশ্বাস। আমজাদনগরের ব্যাটসম্যানরা সাড়াসীমা-র হয়ে সাজ্জাত মোটেই সুবিধা করতে পারেনি। হোসেন মজুমদার ৩টি উইকেট ২৪.১ ওভারে ৪৬ রানে শেষ হয় তাদের ইনিংস। বিজিইএমএস-র হয়ে দীপজয় রায় ৪ রানে ৪টি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া শুভম দাস, সন্দীপন চক্রবর্তী, মানিক সরকার নেয় ২টি উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে বিজিইএমএস ১৪ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে জয় তুলে নেয়। ৫

তুলে নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সাড়াসীমা ২৭.৩ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। কবীর মিঞা ২৩ রানে অপরাজিত থাকে। বিজিত দলের হয়ে রক্তিম সাহা ৩টি উইকেট তুলে নেয়। আরও খেলার খবর ৩-এর

রঞ্জি ট্রফির শিবিরে ২৫ ক্রিকেটার

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ আসর রঞ্জি ট্রফির লক্ষ্যে প্রাথমিক শিবিরে ২৫ জন ক্রিকেটারকে ডাকা হয়েছে। নির্বাচিত ক্রিকেটাররা আগামী ২৯ ডিসেম্বর থেকে ব্যাঙ্গালুরুতে অনুশীলন করবে। আগামীকাল দল ব্যাঙ্গালুরু উড়ে যাবে। নির্বাচিত ক্রিকেটাররা হলো---কেবি পবন, রজত দে, বিক্রম কুমার দাস, বিশাল ঘোষ, সম্রাট সিংহ, সমিত গোয়েল, রাহিল শাহ, মণিশংকর মুড়াসিং, শুভম ঘোষ, অমিত আলি, অজয় সরকার, সৌরভ দাস, চিরঞ্জিত পাল, জয়দীপ বণিক, সঞ্জয় মজুমদার, রানা দত্ত, শংকর পাল, আশিস কুমার যাদব, নিরুপম সেন, সুভাষ চক্রবর্তী, দৈপায়ন ভট্টাচার্য, অভিজিৎ চক্রবর্তী, পল্লব দাস, নিরুপম সেন ●এরপর দুইয়ের পাতায়

উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ফাঁকা জেলাভিত্তিক উৎসব রীতিমত এককথায় একটা ফ্লপ শো। আন্তর্জাতিক যোগায় সাফল্য পেলো আসরফ

প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৭ উদ্বেগ প্রকাশ করেন অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা এতটা

বিলোনিয়া পুর পরিষদের

চেয়ারম্যান। এদিন দুপুরে যুব

উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা

করেন পুর পরিষদের চেয়ারম্যান

নিখিল গোপ। এছাড়া ছিলেন

জেলার ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ

দফতরের আধিকারিক রীতেশ

শীল, ঋষ্যমুখ পঞ্চায়েত সমিতির

ত্রীড়া বিষয়ক কমিটির

উৎসব হলেও অংশগ্রহণকারীদের সভাপতি স্বপ্না মজুমদার সহ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে।

বিলোনিয়া টাউন হলে এই যুব উৎসব ব্যর্থ হয়েছে। আর এদিন দক্ষিণ জেলার যুব উৎসব

চেয়ারম্যান বকুল রানি দেবনাথ, বিলোনিয়া, সাব্রুম এবং

জেলা পরিষদের সাংস্কৃতিক ও শাস্তিরবাজার এই তিন মহকুমা

অন্যান্যরা। মহকুমাভিত্তিক যুব এই পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট যে,



প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি. কৈলাসহর, ২৭ ডিসেম্বর ঃ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক যোগা প্রতিযোগিতার এক্সবেটিক বিভাগে প্রথম স্থান পেলো কৈলাসহরের ২৬ বছরের আসরফ আলি ও ২১ বছরের তাহিরা আহমেদ। একই সাথে রিদমিক যোগায় ১৫ ঊর্ধ্ব বিভাগে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে তাহিরা ও ততীয় স্থান পেয়েছে আগরতলার শোলাঙ্কি

বর্ণিক।গত ১০ ডিসেম্বর প্রতিযোগিতার ফল ঘোষণা হয়। কলকাতায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়। ১৯ নভেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর অনলাইন যোগায় অংশ নেয় এই প্রতিযোগীরা। এই অনলাইন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারত সহ ১৫টি দেশের ১২০০ প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। এক্সবেটিক যোগায় অংশ নেয় কৈলাসহরের আসরফ সহ আরও ৫ জন। সোমবার সন্ধ্যায়

কৈলাসহর প্রেস ক্লাবে আসরফ সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তার সাফল্যের তথ্য তুলে ধরেন। প্রতিটি মানুষের সস্বাস্থ্য ও শরীর সতেজ রাখার জন্য যোগার প্রয়োজন রয়েছে। শরীর খারাপ হলে প্রথমে ওষ্ধের কথা মনে আসে। কিন্তু নিয়মিত যোগার অভ্যাস থাকলে যোগাতেই সমস্ত রোগের নিরাময় সম্ভব বলে জানিয়েছেন আসরফ।

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ ঘরোয়া আসরগুলি পরিচালনায় অক্ষম

টিসিএ। ক্রিকেটপ্রেমীদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেট শুরু করেছে টিসিএ। যা টিসিএ-র ইতিহাসে নজিরবিহীন ঘটনা। মহিলা ক্রিকেটের নামে যা শুরু হয়েছে সেটা আরও বড় মাপের নজিরবিহীন ঘটনা হবে বলে আশঙ্কা। রাজ্যে মহিলা ক্রিকেটের চৰ্চা মূলতঃ হাতে-গোনা কয়েকটি মহকুমায় সীমাবদ্ধ। সেই অর্থে সদর ছাড়া অন্য কোন মহকুমায় সারা বছর মহিলা ক্রিকেটারদের অনুশীলনেরও কোন ব্যবস্থা নেই। কোচ, ফিজিও বা ট্রেনার কোন কিছুই নেই। মূলতঃ ক্রিকেট মরশুম এলে বাড়ি বাড়ি ঘুরে মেয়েদের অনুরোধ করে ক্রিকেট মাঠে নিয়ে আসা হয়। চার-পাঁচ দিন অনুশীলন করিয়ে তাদের মাঠে নামিয়ে দেওয়া হয়। সোমবার থেকে এমবিবি এবং পিটিএজি-তে মহিলাদের আমন্ত্ৰণমূলক টুয়েন্টি-২০ ক্রিকেট শুরু হয়েছে। শুরুতেই রাজ্যের মহিলা ক্রিকেটের দৈন্যদশা আরও একবার প্রকট হলো। রাজ্য জুড়ে মহিলা ক্রিকেটের প্রসারে কিংবা প্রতিভা তুলে আনার ক্ষেত্রে কোন ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করা হয়নি। অথচ নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেটে এমন সব মেয়েদের নামিয়ে দেওয়া হলো যারা এখনও খেলাটাই শিখতে পারেনি। ফলে প্রথম দিনেই বোঝা যাচেছ, এই আসর কতটা প্রহসনমূলক হবে। পিটিএজি-তে একটি ম্যাচে মুখোমুখি হয় খোয়াই এবং আগরতলা কোচিং সেন্টার। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২০ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে ২৭৯ রান করে খোয়াই। অনামিকা দাস ৭০

তাদের স্কোর কার্ডের দিকে চোখ উইকেটে ৭৪। বনশ্রী সরকার ৪২ রাখলে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। পুরো ২০ ওভার ব্যাটিং করে তাদের সংগ্রহ ১৩ রান। ২৬৬ রানে ম্যাচটি জিতে নেয় খোয়াই। পিটিএজি-তে অপর একটি ম্যাচে ক্রিকেট অনুরাগী ৯৬ রানে হারায় বিলোনিয়াকে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে অনুরাগী ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৭০ রান করে। ঝুমকি দেবনাথ ৮৪ এবং তানিশা দাস ২৯ রান করে। জবাবে

উইকেটে জয় পায় তারা। বিজিত

দলের হয়ে সাজ্জাদ হোসেন ৪টি

উইকেট পায়। অন্যদিকে, এনবি

একবার ১৩-র মতো বিপর্যয়ের মুখে পড়ে জুটমিল। ক্রিকেট ময়দানে পদার্পণের ম্যাচে বেশ সহজ জয় তুলে নিলো এগিয়ে চল সংঘ। প্রতিপক্ষ জুটমিল যে এত দুর্বল সেটা তাদের জানা ছিল না। ফলে সহজ জয় পেয়ে পা রাখতে সক্ষম হলো এগিয়ে চল সংঘ। জুটমিল প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ১৫.২ ওভারে বিলোনিয়া ২০ ওভারে করে ৬ মাত্র ১৩ রান করে। এরপর এগিয়ে

এনএসআরসিসি-তে চলছে

অর্থ লুটের রাজত্ব ঃ অভিযোগ

চল সংঘ ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের রান করে। এমবিবি-তে আরও লক্ষ্যে পৌছে যায়। এমবিবি-তে অপর একটি ম্যাচে অবশ্য শান্তিরবাজার এবং চাম্পামুড়ার মধ্যে কিছুটা লড়াই হলো। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শান্তিরবাজার ৯১ রান করে। সুপ্রিয়া দাস ২৮ এবং প্রিয়াক্ষা নোয়াতিয়া ২২ রান করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ইন্দ্ররানি জমাতিয়া-র ৫৮ রানের সুবাদে ১ উইকেট হারিয়ে জয় তুলে নেয় চাম্পামুড়া।

মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধ সত্ত্বেও কোন জেলায় নতুন ক্রিকেট মাঠ হয়নি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, যাবে তেমনি রাজ্যে ক্রিকেটে এক প্রশ্ন অন্য জায়গায়। বর্তমান সময়ে বলেছিলেন যে, তিনশো কোটি আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ বাম আমলের বহু চর্চিত এবং বিতর্কিত নরসিংগড়স্থিত ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের নির্মীয়মাণ ক্রিকেট স্টেডিয়াম নিয়ে কি কোন বড় ধরনের আর্থিক অনিয়মের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে ? জানা গেছে, ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনের আগে ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে তড়িঘড়ি নরসিংগড় টিআইটি মাঠে টিসিএ-র প্রায় তিনশো কোটি টাকার ক্রিকেট স্টেডিয়ামের শিলান্যাস করা হয়। অভিযোগ, ভোটের প্রচারের জন্যই বিতর্কিত ক্রিকেট স্টেডিয়ামের কাজ শুরু করা হয়। পরে সরকার বদলের পর প্রশাসক এবং প্রশাসক কমিটি ক্রিকেট স্টেডিয়ামের দিকে যাননি কেননা তাদের মনে হয়েছে, এক স্টেডিয়ামের জন্য যদি তিনশো কোটি টাকা খরচ করা হয় তাহলে টিসিএ-র তহবিল যেমন ফাঁকা হয়ে

প্রকার অন্ধকার নেমে আসবে। জানা গেছে, ২০১৯ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর টিসিএ-র বর্তমান কমিটি ক্ষমতায় আসার পরই নাকি স্টেডিয়াম নিয়ে অন্য খেলা শুরু। প্রথম বছর ২৫ কোটি এবং এই বছর ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয় স্টেডিয়ামের জন্য। শোনা যাচ্ছে, এই ৭৫ কোটি টাকার অতিরিক্ত আরও টাকা নাকি বরাদ্দ করার পরিকল্পনা হচ্ছে। যেহেতু বর্তমান কমিটির মেয়াদ আর মাত্র ৯ মাস তাই আগামী অর্থ বছরে স্টেডিয়ামের জন্য অতিরিক্ত একশো কোটি টাকা বরাদ্দ করে তা ঠিকাদার কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়ার নাকি পরিকল্পনা রয়েছে। জানা গেছে, যদি ১৭৫ কোটি টাকা তিন বছরের এই কমিটি টিসিএ থেকে এক স্টেডিয়ামের নামে বের করে নিতে পারে তাহলে এতে

ক্রিকেট মাঠের ভীষণ অভাব। টাকা খরচ করে একটি ক্রিকেট যেখানে টিসিএ-র অবিলম্বে মাঠ দরকার সেখানে কি না শত কোটি টাকার পরিকল্পনা। এছাড়া দুই সিজন ধরে ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ। তিন সিজন ধরে রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র ক্রিকেট বন্ধ। টাকার অভাবে ক্লাব ও মহকুমাগুলি ভুগছে। কিন্তু এখানে টিসিএ-র কোন ভূমিকা না থাকলেও টিআইটি মাঠের স্টেডিয়ামের নামে নাকি নতুন করে একশো কোটি টাকা বরাদ্দ করার কথা হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে, ত্রিপুরার মতো একটা রাজ্যে ৩০০ কোটি টাকা খরচ করে তাও ক্রিকেটের টাকা এখনই স্টেডিয়াম কতটা দরকার ? যেখানে তিনশো কোটি টাকায় ৩০টি ক্রিকেট মাঠ এরাজ্যে হতে পারে। ত্রিপুরায় এখন দরকার একাধিক ক্রিকেট মাঠ। দুই বছর আগে টিসিএ-র বার্ষিক পুরস্কার

স্টেডিয়াম গড়ার চেয়ে প্রতিটি জেলায় একটি করে মিনি ক্রিকেট স্টেডিয়াম করা বেশি প্রয়োজন। কিন্তু টিসিএ আগরতলায় নতুন ক্রিকেট মাঠ তৈরি তো দুরের কথা পুরোনো মাঠগুলি নম্ট হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধ সত্ত্বেও গত দুই বছরে একটি জেলাতেও কোন মিনি ক্রিকেট স্টেডিয়াম তৈরি বা তার জন্য জমি খোঁজার কাজ পর্যস্ত করেনি টিসিএ। অভিযোগ, শাসক দলের কয়েকজন এবং টিসিএ-র কয়েকজনের নজর পড়ে আছে একমাত্র টিআইটি মাঠের স্টেডিয়ামের দিকে। কয়েকশো কোটি টাকার কাজ বলে কথা। তবে ঘটনা হচ্ছে, এই এক স্টেডিয়াম করতে গিয়ে কিন্তু টিসিএ-র তহবিল যেমন ফাঁকা হবে তেমনি রাজ্য ক্রিকেটে পুরোপুরি

আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর ঃ রাজ্য যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের টাকায় তৈরি এবং রাজ্য ক্রীড়া পর্যদের অধীনে থাকা এনএসআরসিসি-র বিভিন্ন সরকারি সম্পত্তি এবং হোস্টেল ভাড়া দিয়ে যে টাকা সরকারি কোষাগারে জমা পড়ে সেই টাকার পরিমাণ নিয়ে রীতিমত সন্দেহ এবং বড় ধরনের আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ উঠছে। জানা গেছে, এনএসআরসিসি-র জিমন্যাসিয়াম সহ বিভিন্ন হল, ইডোর স্টেডিয়াম এবং হোস্টেলের ক্ষেত্রে কত টাকা ভাড়া তা ক্রীড়া দফতর থেকে ধার্য্য করা আছে। যদিও এই সমস্ত সরকারি সম্পত্তির পরিচালনায় রাজ্য ক্রীড়া পর্যদ। এনএসআরসিসি থেকে যা আয় হয় তা অবশ্য ক্রীড়া পর্যদের সরকারি তহবিলে জমা পড়ে। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, রাজ্যে সরকার বদলের পর

এনএসআরসিসি-র সরকারি

সম্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি হলেও

ক্রীড়া পর্যদের তহবিলে নাকি সেই

পরিমাণ টাকা ভাড়া জমা পড়ছে

অনুষ্ঠান হয়। পাশাপাশি এনএসআরসিসি-র হোস্টেলে আবাসিকদের ভিড়। কিন্তু ক্রীড়া পর্ষদ সূত্রে যা খবর তাতে নাকি ভাড়া বাবদ তেমন টাকা ক্রীড়া পর্যদে জমা পড়ছে না। অভিযোগ, গত কয়েক নাকি ধরেই এনএসআরসিসি-র ভাড়া বাবদ টাকা সেভাবে ক্রীড়া পর্যদে জমা পড়ছে না। তেমনি হোস্টেলের ভাড়া। ক্রীড়া মহলের দাবি, প্রতি মাসে কয়েক লক্ষ টাকা বাস্তবে টাকার পরিমাণ নাকি কম। এখানেই ক্রীড়া মহলের সন্দেহ যে, ক্রীড়া পর্যদের তহবিলে টাকা জমা না দিয়ে হয়তো কোন একটা চক্র ওই টাকা গায়েব করে দিচ্ছে। কয়েকজন ক্রীড়া সংগঠক বলেন, তারা যখন বিভিন্ন খেলার জন্য এনএসআরসিসি ব্যবহারের জন্য আবেদন করেন তখন তাদের ভাড়া বাবদ মোটা টাকার কথা বলা হয়। অনেক সময় প্রয়োজনীয় টাকা দিয়েই হল ভাড়া বা হোস্টেল ভাড়া নিতে হয়। কিন্তু তারপরও তাদের কাছে খবর হলো

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, এনএসআরসিসি-তে এখন নানা টাকাই জমা পড়ে না। অভিযোগ, অনেক সময় নাকি রাতে বাইরের লোকজন এনএসআরসিসি-তে থাকেন বা এনএসআরসিসি ব্যবহার করেন। কিন্তু কাগজপত্রে নাকি তাদের কোন কিছু থাকে না। সুতরাং এখানে বড় ধরনের আর্থিক দুর্নীতি হতে পারে। সন্ধ্যার পর নাকি এনএসআরসিসি-তে অনেক সময় আসরও বসে। এতে ক্রীড়া পর্ষদ এবং ক্রীড়া দফতরের কেউ কেউ যুক্ত থাকেন। এছাড়া অভিযোগ, এনএসআরসিসি-র জিমন্যাস্টিক্স এবং ইন্ডোর হলের রুম ব্যবহার করে কেউ কেউ নাকি কখনও জন্মদিন, কখনও বিবাহবার্ষিকী-র অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে নাকি কোন ভাড়া দেওয়া হয় না। ক্রীড়া পর্যদের এক কর্তার মৌখিক অনুমতিই নাকি যথেষ্ট। তবে ক্রীড়া মহলের দাবি, রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী তথা ক্রীড়া পর্যদের চেয়ারম্যানের উচিত গত ৩-৪ বছরের এনএসআরসিসি-র ভাড়া সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র এবং রেজিস্টার যাচাই করে পুরো ঘটনার সঠিক সরকারি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া।

নামে আগরতলা কোচিং সেন্টার। না। ক্রীড়া মহলের দাবি, প্রতিদিনই যে, ক্রীড়া পর্যদে নাকি অনেক অনেকেই লাভবান হতে পারে।তবে বিতরণী অনুষ্ঠানেও মুখ্যমন্ত্রী অন্ধকার নেমে আসতে পারে। স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় টৌধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মোলারমাঠ, আগরতলা, ব্রিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ব্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। ফোন ঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৫ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১

বলে ১০২ রান করে। অন্যদিকে,

প্রিয়া সূত্রধর ৭২ এবং দেবাদৃতা দেব

৫০ রান করে। জবাবে ব্যাট করতে

© 9436940366 Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

সহপাঠীকে

ধর্ষণের

অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।।

সহপাঠীকে অন্তসত্ত্বা করে পালালো

যুবক। এই ঘটনায় সহপাঠীর বিরুদ্ধে

মামলা করলেন অন্তঃসত্ত্বা একাদশ

শ্রেণির ছাত্রী। ৮ মাসের অন্তঃসত্তা

ছাত্রীটি সোমবার সাব্রুম থানায় গিয়ে

মামলাটি করেছেন। অভিযুক্তের

নাম জোসেফ ত্রিপুরা। তার বাডি

সাব্রুমের বিষ্ণুপুর বীরেন্দ্র রোয়াজা

পাড়ায়। ১৯ বছরের জোসেফ

এলাকার একটি স্কুলে একাদশ

শ্রেণিতে পাঠরত। তার সঙ্গেই

অভিযোগকারিণী ছাত্রীও পড়াশোনা

করে। এই ছাত্রী সোমবার থানায়

গিয়ে জানান, স্কলে পডাশোনার

মধ্যেই জোসেফ তাকে ধর্ষণ করে।

পরবর্তী সময়ে বিয়ে করার

প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে আরও বেশ

কয়েকবার ধর্ষণ করে। এই কারণে

সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। বর্তমানে

সে ৮ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। কিন্তু

জোসেফ বিয়ে করতে রাজি নয়। সে

বলেছে তার নামে মামলা করতে।

সাইকেলের

চাকায় পা ঢুকে

আহত শিশু

এরপর দুইয়ের পাতায়

শ্যাম সুন্দরের শুভ বিবাহ উৎসব



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৭ **ডিসেম্বর।।** শ্যাম সন্দর কোং জয়েলার্স'র উদ্যোগে শুরু হচ্ছে 'শুভ বিবাহ উৎসব'। ১ থেকে ৩১ জানয়ারি পর্যন্ত চলবে উৎসব।শ্যাম সন্দর কোং জয়েলার্স মনে করছে 'শুভ বিবাহ উৎসব' হল ঐতিহ্যময় ভারতীয় বিবাহের বর্ণাট্য এক উদ্যাপন। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের আগরতলার শোরুমে ২০০৯ সালে প্রথম সূচনা হয়েছিল এই অনুষ্ঠানের। তারপর কলকাতার প্রধান প্রধান হাউজিং সোসাইটি এবং নাম করা সব ক্লাবে উপস্থাপিত হয়েছিল এই আনন্দময় অনুষ্ঠান। সেই থেকে, এই অনুষ্ঠান বিভিন্ন জায়গায় আপন স্বরূপে প্রকাশিত হয়েই চলেছে। মূল লক্ষ্য হল, যে বিবাহ অনুষ্ঠানকে ঘিরে মানুষের এত কল্পনা - এত স্বপ্ন - এত উন্মাদনা, ঐতিহ্যময় সেই বিবাহ অনুষ্ঠানকে পরতে পরতে মানুষের সামনে মেলে ধরা - সবাইকে তার আনন্দের শরিক করে তোলা এবং

এর মধ্যে দিয়ে বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষ অফার এবং মনকাড়া অলংকার সংগ্রহ ক্রেতাদের কাছে তলে ধরা এ বছরের 'শুভ বিবাহ উৎসব'আয়োজনের সূচনা হয় শ্যাম সন্দর কোং জয়েলার্স'র উদ্যোগে সদ্য অনুষ্ঠিত 'শারদ সুন্দরী ২০২১'-র বিজয়িনীদের জনসমক্ষে তুলে ধরার মাধ্যমে। তাছাড়া সোনার ও হিরের বিয়ের নতুন ডিজাইনের গয়নার বিশেষ সম্ভার এ বছর ক্রেতাদের জন্য বানানো হয়েছে। এ বছরের ক্রেতাদের সত্যিই উৎসবমুখর করে তোলার জন্য বিশেষ অফার এবং ড্র-এর আয়োজন করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত সোনা ও হিরের গয়নার মজুরিতে ছাড়। দুবাই ও আবুধাবিতে স্বপ্নের হানিমুন প্যাকেজ জেতার সুবর্ণ সুযোগ এবং প্রতি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। এছাড়াও প্রতিটি ক্রেতার জন্য উপহার স্বরূপ থাকছে এই উৎসবে অংশগ্রহণকারী সংস্থাদের দেওয়া বিয়ের বিভিন্ন পণ্য ও পরিষেবায় ছাড় সমুদ্ধ একটি বকলেট। এই সমস্তই থাকছে এই উৎসবের মূল আবহকে আরো সুন্দর করে তুলতে।এরপর অনুষ্ঠিত হল - ধ্রপদী ছন্দে ঐতিহ্যময় এক বিবাহের সার্থক রূপদান। সঙ্গে নাটকীয় এক ফ্যাশন শো- দুটি পর্যায়ে যা তুলে ধরল বিবাহ অনুষ্ঠানের রোশনাই এবং চমক। জমকালো এই পারিবারিক অনুষ্ঠানের উদ্দীপনার সঙ্গে তাল মিলিয়েই অনবদ্য এই উপস্থাপনা। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর, অর্পিতা সাহা জানান, "সব সময়ই আমরা ঐতিহ্যময় ভারতীয় বিবাহের রোমান্সের দিকটি তুলে ধরেছি আমাদের বিজ্ঞাপনী প্রচারের মাধ্যমে- মানুষের কাছে তুলে ধরেছি, নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না! আসলে, বিয়ে আমাদের সত্ত্বার গভীরতর রূপটি উন্মোচন করে - তাই এত স্পেশাল।" শ্যাম সুন্দর কোং

৩১ জানুয়ারি, ২০১২ পর্যন্ত।

জুয়েলার্সের অপর ডিরেক্টর, রূপক সাহা জানান ''আমাদের নিজস্ব কায়দায় উদ্যাপিত 'শুভ বিবাহ উৎসব'এর শুভ সচনা হয়েছিল ত্রিপুরার আগরতলার শোরুমে ২০০৯ সালে, তারপর কলকাতার বহু অভিজাত হাউজিং সোসাইটি এবং ক্লাবে সাড়া জাগানো উদযাপনের পর আজ সে পরিণত হয়েছে বাৎসরিক এক উৎসবে। এ (গড়িয়াহাট, বেহালা ও বারাসাত) প্রতিটি শোরুমে, ১ জানুয়ারি থেকে

বছরের অনুষ্ঠান আলাদাভাবে তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে, প্রিভিউ'তে উপস্থাপিত করা হচ্ছে সদ্যনির্বাচিত 'শারদ সুন্দরী ২০২১'র বিজয়িনীদের এবং ক্রেতাবন্ধদের জন্য এই প্রমোশন'র মধ্যে থাকছে, অনেক আকর্ষণীয় অফার এবং ড্র।" 'শুভ বিবাহ উৎসব'এর অফার চলবে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ত্রিপুরা (আগরতলা, খোয়াই, ধর্মনগর ও উদয়পুর) এবং কলকাতার

এএসআই প্রদীপ দাস থাকেন। তিনি

মা-বাবার একমাত্র ছেলে। বাবার

মৃত্যুর পর বাড়িটি দখলে নিয়েছেন।

থানায় সবার সামনেই নিজেকে শিব

ভক্ত পরিচয় দেন। ভক্তি দেখাতে

সব সময় কপালে লাল তিলকও

দেন। থানার মধ্যে কেউ অভিযোগ

নিয়ে এলে তাদের শিব ভক্তের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ২৭ ডিসেম্বর।। বাবার সাথে বাইসাইকেলে চেপে বাড়ি ফিরছিল ৫ বছরের শিশু। কিন্তু অবুঝ শিশুটির পা কখন সাইকেলের চাকায় ঢুকে যায় তা টের পাননি তার বাবা। সাকিম ত্রিপুরা নামে ওই শিশুটি যখন চিৎকার জুড়ে দেয় তখনই তার বাবা বিষয়টি বুঝতে পারেন। তডিঘডি শিশুটিকে ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় নিয়ে আসা হয় ধলাই জেলা হাসপাতালে। আমবাসার কাঁঠালবাড়ি এলাকায় বাড়ি ওই শিশুর। বর্তমানে ধলাই জেলা। হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছে।



লোক চাই

ট্রেভেল (Air & Rail) টিকিট কাউন্টার এর জন্য একজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোক চাই বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।

RAMTHAKUR TOUR TRAVEL Ramthakur Sangha Road, Agt. (M) 9436115500

COACHING **FOR FORTHCOMING COMPETITIVE EXAMINATIONS**

(ICDS-SUPERVISOR) & LDA -**SECRETARIAT** SERVICE): CLICK & REGISTER

www.estudyhelpline.in Contact: 9832107953

(Whatsapp only)

বিশেষ দ্রস্ভব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একাস্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিক সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের

রাজ্যের বনভূমিতে ৩০ বাংলাদেশির গাঁজা বাগান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ **ডিসেম্বর** ।। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে মোহনপুর, সোনামুড়া এলাকায় গাঁজার বাগান করার অভিযোগ বহুদিনের। পুলিশের হিসেবেই এই বছর সবচেয়ে বেশি গাঁজার চাষ হয়েছে মোহনপুর মহকুমা এলাকায়। এই এলাকায় ধর্মনগর, কুমারঘাট, বিলোনিয়া, সাক্রম থেকে এসে নেশা কারবারিরা গাঁজা বাগান করেছে। শাসক দলের প্রভাবশালী নেতার পকেটে টাকা ঢুকিয়ে অনায়াসেই গাঁজার বাগান করে নিয়েছে। এই বাগানগুলিতে পুলিশ বা প্রশাসন অভিযান করার ন্যুনতম সাহস পর্যন্ত দেখাতে পারেনি। এইসব ঘটনার মধ্যেই অন্য দেশ থেকে এসেও নেশা কারবারিরা গাঁজার চাষ শুরু করেছে ত্রিপুরার মধ্যে। বিশেষ করে এডিসি এলাকায় টিলা জমি ভাড়া

বাংলাদেশ থেকে ৩০জন সংখ্যালঘু অংশের মানুষ এসে শুধুমাত্র চড়িলাম ব্লক এলাকায় ৭০০ কানি টিলা জমিতে গাঁজা চাষ করে নিয়েছে। স্থানীয় এক প্রভাবশালী নেতাকে কমিশন দিয়ে গাঁজার বাগান করে নিয়েছে বাংলাদেশিরা। এমনই ঘটনা চড়িলাম ব্লকের সুতারমুড়া এডিসি ভিলেজ কমিটি এলাকার। মতাইখলা এবং গগণ সর্দার পাড়ায়। দুই বছর ধরেই বাংলাদেশ থেকে সংখ্যালঘু অংশের ত্রিশ জন রাজ্যে এসে এই বাগান করেছে। তারা প্রথমে বক্সনগরে এসে টিলা জমিতে গাঁজার বাগান করেছিল। জনজাতি অংশে গাঁজা বাগান করতে গিয়ে প্রথমে তারা বাধাও পেয়েছিল। তাদের পাল্টা আক্রমণে যারা বাধা দিয়েছিলেন এদের সবার মুখ বন্ধ হয়ে গেছে।

নিয়ে গাঁজার চাষ করা হয়েছে। এই সাধারণ জনজাতি অংশের নাগরিকরা নেতা-সহ পুলিশেরও এই ক্ষেত্রে সাহায্য পাচ্ছেন না।এই নেশার কারবার রুখতে আমতলির গোলাঘাঁটি কেন্দ্রে দেড়শো জন মিলে একটি অ্যান্টি ড্রাগ কমিটি তৈরি করেছে। তারাই মূলত গাঁজা চাষের বিরোধিতা করছে। কিন্তু এই দেড়শো জনও দুর্বল হয়ে পড়ছেন প্রভাবশালী নেতার সাহায্যে গাঁজার বাগান করা সংখ্যালঘু অংশের ৩০জনের বিরুদ্ধে। এই ৩০জন গাঁজা বাগান এলাকাতেই ঘর তৈরি করে বসবাসও শুরু করে দিয়েছে। তাদের কাছে ভারতীয় হওয়ার কোনও ধরনের শংসাপত্র নেই। অথচ এরাই এখন চড়িলাম ব্লক এলাকায় চুটিয়ে গাঁজা ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে। তাদের আটকানোর মতো চেষ্টাও করা হচ্ছে না

এরপর দুইয়ের পাতায়

ডাক অ্যান্ড টার্কি ফিস্ট



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, জানিয়েছেন। তারা জানান, শীতে আগরতলা, ২৭ ডিসেম্বর।। হাঁসের মাংস পছন্দ করেন সবাই। আগরতলার হোটেল সোনারতরীতে সেই কারণেই শীতের সময়ে এই চলছে ডাক অ্যান্ড টার্কি ফিস্ট। গত ধরনের উৎসবের আয়োজন করা ২৬ ডিসেম্বর থেকে এই উৎসবের হলে সবাই খুশি হন। আর টার্কি সব সচনা হয়েছে। যা চলবে ২ জানুয়ারি সময় পাওয়া যায় না। শীতের সময়ই পর্যন্ত। এর আগেও তাদের উদ্যোগে সেগুলি দেখা যায়। আর এই এই ধরনের উৎসবের আয়োজন করা সময়টাতেই খেতে সবাই পছন্দ হয়েছিল। হোটেল কর্তৃপক্ষ সোমবার করেন। একদিকে বড়দিন আর সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে রাজ্যবাসীর উদ্দেশে আমন্ত্রণ

2 BHK FLAT

তিনটি বড় রুম সহ দুটি

বাথরুম, কিচেন, মেইন

রোডের পাশে বারান্দা এবং

বাইক পার্কিং এর সুবিধা সহ

ফ্যামিলির জন্য ভাডা দেওয়া

হবে। মাস্টারপাড়া নেতাজী

— ঃযোগাযোগ ঃ—

স্থায়ী চাকুরী

রেজিস্টার অর্গানাইজেশন-এর

বিভিন্ন শাখায় ম্যানেজার

সহকারী ম্যানেজার পদে ৩৬টি

শূন্যপদ রয়েছে। শিক্ষাগত

যোগ্যতা - মাধ্যমিক-

গ্র্যাজুয়েশন। বয়স- 18-24

বছর। মাসিক বেতন

12000 - 18000 (পদ

তিনদিনের মধ্যে অতিসত্বর

Mob - 7005735604

9362245728 (For ST)

9862108155

অনুসারে) টাকা।

যোগাযোগ করুন।

আগরতলাস্থিত

Mob - 9862033478

7005969092

একটি

স্কুল সংলগ্ন।

জায়গা বিক্ৰয়

আগরতলা ভট্টপুকুর কালিটিলা বাজার সংলগ্ন এলাকায় দেড় গভা নতুন বিল্ডিং ঘর সহ জায়গা বিক্রি হইবে। প্রকৃত ক্রেতারা অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

— ঃযোগাযোগ ঃ— Mob - 9774707512

''ধান ভাঙ্গানোর মেশিন"

ঘরে বসেই ধান ভাঙ্গানোর মেশিন মাত্র 30,000/- টাকায় বিক্রয় হইবে। বাড়ির কারেন্টই, এই মেশিন চলে। স্ত্রী ও পুরুষ যে কোন ব্যক্তিই এই মেশিন চালাতে পারেন। প্রতিদিন ৭ টন ধান ভাঙ্গানো যায়।ইচ্ছে করলে এই MINI RICE MILL ভাড়া ও খাটানো যাবে। Video দেখার জন্য Whats app করুন — 9402567942

তারপরেই ইংরেজি নববর্ষ। এই দুটি উৎসবকে উপলক্ষ্য করে তারা খাদ্য উৎসবের আয়োজন করেছেন। গত বছরের উৎসবে ভালোই সাড়া মিলেছিল। এ বছর খাদ্য তালিকায় আরও বেশি সংযোজন থাকছে বলে তারা জানায়। খাবারের দাম শুরু ৪০০ টাকা থেকে। সর্বোচ্চ ৫৫৯ টাকা। ২০ থেকে ২২ প্রকারের খাবার থাকছে এই উৎসবে। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন হোটেল সোনারতরী এগজিকিউটিভ শেফ সায়ন্তন মিত্র, হোটেলের জেনারেল ম্যানেজার সৈকত চৌধরী।

সমস্যার সমাধান





বাবা আমিল সুফি প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শত্ৰু থেকে পরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, ७ अविमा कालायामू, पूर्वकर्नी,

> CONTACT 9667700474

যাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।

লোক নিয়োগ

Popular Security Service- এর জন্য কিছু লোক প্রয়োজন। মাসিক বেতন-9,600 টাকা এবং 12 ঘণ্ট ডিউটি। এখানে থাকারও ব্যবস্থা রয়েছে। ইচ্ছুক প্রার্থীগণ 2 দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন। যোগাযোগের ঠিকানা আগরতলা, বিপণি বিতান বিল্ডিং, রুম নং- 36, 37 ফোন নম্বর- 9774702018

উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

— ঃযোগাযোগ ঃ— Mob - 9402567942

VISION CONSULTANCY Admission Point MBBS/BDS/BAMS **MEDICAL COLLEGES IN INDIA** Kolkata, Uttar Pradesh, Bangalore, Tamilnadu, Puducherry, Haryana , Bihar, Orissa & Other) LOW PACKAGE 45 LAKH **NEET QUALIFIED STUDENTS ONLY** Call Us : 9560462263 / 9436470381 Address : Officelane, Opp. Siksha Bhavan, Agartala, Tripura (W)

ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ, শাস্তি

পেলেন বাবা প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ ডিসেম্বর।। ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠায় তার বাবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল দল। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে বিজেপি নেতারা হয়তো বার্তা দিতে চেয়েছেন দল কোনোভাবেই বেআইনি কিংবা অসামাজিক কাজকর্মকে বরদাস্ত করে না। কোনো নেতার রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করে তার পরিবারের কোনো সদস্য যেন কোনো ধরনের অসামাজিক কাজকর্মে না জড়ায়। কিন্তু এলাকায় গুঞ্জন চলছে আসলে সমাজকে



কোনো বার্তা দিতে নয়, নেতার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে। এমনই অভিযোগ স্থানীয়দের। তেলিয়ামুড়া মহকুমার কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ২৩নং বুথের সাধারণ সম্পাদক তথা শক্তিকেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটর প্রাণতোষ সরকারকে তার পদ থেকে অপসারিত করা হয়েছে। অভিযোগ, তার ছেলেকে কিছুদিন আগে এক মহিলার সাথে আটক করেছিল স্থানীয় নাগরিকরা। পরবর্তী সময় ওই যুবককে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে। কৃষ্ণপুরের মণ্ডল সভাপতি নির্মল সরকার লিখিতভাবে তাদের দলীয় নেতা প্রাণতোষ সরকারকে অপসারিত করার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। এলাকাবাসীর অভিযোগ, ওই বিধানসভা কেন্দ্রে এখন দুই গোষ্ঠীর লড়াই জমে উঠেছে। সেই দুই গোষ্ঠীর মধ্যেও একে অপরকে বেকায়দায় ফেলার জন্য মুখিয়ে

এরপর দুইয়ের পাতায়

(C) রেখেছে পুলিশ ছেলে। জানা গেছে, উদয়পুরের জামজুরি এলাকাতে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৭ ডিসেম্বর ।। থানায় বসে অনেককেই শায়েস্তা করেছেন। মায়ের যত্ন নেওয়ার কথা বলে বহু লোককে ধমক দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, নিজের বৃদ্ধা মায়ের সেবা যত্ন করার অজ্হাত দেখিয়ে বহুদিন কর্তব্যস্থল থেকে বাড়ি ফিরে গেছেন। শিব ভক্ত বলে সবার কাছে পরিচয় দেওয়া। রাজ্য পুলিশের এমনই একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাবইন্সপেকটরের আসল মুখ ধরা পড়লো সোমবার। থানায় এসে ছেলের বিরুদ্ধে যাবতীয় অভিযোগ জানিয়ে গেলেন তার বৃদ্ধা মা। বাড়ি থেকে মাকে লাঞ্ছনা দিয়ে তাড়িয়ে

দেওয়ার অভিযোগ নিয়েই থানায় হাজির হয়েছিলেন নিরুপায় মা।এই ঘটনা প্ৰকাশ্যে আসতেই তৈদু থানায় অ্যাসিস্ট্যান্ট সাবইন্সপেকটর প্রদীপ কুমার দাসের বিরুদ্ধে সহকর্মীরাও গালাগাল দিতে শুরু করেছেন। এই ধরনের কোনও ব্যক্তি যে পুলিশ হওয়ার যোগ্য নন তা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। তবুও থানা কর্তৃপক্ষ প্রদীপ কুমার দাসের বিরুদ্ধে আইনত কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। উল্টো তাকে বাঁচানোর চেষ্টাই করে গেছেন বলে অভিযোগ।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মেলাঘর,

২৭ **ডিসেম্বর।।** শীতের সকালে

আচমকা রাবার বাগানে সদ্যোজাত

শিশুর কান্নায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়

মেলাঘর থানাধীন বগাবাসা

এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দা চিন্ময়

দেবনাথের বাগানে গিয়ে দেখা যায়

একটি সদ্যোজাত শিশু কেঁদে চলেছে।

তার শরীরে এক টুকরো কাপড় পর্যন্ত

নেই। স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে

ছুটে গিয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করেন।

তাদের মধ্যে কেউ আবার শিশুটিকে

কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে নেয়। তখনও

শিশুটি নাড়াচাড়া করছিল। সবাই

ভেবেছিলেন হয়তো শিশুটিকে

হাসপাতালে নিয়ে গেলে তার

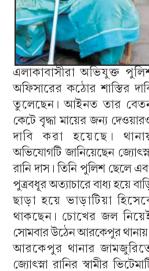
প্রাণরক্ষা করা যাবে। তাই খবর

দেওয়া হয় মেলাঘর থানার

পুলিশকে। পুলিশ এসে শিশুটিকে

মেলাঘর হাসপাতালে নিয়ে আসে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত চেষ্টা সত্ত্বেও শিশুর



এলাকাবাসীরা অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারের কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন। আইনত তার বেতন কেটে বৃদ্ধা মায়ের জন্য দেওয়ারও দাবি করা হয়েছে। থানায় অভিযোগটি জানিয়েছেন জ্যোৎস্না রানি দাস। তিনি পুলিশ ছেলে এবং পুত্রবধূর অত্যাচারে বাধ্য হয়ে বাড়ি ছাড়া হয়ে ভাড়াটিয়া হিসেবে থাকছেন। চোখের জল নিয়েই সোমবার উঠেন আরকেপুর থানায়। আরকেপুর থানার জামজুরিতে জ্যোৎস্না রানির স্বামীর ভিটেমাটি রয়েছে। স্বামীর জায়গাতেই আশ্রয় চেয়ে তিনি থানায় হাজির হন।

পাঠও পড়ান। অথচ এই প্রদীপই নিজের মাকে লাঞ্ছনা দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়ালেন। অভিযোগ, বিভিন্ন সময়ই মায়ের অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে তৈদু থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতেন। কিন্তু কেউ কোনও দিন খবর নিয়ে দেখেননি আদৌ মায়ের সেবা স্বামীর জায়গাটি দখলে নিয়ে

প্রাণরক্ষা করা যায়নি। কর্তব্যরত

চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা

করেন। শিশুর মৃতদেহ এখন

মেলাঘর হাসপাতালের মর্গে আছে।

এখনও জানা যায়নি শিশুর পরিচয়

কি। এলাকার লোকজনও জানান,

আশপাশ এলাকার কোনো পরিবারের

শিশু নিখাঁজ বলে খবর নেই। তাই

ধারণা করা হচ্ছে হয়তো অন্য কোনো

জায়গা থেকে শিশুটিকে রাবার বাগানে

ফেলে গেছে। স্থানীয়দের কাছে বুঝতে

অসুবিধা হয়নি শিশুটিকে তার

প্রিয়জনরাই রাবার বাগানে ফেলে

গেছেন। তবে কি কারণে শিশুর এই

পরিণতি হল সেটাই প্রশ্ন বগাবাসাবাসীর।

তাদের মতে সামাজিক অবক্ষয়ের এর

চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হয়তো আর কিছু হতে

পারে না। পুলিশ এবং প্রশাসনের

দায়িত্ব নিয়ে ঘটনাটির তদন্ত করা

প্রয়োজন। যাতে আর কোনো শিশু

এই ধরনের ঘটনার শিকার না হয়।

করছেন কিনা, নাকি মায়ের নাম দিয়ে আরাম-আয়েশ করতে বাড়ি ছুটে গেছেন প্রদীপ। সোমবার সকালেই উদয়পুরের আরকেপুর থানায় বোনকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে থানায় হাজির জ্যোৎস্না রানি দাস। থানায় গিয়ে ছেলের বিরুদ্ধে মামলা করতে চান তিনি। ছেলের বিরুদ্ধে যাবতীয় অভিযোগ করেন তিনি।

তিনি পরিষ্কারভাবেই জানান ছেলে এরপর দুইয়ের পাতায় সোনার বাজার দর ১০ গ্রাম ঃ ৪৮,১৫০

Flat Booking

ভরি ঃ ৫৬,১৭৫

Ramnagar Road No. 4. Opposite Sporting Club. 2 BHK, 3 BHK Flat booking চলছে। Mob - 8416082015

Godown ভাড়া

শহরের সন্নিকটে সর্ব সুবিধা যুক্ত 1500 Sq.ft. এর গোডাউন ভাড়া দেওয়া হবে। — ঃযোগাযোগ ঃ—

Mob - 9856368173